হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায় ১ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাব

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✪ **অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান :** যে সকল প্রতিষ্ঠান কোনো প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় এবং উৎপাদনের মাধ্যমে মুনাফার্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে দেশের ও সদস্যগণের সেবা ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে **অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বলা হয়।**

✪ **অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়নে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় :**

ক. বিগত বছর বা বিগত হিসাবকাল সংক্রান্ত :

- **বিগত বছরের বকেয়া খরচ পরিশোধ :** সংশ্লিষ্ট খরচ থেকে বিয়োগ ও মূলধন তহবিল নির্ণয়ে দায়।
- **বিগত বছরের অগ্রিম খরচ :** সংশ্লিষ্ট খরচের সাথে যোগ ও মূলধন তহবিল নির্ণয়ে সম্পদ।
- **বিগত বছরের বকেয়া খরচ এখনও বকেয়া (পরিশোধ হয়নি) :** মূলধন তহবিল নির্ণয়ে দায় ও উদ্বৃত্তপত্রে দায়।
- **প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত (মনিহারি, খাদ্যসামগ্রী, ডাক-টিকিট বা অন্য কোনো মালামাল মজুত :** সংশ্লিষ্ট দফার সাথে যোগ এবং মূলধন তহবিল নির্ণয়ে সম্পদ।
- **বিগত বছরের অনাদায়ী আয় প্রাপ্তি :** সংশ্লিষ্ট আয় থেকে বিয়োগ এবং মূলধন তহবিল নির্ণয়ে সম্পদ থেকে বিয়োগ।
- **বিগত বছরে অগ্রিম প্রাপ্ত আয় :** সংশ্লিষ্ট আয়ের সাথে যোগ ও মূলধন তহবিল নির্ণয়ে দায়।
- বিগত বছরের অনাদায়ী আয় এখনও অনাদায়ী (পাওয়া যায়নি) : মূলধন তহবিল নির্ণয়ে সম্পদ ও উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদ।

খ. চলতি বছরের বা হিসাবকালের সংক্রান্ত :

- **চলতি বছরের বকেয়া খরচ :** সংশ্লিষ্ট খরচের সাথে যোগ ও উদ্বৃত্তপত্রে দায়।
- চলতি বছরের অগ্রিম খরচ (পরবর্তী বছরের খরচ) : সংশ্লিষ্ট খরচ থেকে বিয়োগ ও উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদ।
- **চলতি হিসাবকালের অনাদায়ী আয়সমূহ :** সংশ্লিষ্ট আয়ের সাথে যোগ ও উদ্বৃত্তপত্রে দায়।
- **চলতি বছরে অগ্রিম প্রাপ্ত আয় :** সংশ্লিষ্ট আয় হতে বিয়োগ ও উদ্বৃত্তপত্রের দায়।
- **সম্পত্তির অবচয় :** আয়-ব্যয় হিসাবে ডেবিট বা ব্যয় এবং উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদ থেকে বিয়োগ।
- **পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয়জনিত ক্ষতি :** আয়-ব্যয় হিসাবে ডেবিট বা ব্যয় এবং বিক্রীত সম্পত্তির পুস্তকমূল্য উদ্বৃত্তপত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পদ হতে বিয়োগ।
- **সমাপনী উদ্বৃত্ত :** মনিহারি/খাদ্য সামগ্রী/মালামাল/ডাকটিকিট : সংশ্লিষ্ট দফার সাথে বিয়োগ ও উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদ।
- **ধারে মনিহারি/খাদ্য সামগ্রী/মালামাল ক্রয় :** সংশ্লিষ্ট দফার সাথে যোগ ও উদ্বৃত্তপত্রে দায়।

গ. স্থায়ী সম্পদ ও দীর্ঘমেয়াদি বা স্থায়ী দায়ের প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত :

- **প্রারম্ভিক তারিখের স্থায়ী সম্পদ :** মূলধন তহবিল নির্ণয়ে সম্পদ ও উদ্বৃত্তপত্রে সম্পদ।
- **প্রারম্ভিক তারিখের স্থায়ী দায় :** মূলধন তহবিল নির্ণয়ে দায় ও উদ্বৃত্তপত্রে দায়।

✪ **পেশাজীবীদের বকেয়া আয় সংক্রান্ত :**

➦ পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে বকেয়া ফি বা আয় অধিকাংশ সময় আদায় হয় না।
➦ বকেয়া আয়ের উপর সমপরিমাণ আয় সঞ্চিতির ব্যবস্থা রাখা হয়।
➦ বকেয়া আয় সঞ্চিতিকে আয় হতে বাদ দিয়ে উদ্বৃত্তপত্রে দায় পার্শ্বে দেখাতে হয়।
➦ বকেয়া আয়কে আয়ের সাথে যোগ করে দেখাতে হয় এবং উদ্বৃত্তপত্রের সম্পদ পাশে দেখাতে হয়।

✪ **আরও কিছু তথ্য :**

i. প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের মাধ্যমে প্রারম্ভিক নগদ ও সমাপনী নগদের পরিমাণ জানা যায়।
ii. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কার্য-পরিচালনার পুঁজিকে– **মূলধন তহবিল বলে।**
iii. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানসমূহ উহাদের তৈরি আইন ও নিয়মাবলি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।
iv. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূলধন তহবিল প্রতিষ্ঠানের দায়-অপেক্ষা সম্পত্তির বাড়তি অংশ।
v. সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত গভর্নর বডি বা কার্যনির্বাহী কমিটি বা ব্যবস্থাপনা পরিষদের উপর এর পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে।

✪ **অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ :**

➦ পণ্য উৎপাদন কিংবা ক্রয়-বিক্রয় কাজে লিপ্ত থাকে না।
➦ ব্যয় অতিরিক্ত আয় সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হয় না।
➦ ব্যয় অতিরিক্ত আয়ের উপর আয়কর দিতে হয় না ইত্যাদি।
➦ সদস্যগণের চাঁদা, ভর্তি ফি, সমাজের মহৎ ব্যক্তিবর্গের দান, সরকারের আর্থিক অনুদান ইত্যাদির মাধ্যমে আয় অর্জিত হয়।

✪ **অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি-**

➦ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের যদিও মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য থাকে না তবুও তাকে বছর শেষে চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করতে হয়।
➦ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যে সকল হিসাব ও বিবরণীসমূহ সংরক্ষণ করে থাকে তা হলো : (১) প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব (২) আয় ব্যয় হিসাব (৩) উদ্বৃত্তপত্র।

✪ **উইলকৃত ধন-দৌলত (Legacy) :** সমাজের দানশীল কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নামে চুক্তি মারফত ডেবিট পার্শ্বে দেখানো হয়। পরিচালনা পর্ষদ শর্ত আরোপ না করলে, সর্বদাই মূলধন জাতীয় আয় হিসেবে গণ্য হয় এবং উদ্বর্তপত্রের দায় পার্শ্বে মূলধন তহবিলের সাথে যোগ বা সরাসরি দেখানো হয়। তবে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক শর্ত আরোপ হলে শর্তানুসারে আয়-ব্যয় হিসাবের ক্রেডিট এবং উদ্বর্তপত্রের দায় পার্শ্বে দেখানো হয়।

CamScanner

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হলো– **সদস্যদের কল্যাণ ও জনকল্যাণ।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহ উহাদের তৈরী আইন ও নিয়মাবলী দ্বারা– **পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত।**
- সদস্যগণ কর্তৃক মনোনীত গভর্নিং বডি বা কার্যনির্বাহী কমিটি বা ব্যবস্থাপনা পরিষদের উপর এর পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে।
- যে সকল অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সেবাদানের পাশাপাশি মুনাফা অর্জনকারী সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে তাই– **মুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।**
- যে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সাধারণত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত না হয়ে জনকল্যাণের জন্য পরিচালিত হয় তাই– **অমুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।**
- কোনোরূপ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, আমদানি-রপ্তানি বা উৎপাদন বা বন্টন ব্যবসায়ের সাথে জড়িত থাকে না- **অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।**
- অমুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়- সাধারণ সদস্যদের মাধ্যমে **নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ব্যয়াতিরিক্ত আয় কখনোই বন্টিত হয় না- **সদস্যদের মধ্যে।**
- মুনাফা অর্জনের দিক থেকে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ভাগ করা যায় - **২ ভাগে।**
- অমুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে বলা হয়- **বিশুদ্ধ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।**
- সাধারণত পেশাজীবীদের প্রতিষ্ঠানসমূহ- **মুনাফাভোগী অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান।**
- বিশুদ্ধ অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান- **ধর্মীয়প্রতিষ্ঠান, সমাজকল্যাণ সংস্থা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।**
- মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয় না বলে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান- **কর অব্যাহতি পায়।**
- 'চা-চক্র থেকে মুনাফা' অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে গণ্য হবে- **মুনাফা জাতীয় আয় হিসেবে।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের পুরাতন সম্পত্তি বিক্রয় গণ্য হয়- **মূলধন জাতীয় আয় হিসেবে।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের হিসাবরক্ষণে অনুসরণ করা হয়- **দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি।**
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবকে বলা হয়- **সম্পত্তিবাচক হিসাব।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের- **নগদান হিসাবের অনুরূপ।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল জানার জন্য প্রস্তুত করা হয়- **আয়-ব্যয় বিবরণী।**
- নির্দিষ্ট হিসাবকালের মুনাফা জাতীয় আয়-ব্যয়গুলো স্থান পায়- **আয়-ব্যয় বিবরণীতে।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় বিবরণী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের- **বিশদ আয় বিবরণীর অনুরূপ।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় বিবরণীর মূল ভিত্তি হলো- **প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব।**
- চলতি হিসাবকাল সংক্রান্ত নগদ ও অনগদ উভয় ধরনের লেনদেনই লিপিবদ্ধ হয়- **আয়-ব্যয় বিবরণীতে।**
- আয়-ব্যয় হিসাবের ক্রেডিট জের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের- **নিট লাভ।**
- আয়-ব্যয় হিসাব প্রকাশ করে- **ডেবিট উদ্বৃত্ত, ক্রেডিট উদ্বৃত্ত এবং শূন্য উদ্বৃত্ত।**
- প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের মাধ্যমে- **প্রারম্ভিক নগদ ও সমাপনী নগদের পরিমাণ জানা যায়।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিগত বছরের অনাদায়ী আয়ের ধরণ- **প্রারম্ভিক সম্পদ।**
- মূলধন তহবিল অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি- **অন্তর্দায়।**
- মূলধন তহবিল থেকে বিয়োগ করা হয়- **আয়াতিরিক্ত ব্যয়।**
- মূলধন তহবিলের সাথে যোগ করা হয়- **ব্যয়াতিরিক্ত আয়।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মূলধন তহবিল বৃদ্ধি পায়- **ব্যয়াতিরিক্ত আয় দ্বারা।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়াতিরিক্ত ব্যয়- **মূলধন তহবিল হ্রাস করে।**
- অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় বিবরণীর উদ্বৃত্ত স্থানান্তরিত হয়- **আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে।**

Part 3 গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সূত্র :

i. মূলধন তহবিল = সম্পত্তি – দায়।
ii. প্রারম্ভিক মূলধন তহবিল = প্রারম্ভিক সম্পত্তি – প্রারম্ভিক দায়।
iii. সমাপনী মূলধন তহবিল = সমাপনী সম্পত্তি – সমাপনী দায়।
iv. চাঁদা আয় = (মোট সদস্য সংখ্যা × বার্ষিক চাঁদার হার)
v. চাঁদা আয় = চলতি বছরে মোট চাঁদা প্রাপ্তি (+) বিগত বছরে প্রাপ্ত চলতি বছরের অগ্রিম চাঁদা (+) চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা (–) বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা আদায় (–) চলতি বছরে প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের অগ্রিম চাঁদা।
vi. চলতি বছরে প্রাপ্ত চাঁদা= চলতি বছরে মোট চাঁদা প্রাপ্তি (–) বিগত বছরে প্রাপ্ত চলতি বছরের অগ্রিম চাঁদা (–) চলতি বছরের বকেয়া চাঁদা (+) বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা আদায় (+) চলতি বছরে প্রাপ্ত পরবর্তী বছরের অগ্রিম চাঁদা।

01. এ্যাপেক্স ক্লাবের ৩,০০০ জন সদস্য আছে যারা বাৎসরিক ২০০ টাকা করে চাঁদা দিয়ে থাকেন। ২০০৬ সালের চাঁদা বাবদ কত লক্ষ টাকা পাওয়া যায়? যখন ৩০০ জন সদস্য ২০০৫ সালে অগ্রিম চাঁদা দিয়েছিলেন, ৬০০ জন সদস্য ২০০৭ সালের চাঁদা অগ্রিম দিয়েছেন এবং ২০০ জন সদস্য ২০০৬ সালের চাঁদা পরিশোধ করেনি।

সমাধান : ২০০৬ সালে ৩,০০০ জন সদস্য প্রত্যেকে ২০০ টাকা করে চাঁদা দিলে, মোট চাঁদা প্রাপ্তির পরিমাণ হয় (৩,০০০ × ২০০) = ৬,০০,০০০ টাকা
(–) বকেয়া চাঁদার পরিমাণ (২০০ × ২০০) = ৪০,০০০ টাকা
মোট = ৫,৬০,০০০ টাকা
(–) ২০০৫ সালে প্রাপ্ত অগ্রিম চাঁদা (৩০০ × ২০০) = ৬০,০০০ টাকা
মোট = ৫,০০,০০০ টাকা
(+) ২০০৭ সালের অগ্রিম প্রাপ্ত চাঁদা (৬০০ × ২০০) = ১,২০,০০০ টাকা
মোট = ৬,২০,০০০ টাকা
সুতরাং ২০০৬ সালে চাঁদা বাবদ মোট পাওয়া যায় ৬,২০,০০০ টাকা।

02. একটি কল্যাণ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫০০ জন। মাথাপিছু চাঁদার হার ১০ টাকা, কোন একবছরে প্রাপ্ত ৭,০০০ টাকার মধ্যে বিগত বছরের বকেয়া ৫০০ টাকা ও আগামী বছরের অগ্রিম চাঁদা অন্তর্ভুক্ত আছে। কত টাকা অগ্রিম চাঁদা হিসাবে পাওয়া গেছে?

সমাধান : ৫০০ জন সদস্য থেকে মোট চাঁদা পাওয়া যায় (৫০০×১০) = ৫,০০০ টাকা।
কিন্তু মোট চাঁদা প্রাপ্তি ৭,০০০ টাকা এর মধ্যে ৫০০ টাকা বিগত বছরের
সুতরাং অগ্রিম চাঁদা = (৭,০০০ – ৫,০০০ – ৫০০) টাকা = ১,৫০০ টাকা

03. সারা বছরে চাঁদা বাবদ প্রাপ্তি ৪০,০০০ টাকা। এর মধ্যে অগ্রিম চাঁদা প্রাপ্তি ৮,০০০ টাকা। বছরের শুরুতে বকেয়া চাঁদার পরিমাণ ছিল ১২,০০০ টাকা এবং বছর শেষে অনাদায়ি চাঁদা ৬,০০০ টাকা হলে, আয়-ব্যয় হিসেবে চাঁদা বাবদ কত টাকা আয় দেখানো হবে?

সমাধান : চলতি বছরের চাঁদা আয় = (চলতি বছরের প্রাপ্ত চাঁদা – চলতি অগ্রিম চাঁদা – বিগত বছরের বকেয়া চাঁদা + চলতি বছরের অনাদায়ি চাঁদা)
= (৪০,০০০ – ৮,০০০ – ১২,০০০ + ৬,০০০) = ২৬,০০০ টাকা।
∴ চাঁদা বাবদ আয়-ব্যয় হিসাবে ২৬,০০০ টাকা দেখাতে হবে।

04. প্রারম্ভিক মনিহারি মজুদ ৩,০০০ টাকা, সমাপনী মনিহারি মজুদ ১৭০০ টাকা এবং মনিহারি বাবদ প্রদান ৪,৫০০ টাকা। আয়-ব্যয় হিসাবে মনিহারি বাবদ কত টাকা দেখাতে হবে?

সমাধান: আয়-ব্যয় হিসাবে মনিহারি বাবদ দেখাতে হবে = (প্রারম্ভিক মনিহারি মজুদ + মনিহারি বাবদ প্রদান – সমাপনী মনিহারি মজুদ)
= (৩,০০০ + ৪,৫০০ – ১,৭০০) = ৫,৮০০
∴ আয়-ব্যয় হিসাবে মনিহারি বাবদ ৫,৮০০ টাকা দেখাতে হবে।

05. একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সদস্য সংখ্যা ৫০ জন। তাদের মাসিক চাঁদার পরিমাণ ১৮০ টাকা। ২০০৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে হিসাব করার সময় দেখা গেল যে, ২০ জন সদস্য তাদের চাঁদা পরিশোধ করেনি। পক্ষান্তরে ১২ জন সদস্য ২০০৮ সালের ৬ মাসের চাঁদা অগ্রিম প্রদান করেছে। ৫ জন সদস্যের ২০০৬ সালের চাঁদা এ বছর আদায় হয়েছে। চাঁদা বাবদ ২০০৭ সালের আয়-ব্যয় হিসেবে কত টাকা দেখাতে হবে?

সমাধান : চলতি বছরে চাঁদা-আয় = মোট সদস্য সংখ্যা × প্রতি সদস্যের বার্ষিক চাঁদা = ৫০ × (১৮০ × ১২) = ১,০৮,০০০ টাকা
∴ ২০০৭ সালে আয়-ব্যয় হিসাবে ১,০৮,০০০ টাকা দেখাতে হবে।

CamScanner

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. নিচের কোনটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নয়?
Ⓐ অবচয় Ⓑ বেতন
Ⓒ আয়কর Ⓓ A + B Ans Ⓒ

02. অব্যবহৃত ডাকটিকেট অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য-
Ⓐ আয় Ⓑ দায়
Ⓒ সম্পদ Ⓓ ব্যয় Ans Ⓒ

03. মূলধন তহবিল নির্ণয়ে কোনটি বিবেচিত হয় না?
Ⓐ অগ্রিম ভাড়া Ⓑ চাঁদা আয়
Ⓒ বকেয়া বেতন Ⓓ অনাদায়ী চাঁদা Ans Ⓑ

04. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে অগ্রিম চাঁদা প্রাপ্তি-
Ⓐ একটি সম্পদ Ⓑ একটি ব্যয়
Ⓒ একটি আয় Ⓓ একটি দায় Ans Ⓓ

05. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় না
Ⓐ অবচয় Ⓑ ধারে ক্রয়
Ⓒ বকেয়া আয় Ⓓ অগ্রিম প্রাপ্ত আয় Ans Ⓑ

06. অগ্রিম খরচ ও বকেয়া আয় সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের কোনটি?
Ⓐ আয় Ⓑ দায়
Ⓒ খরচ Ⓓ সম্পদ Ans Ⓓ

07. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয়ের উৎস নয় কোনটি?
Ⓐ সদস্যদের চাঁদা Ⓑ পণ্য বিক্রয়
Ⓒ অনুদান Ⓓ উইলকৃত সম্পদ Ans Ⓑ

08. অলীক সম্পত্তি কোনটি?
Ⓐ শেয়ার বাট্টা Ⓑ সুনাম
Ⓒ প্যাটেন্ট Ⓓ ট্রেডমার্ক Ans Ⓐ

09. কোনটি মূলধন জাতীয় ব্যয়?
Ⓐ ভাড়া Ⓑ বেতন
Ⓒ আসবাবপত্র ক্রয় Ⓓ মনিহারি ক্রয় Ans Ⓒ

10. অগ্রিম চাঁদা অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের জন্য কী?
Ⓐ আয় Ⓑ ব্যয়
Ⓒ দায় Ⓓ সম্পদ Ans Ⓒ

11. বিলম্বিত বিজ্ঞাপন কোন ধরনের সম্পদ?
Ⓐ চলতি Ⓑ স্থায়ী
Ⓒ কাল্পনিক Ⓓ A+B Ans Ⓐ

12. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলানোর জন্য কী প্রদান করা হয়?
Ⓐ বেতন Ⓑ মহার্ঘ ভাতা
Ⓒ মজুরি Ⓓ A+C Ans Ⓑ

13. ১৫% হারে বিনিয়োগের ওপর বার্ষিক সুদ বাবদ আয় ৪,৮০০ টাকা হলে বিনিয়োগের পরিমাণ কত?
Ⓐ ৩২,০০০ টাকা Ⓑ ৪৮,০০০ টাকা
Ⓒ ৬০,০০০ টাকা Ⓓ ৭২,০০০ টাকা Ans Ⓐ

14. ৬% হারে ৩ মাসের বিনিয়োগের বকেয়া সুদ ৩০০ টাকা হলে বছরে বিনিয়োগের পরিমাণ কত?
Ⓐ ৩,৬০০ টাকা Ⓑ ৭,২০০ টাকা
Ⓒ ১৪,৪০০ টাকা Ⓓ ২০,০০০ টাকা Ans Ⓓ

15. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক মোট দায় অপেক্ষা প্রারম্ভিক মোট সম্পত্তির বাড়তিকে কী বলা হয়?
Ⓐ মালিকানা তহবিল Ⓑ উদ্বৃত্ত তহবিল
Ⓒ মূলধন তহবিল Ⓓ সংরক্ষিত তহবিল Ans Ⓒ

16. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোনো ক্লাবের আয়ের প্রধান উৎস কোনটি?
Ⓐ প্রবেশ ফি Ⓑ সদস্যদের চাঁদা
Ⓒ অনুদান Ⓓ পুরাতন খবরের কাগজ বিক্রয় Ans Ⓑ

17. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নগদান বই বলতে বোঝায় -
Ⓐ নগদ প্রাপ্তি বই Ⓑ নগদ প্রদান বই
Ⓒ নগদ প্রাপ্তি ও প্রদান বই Ⓓ নগদ সংগ্রহ বই Ans Ⓒ

18. অদাবিকৃত লভ্যাংশ, পেনশন তহবিল ও কল্যাণ তহবিল কোন ধরনের দায়?
Ⓐ চলতি Ⓑ তরল
Ⓒ স্থায়ী Ⓓ অস্থায়ী Ans Ⓐ

19. প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের ডেবিট উদ্বৃত্ত দ্বারা কী বোঝায়?
Ⓐ ব্যয়াতিরিক্ত আয় Ⓑ আয়াতিরিক্ত আয়
Ⓒ হাতে নগদ ও ব্যাংকে জমার উদ্বৃত্ত Ⓓ ব্যাংক জমাতিরিক্ত Ans Ⓒ

20. বকেয়া বেতন সমন্বয় করা হলে-
Ⓐ ব্যয় ও দায় হ্রাস পায় Ⓑ ব্যয় ও দায় বৃদ্ধি পায়
Ⓒ আয় ও দায় বৃদ্ধি পায় Ⓓ আয় ও দায় হ্রাস পায় Ans Ⓑ

21. চলতি বছরে বিনিয়োগের ক্রয়মূল্যের উপর ৫% হারে বিনিয়োগের সুদ প্রাপ্তি ৩,৭৫০ টাকা হলে বিনিয়োগের প্রারম্ভিক মূল্য কত?
Ⓐ ৭১,২০০ টাকা Ⓑ ৭৫,০০০ টাকা
Ⓒ ৩৭,৫০০ টাকা Ⓓ ১৮,৭৫০ টাকা Ans Ⓑ

22. অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য কী?
Ⓐ সদস্য ও জনগণের সেবা দান Ⓑ পণ্য বা সেবা বিনিময় করা
Ⓒ সদস্যদের মধ্যে মুনাফা বণ্টন Ⓓ মুনাফা অর্জন করা Ans Ⓐ

23. দীর্ঘমেয়াদি দায় ও মালিকানা তহবিলের সমষ্টি হলো-
Ⓐ বিনিয়োজিত তহবিল Ⓑ মূলধন তহবিল
Ⓒ বহির্দায়ের তহবিল Ⓓ দীর্ঘমেয়াদি তহবিল Ans Ⓐ

24. উষা সেবা সংঘের মোট সদস্য সংখ্যা ৮৯০ জন। বার্ষিক চাঁদার হার সদস্য প্রতি ৫০ টাকা। চলতি বছরে ৯০ জন সদস্য এখনো চাঁদা প্রদান করেনি। আয়-ব্যয় হিসাবে চাঁদা বাবদ কত টাকা দেখানো যাবে?
Ⓐ ৪০,০০০ টাকা Ⓑ ৪২,০০০ টাকা
Ⓒ ৪৪,৫০০ টাকা Ⓓ ৪৫,০০০ টাকা Ans Ⓒ

25. মূলধন তহবিল থেকে কোনটি বিয়োগ করা হয়?
Ⓐ আয়াতিরিক্ত ব্যয় Ⓑ সমাপনী মজুত পণ্য
Ⓒ মোট আয় Ⓓ চাঁদা Ans Ⓐ

26. একটি অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাবের ডেবিট দিকে বিনিয়োগের সুদ দেওয়া আছে বার্ষিক ১৬% হারে ২,৪০০ টাকা। ক্রেডিট দিকে কোনো বিনিয়োগ নেই। প্রারম্ভিক বিনিয়োগ কত?
Ⓐ ১৫,০০০ টাকা Ⓑ ২৫,০০০ টাকা
Ⓒ ৩২,০০০ টাকা Ⓓ ৪৮,০০০ টাকা Ans Ⓐ

27. কোনটি বিশেষ তহবিল নয়?
Ⓐ বৃত্তি তহবিল Ⓑ মূলধন তহবিল
Ⓒ ত্রাণ তহবিল Ⓓ ক্রীড়া তহবিল Ans Ⓑ

28. আজীবন সদস্য চাঁদা-
Ⓐ মুনাফা জাতীয় আয় Ⓑ মূলধন জাতীয় আয়
Ⓒ সম্পদ Ⓓ মুনাফা জাতীয় ব্যয় Ans Ⓑ

29. পরবর্তী বছরের চাঁদা চলতি বছর পাওয়া গেলে অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কাছে কী হিসাবে বিবেচিত হয়?
Ⓐ আয় Ⓑ ব্যয়
Ⓒ সম্পদ Ⓓ দায় Ans Ⓓ

30. মূল্যস্ফীতির সঙ্গে আয়ের সামঞ্জস্য রাখার জন্য কর্মচারীদের নিম্নের কোনটি প্রদান করা হয়?
Ⓐ বোনাস Ⓑ মহার্ঘ ভাতা
Ⓒ যাতায়াত ভাতা Ⓓ আনুতোষিক সুবিধা Ans Ⓑ

CamScanner

হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায় ২

অংশীদারি ব্যবসায়ের হিসাব

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **অংশীদারি ব্যবসায় :** চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম দুই বা ততোধিক ব্যক্তি তাদের অর্থ, শক্তি, শ্রম ও দক্ষতা এক সঙ্গে বা এদের যেকোনো একটি বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন এবং তা নিজেদের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে বা অনুপাতে বন্টনের উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে যে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা করে, তাকে অংশীদারি ব্যবসায় বলে।
  - ১৯৩২ সালের ভারতীয় অংশীদারি আইন অনুসারে বাংলাদেশে অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়।
  - তবে নিবন্ধিত ব্যবসায় কিছু অতিরিক্ত সুবিধা ভোগ করে।
  - এ ব্যবসায়ের মূলভিত্তি হলো চুক্তি, চুক্তিপত্র নয়।
  - চুক্তিপত্র মৌখিক, লিখিত অথবা লিখিত ও নিবন্ধিত হতে পারে।
  - চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে অংশীদারি ব্যবসায়ে ঋণের সুদ ৬%। তবে মূলধন, উত্তোলনের উপর সুদ ধরা যাবে না।
- **১৯৩২ সালের অংশীদারি আইনে–** অংশীদারি ব্যবসায় সংক্রান্ত হিসাব লেখার কোনো বিশেষ নিয়মাবলি বা ফরমের উল্লেখ নেই।
- **অংশীদারদের মূলধনের সুদ (Interest on Capital) :** ১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুযায়ী মূলধনের উপর সুদ প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। তবে অংশীদারগণ সমানভাবে মূলধন সরবরাহ করলে তার উপর সুদ ধরা উচিত।
  - প্রারম্ভিক মূলধনের উপর চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে, উল্লিখিত হারে সুদ ধার্য করা হবে।
  - মূলধনের সুদ কেবল মূলধনের ক্রেডিট ব্যালেন্সের উপর ধরা হবে।
  - মূলধনের সুদ কারবারের ব্যয় কিন্তু অংশীদারের আয়।
  - মূলধনের ডেবিট ব্যালেন্স হলে তার উপর সুদ দিতে হয় না।
- **অংশীদারদের মূলধনের উপর সুদ ধার্য করার কারণ বা যৌক্তিকতা :**
  - সমহারে মূলধন বিনিয়োগ কিন্তু অসমহারে লাভ-লোকসান বন্টন।
  - মূলধন বিনিয়োগ না করে কেউ অংশীদারের মর্যাদা লাভ করলে।
  - অসমহারে মূলধন বিনিয়োগ কিন্তু সমহারে মুনাফা বন্টন।
  - ব্যবসায় থেকে অংশীদারগণ অসমহারে উত্তোলন করলে।
- **অংশীদারদের চলতি হিসাবের ব্যালেন্সের উপর সুদ (Interest on Balance of Partners Current Account) :**
  - চলতি হিসাবের ব্যালেন্সের উপর সুদ ধরার বিধান থাকলে কেবল– ক্রেডিট ব্যালেন্সের উপর এরূপ সুদ ধার্য করা যায়।
  - চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তের সুদ অংশীদারদের আয় কিন্তু ব্যবসায়ের ব্যয়।
  - ডেবিট ব্যালেন্সের উপর সুদ ধরার কোনো বিধান নাই।
- **উত্তোলনের উপর সুদ (Interest on Drawings) :**
  - চুক্তিতে উত্তোলনের উপর সুদ ধরার কথা থাকলে, কেবল উত্তোলনের উপর সুদ ধরা হয়।
  - অংশীদারের মুনাফার হার ও মূলধনের পরিমাণ সমান কিন্তু উত্তোলনের পরিমাণ অসমান থাকলে উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করা যেতে পারে।
  - অংশীদারগণ ভিন্ন ভিন্ন তারিখে উত্তোলন করলে উত্তোলনের উপর সুদ ধার্য করা যেতে পারে।
  - উত্তোলনের উপর সুদ নির্ণয়ের সময় উত্তোলনের তারিখ দেওয়া না থাকলে মোট সময়ের অর্ধেকের জন্য উত্তোলনের সুদ নির্ণয় করাই নিরাপদ।
  - অংশীদারগণ প্রতি মাসের প্রথম দিনে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা উত্তোলন করলে বার্ষিক মোট উত্তোলনের উপর প্রদত্ত হারে ৬.৫/৬ $\frac{১}{২}$ মাসের সুদ নির্ণয় করতে হয়।

    (সহজ পদ্ধতিতে) সুদ = মাসিক উত্তোলন × হার × ৬.৫
  - অংশীদারগণ কর্তৃক প্রতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা উত্তোলন করলে বার্ষিক মোট উত্তোলনের উপর প্রদত্ত হারে ৬ মাসের সুদ নির্ণয় করতে হয়।

    সুদ = মাসিক উত্তোলন × হার × ৬
  - অংশীদারগণ কর্তৃক প্রতি মাসের শেষ দিনে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা উত্তোলন করলে বার্ষিক মোট উত্তোলনের উপর প্রদত্ত হারে ৫.৫ বা ৫$\frac{১}{২}$ মাসের সুদ নির্ণয় করতে হয়। সুদ = মাসিক উত্তোলন × হার × ৫.৫

    [উল্লেখ্য, এই সূত্র কেবল প্রতি মাসে একই পরিমাণ অর্থ উত্তোলন করলে প্রযোজ্য হবে]
  - প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর উত্তোলন করলে - মাসিক উত্তোলনের উপর ২$\frac{১}{২}$ মাসের সুদ ধার্য করতে হয়। যেমন: সীজ প্রতি দুই মাস অন্তর অন্তর ৫০০ টাকা টাকা অংশীদারি ব্যবসায় থেকে উত্তোলন করে। সুদের হার ১০%।

    উত্তোলনের সুদ = মাসিক উত্তোলন × সুদের হার × ২$\frac{১}{২}$ বা ২.৫ = ৫০০ × ১০% × ২.৫ = ১২৫ টাকা।
  - প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর উত্তোলন করলে - মাসিক উত্তোলনের উপর ১$\frac{১}{২}$ (দেড়) মাসের সুদ ধার্য করতে হয়। যেমন: সজীব প্রতি তিন মাস অন্তর অংশীদারি ব্যবসায় থেকে ৫০০ টাকা করে উত্তোলন করে। সুদের হার ১০%।

    উত্তোলনের সুদ = মাসিক উত্তোলন × সুদের হার × ১$\frac{১}{২}$ বা ১.৫ = ৫০০ × ১০% × ১.৫ = ৭৫ টাকা।
  - সাধারণত পণ্য উত্তোলনের উপর সুদ ধরা হয় না। তবে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকলে সুদ ধরা যেতে পারে।

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

o **অংশীদারি চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক :** অংশীদারি ব্যবসায়ের আর একটি অপরিহার্য উপাদান হলো চুক্তি। চুক্তি হতেই এ ব্যবসায়ের জন্ম। জন্মগত বা সামাজিক অধিকারগত কারণে এ ব্যবসায়ের সৃষ্টি হতে পারে না। এমনকি পদাধিকার বলেও না। দেশে প্রচলিত আইনের আওতায় নিজেদেরকে চুক্তিবদ্ধ করলেই অংশীদারিত্বের সৃষ্টি হয়।

o **লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব (Profit and Loss Adjusment Account) :** অংশীদারদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট লেনদেন অর্থাৎ পাওনা সংক্রান্ত লেনদেন যেমন মূলধনের সুদ, বেতন, ঋণের সুদ, কমিশন ইত্যাদি লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাবে ডেবিট দিকে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং উত্তোলনের সুদ, পণ্য উত্তোলন ক্রেডিট দিকে লিখা হয়।

➦ লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাবে বাদ পড়ে যাওয়া আইটেমগুলো দিয়ে যে হিসাব তৈরি করা হয় তাকে লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব বলে।

➦ লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাব করার পরবর্তী পর্যায়ে যে সমস্তভুলগুলো ধরা পড়ে তা সংশোধনের জন্য লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাব প্রস্তুত করা হয়।

➦ লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাবের উদ্বৃত্ত সমন্বিত ক্ষতি বা লাভ প্রকাশ করে।

➦ সমন্বিত এ ক্ষতি বা লাভ চুক্তিতে বর্ণিত অনুপাত অনুযায়ী বন্টন করে অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাবে স্থানান্তর করা হয়।

নোট : যদি সংরক্ষিত মূলধন থাকে তখন সমন্বিত মূলধন হিসাবের পরিবর্তে পুনঃসমন্বিত মূলধন হিসাব হবে। উল্লেখ্য যে, মূলধনের সুদ যদি হিসাবে সমন্বয়করণ বাদ পড়ে যায় তাহলে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করে প্রারম্ভিক মূলধনের উপর মূলধনের সুদ ধার্য করতে হবে। প্রশ্নে দেওয়া সমাপনী মূলধন নির্ণয়ে যে সমস্তএন্ট্রিগুলো সমাপনী মূলধনকে হ্রাস করেছে, সেগুলো সমাপনী মূলধনের সাথে যোগ এবং বৃদ্ধির এন্ট্রি বা দফাগুলো বিয়োগ করে প্রারম্ভিক মূলধন বের করতে হবে।

o **অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাব (Adjusted Partner's capital Account) :** লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাব তৈরি করার সময় অংশীদারদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় যদি ভুলে বাদ পড়ে যায়। তাহলে উক্ত বাদ পড়ে যাওয়া বিষয় সংশোধনের জন্য লাভ লোকসান সমন্বয় হিসাব প্রস্তুতের পাশাপাশি অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাবও তৈরি করা হয়।

➦ পূর্বের মূলধন হিসাবের অসংশোধিত ব্যালেন্স অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাবের ক্রেডিট পাশে লিখা হয়।

➦ লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাবের ডেবিট পাশের আইটেম বা দফাগুলোকে অংশীদারদের সমন্বিত মূলধন হিসাবে ক্রেডিট দিকে লিখা হয়।

➦ লাভ-লোকসান সমন্বয় হিসাবের ক্রেডিট পাশের আইটেম বা দফাগুলো সমন্বিত মূলধন হিসাবে ডেবিট পাশ লিখা হয়।

➦ লাভ-লোকসান আবন্টন হিসাবে হিসাবভুক্ত হয়েছে এমন কোনো আইটেম বা দফা সমন্বিত মূলধন হিসাবে দেখানো যাবে না।

o **অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন :** অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক না হলেও অংশীদারগণ ইচ্ছা করলে নিজেদের স্বার্থে তা নিবন্ধন করতে পারেন। নিবন্ধকের অফিস হতে ছাপানো আবেদন ফরম সংগ্রহ করে তা পূরণ করে নির্ধারিত ফি ও চুক্তি পত্রের কপিসহ নিবন্ধকের অফিসে জমা দিলে নিবন্ধক সন্তুষ্ট হলে ব্যবসায়টিকে নিবন্ধিত করে নেন এবং পত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করেন।

Part 2 — At a glance [Most Important Information]

- বাংলাদেশে ১৯৩২ সালের (ভারতীয়) অংশীদারি আইন প্রচলিত।
- অংশীদারি ব্যবসায়ের মূলভিত্তি- **চুক্তি।**
- অংশীদারি চুক্তি হতে পারে- **৩ ধরনের [মৌখিক, লিখিত এবং লিখিত ও নিবন্ধিত]**
- চুক্তিপত্র ছাড়া অংশীদারি ব্যবসায় করা যায়, কিন্তু চুক্তি ছাড়া অংশীদারি ব্যবসায় করা যায় না।
- বাংলাদেশে অংশীদার ব্যবসায় নিবন্ধন- **বাধ্যতামূলক নয়।**
- অংশীদারদের মূলধন যেখানে স্থায়ী থাকে, সেখানে লাভ-ক্ষতির অংশ, মূলধনের উপর সুদ ও উত্তোলনের উপর সুদ লিপিবদ্ধ করা হয় চলতি হিসাবে।
- সুনামের মূল্যায়ন প্রয়োজন হয় অংশীদারের মৃত্যু হলে, ব্যবসার অবসায়ন হলে, লাভ- ক্ষতির বন্টন অনুপাতের পরিবর্তন হলে।
- পরিবর্তনশীল মূলধনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছল অংশীদারগণ দেউলিয়া অংশীদারদের ঘাটতি পূরণ করবে- **লাভ-ক্ষতি বন্টন হারে।**
- অংশীদারি কারবারে পৃথক উত্তোলন হিসাব রাখতে হয় যখন- **মূলধন স্থির থাকে না।**
- অংশীদারি কারবারের অবসান হলে সমাপনী মজুদ পণ্য অংশীদারগণের মধ্যে ভাগ হয়- **মূলধন অনুপাতে।**
- স্থিতিশীল কিংবা পরিবর্তনশীল যে পদ্ধতিতেই মূলধন হিসাব সংরক্ষিত হোক না কেন অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ লিপিবদ্ধ হবে- **অংশীদারদের ঋণ হিসাবে।**
- **অংশীদারি দলিলে উল্লেখ না থাকলে :**
- লাভ-ক্ষতি বন্টিত হবে – **সমহারে**
- অতিরিক্ত মূলধনের ওপর- **সুদ ধরা যাবে না**
- উত্তোলনের ওপর- **সুদ ধরা যাবে না**
- ঋণের ওপর- **৬% হারে সুদ ধার্য করতে হবে**
- অংশীদারি কারবার পূনঃমুল্যায়ন করা হয় যখন- **নতুন একজন অংশীদার ব্যবসায়ে যোগদান করে/যখন পুরাতন একজন অংশীদার অবসর গ্রহণ করে।**
- অংশীদার কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের ৬% সুদ দিতে হয় যখন- **সুদের হার উল্লেখ থাকে না।**
- যখন অপরিবর্তনশীল মূলধন পদ্ধতিতে মূলধন হিসাব সংরক্ষণ করা হয়, তখন- **উত্তোলনের সুদ, মূলধনের সুদ, লাভ লোকসানের অংশ এবং উত্তোলন ইত্যাদি চলতি হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।**
- চুক্তিতে লাভ-লোকসান বন্টনের হার উল্লেখ না থাকলে লাভ- **লোকসান বন্টিত হয়- সমহারে।**
- অংশীদারি চুক্তির বাইরে কোনো বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে তা সমাধান করা হবে- **১৯৩২ সালের অংশীদারি আইন অনুসারে।**
- চুক্তিতে উল্লেখ না থাকলে অংশীদারগণ দাবি করতে পারে না- **মূলধন ও উত্তোলনের সুদ।**
- অংশীদারগণ প্রতি মাসের শেষে উত্তোলন করলে সাধারণত সুদ ধার্য করা হয়- **৫.৫ মাসের।**
- অংশীদারগণ প্রতি মাসের মাঝামাঝি সময়ে উত্তোলন করলে সাধারণত সুদ ধার্য করা হয়- **৬ মাসের।**
- অংশীদারগণ প্রতি মাসের প্রথম তারিখে উত্তোলন করলে সাধারণত সুদ ধার্য করা হয়- **৬.৫ মাসের।**
- সীমিত অংশীদারি ব্যবসায়ের আদিভূমি হল- **ইংল্যান্ড [বাংলাদেশে এ ধরনের ব্যবসায় নেই]**
- সীমিত অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন- **বাধ্যতামূলক।**
- সীমিত অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ- **৩ জন অংশীদারের দায় সীমাবদ্ধতা করা যায়।**
- অংশীদারি ব্যবসায়ের পরিবর্তনের সময় সম্পত্তির পূর্নমূল্যায়ন হয়, কেননা ইহা- **কিছু অংশীদারের প্রতি অবিচার রোধ করতে সাহায্য করে।**
- অংশীদারি ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগ করাকে বলা হয়- **Frozen Investment.**
- Contract of Utmost Good Faith বলা হয়- **অংশীদারি ব্যবসায়কে।**
- ব্যাংকিং অংশীদারি ব্যবসায়ের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা- **১০ জন।**
- সীমিত অংশীদারি ব্যবসায়ের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা- **৩ জন।**
- অংশীদারি কারবার শুরুর সময় অংশীদারদের প্রারম্ভিক সম্পত্তি- **বাজারমূল্যে লিপিবদ্ধ করা হয়।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. অংশীদারি ব্যবসায়ের সদস্যকে কী বলে?
Ⓐ শরিক Ⓑ মালিক
Ⓒ অংশীদার Ⓓ প্রতিনিধি
Ans Ⓒ

02. বাংলাদেশের অংশীদারি আইন কত সালের?
Ⓐ ২০০১ Ⓑ ১৯৯১
Ⓒ ১৯৭২ Ⓓ ১৯৩২
Ans Ⓓ

03. চুক্তির অবর্তমানে অংশীদারি কারবারে ঋণের উপর কত হারে সুদ ধার্য করতে হবে?
Ⓐ ৪% Ⓑ ৫%
Ⓒ ৬% Ⓓ ৭%
Ans Ⓒ

04. অংশীদারদের উত্তোলনের উপর সুদের হার কত?
Ⓐ ৫% Ⓑ ৭%
Ⓒ ৬% Ⓓ শূন্য
Ans Ⓓ

05. অংশীদারি ব্যবসায়ে পরিচালনায় অংশীদারদের দায় দায়িত্বের পরিধি কী?
Ⓐ সসীম Ⓑ অসীম
Ⓒ আংশিক Ⓓ অর্ধেক
Ans Ⓑ

06. অংশীদারদের চলতি হিসাবের ডেবিট উদ্বৃত্ত কী প্রকাশ করে?
Ⓐ দায় Ⓑ আয়
Ⓒ সম্পদ Ⓓ ব্যয়
Ans Ⓒ

07. অংশীদারি ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি কী?
Ⓐ মূলধন Ⓑ সহজ গঠন
Ⓒ চুক্তি Ⓓ নিবন্ধন
Ans Ⓒ

08. মাসের শুরুতে উত্তোলন করলে উত্তোলনের ওপর কত মাসের সুদ ধরতে হয়?
Ⓐ ৫.৫ Ⓑ ৬
Ⓒ ৬.৫ Ⓓ ১২
Ans Ⓒ

09. অংশীদারদের চলতি হিসাবের ক্রেডিট উদ্বৃত্ত প্রতিষ্ঠানের কী প্রকাশ করে?
Ⓐ সম্পদ Ⓑ আয়
Ⓒ দায় Ⓓ ব্যয়
Ans Ⓒ

10. অংশীদারি ব্যবসায়ের সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যা কতজন?
Ⓐ ২ জন Ⓑ ৭ জন
Ⓒ ১০ জন Ⓓ ২০ জন
Ans Ⓐ

11. ব্যাংকিং অংশীদারির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা–
Ⓐ ২০ জন Ⓑ ১৫ জন
Ⓒ ২৫ জন Ⓓ ১০ জন
Ans Ⓓ

12. অংশীদারি ব্যবসায়ের দায় দেনা-
Ⓐ সীমাবদ্ধ
Ⓑ অসীম
Ⓒ লাভ-ক্ষতি অংশ দ্বারা সীমাবদ্ধ
Ⓓ মূলধন দ্বারা সীমাবদ্ধ
Ans Ⓑ

13. অংশীদারি ব্যবসায় পরিচালনা করে কে?
Ⓐ অংশীদার Ⓑ ব্যবস্থাপক
Ⓒ পরিচালক Ⓓ পরিচালনা পর্ষদ
Ans Ⓐ

14. কোনোরূপ চুক্তির অবর্তমানে অংশীদারগণ কর্তৃক কারবারে সরবরাহকৃত মূলধনের ওপর সুদ এর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য হবে ?
Ⓐ মূলধন অনুপাতের সুদ ধার্য হবে
Ⓑ ৬% সুদ ধার্য হবে
Ⓒ সুদ ধার্য করা ঐচ্ছিক
Ⓓ সুদ প্রদেয় হবে না
Ans Ⓓ

15. চলতি মূলধন বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ মোট সম্পদ - চলতি দায়
Ⓑ মোট সম্পদ - মোট দায়
Ⓒ চলতি সম্পদ - চলতি দায়
Ⓓ তরল সম্পদ - তরল দায়
Ans Ⓒ

16. একজন কর্মচারীর এপ্রিল মাসের মূল বেতন ৯,০০০ টাকা। বিনা বেতনে ছুটি ভোগ করেন ১০ দিন। ছুটি ভোগ বাবদ কত টাকা কর্তন করতে হবে?
Ⓐ ১,৫০০ টাকা
Ⓑ ২,০০০ টাকা
Ⓒ ২,৫০০ টাকা
Ⓓ ৩,০০০ টাকা
Ans Ⓓ

17. অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদারগণকে কোন অনুপাতে মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়?
Ⓐ সমান অনুপাতে
Ⓑ একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে
Ⓒ মুনাফা বন্টন অনুপাতে
Ⓓ অংশীদারি চুক্তি অনুযায়ী
Ans Ⓓ

18. একটি অংশীদারি কারবারের বন্টনযোগ্য মুনাফা ৯০,০০০ টাকা। $\frac{১}{২}, \frac{৩}{১}$ ও $\frac{৬}{১}$ অনুপাতে দ্বিতীয় অংশীদারের মুনাফা কত হবে?
Ⓐ ১৫,০০০ টাকা Ⓑ ৩০,০০০ টাকা
Ⓒ ৪৫,০০০ টাকা Ⓓ ৬০,০০০ টাকা
Ans Ⓑ

19. ক, খ ও গ তিনজন অংশীদার তাদের নিট মুনাফা ১,২০,০০০ টাকা। মুনাফা বন্টনের অনুপাত ৩ : ২ : ১ হলে, ক কত টাকা পাবে?
Ⓐ ২০,০০০ টাকা Ⓑ ৩০,০০০ টাকা
Ⓒ ৪০,০০০ টাকা Ⓓ ৬০,০০০ টাকা
Ans Ⓓ

20. অংশীদারি ব্যবসায়ের নিবন্ধন বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ অংশীদারদের নিবন্ধন
Ⓑ ব্যবসায়ের অবস্থান স্থলের নিবন্ধন
Ⓒ চুক্তিপত্রের নিবন্ধন
Ⓓ চুক্তির নিবন্ধন
Ans Ⓐ

21. অংশীদারগণ যদি প্রতি মাসের শেষ তারিখে উত্তোলন করে তবে গড় কত সময়ের সুদ ধরতে হয়?
Ⓐ ৬.৫ মাসের Ⓑ ৫.৫ মাসের
Ⓒ ২.৫ মাসের Ⓓ ১.৫ মাসের
Ans Ⓑ

22. ক, খ ও গ একটি অংশীদারি কারবারের তিনজন অংশীদার। তারা প্রত্যেকে প্রতি মাসের প্রথম তারিখে ১,০০০ টাকা করে নগদ উত্তোলন করে। ৬% হার সুদে প্রত্যেক অংশীদারের মোট উত্তোলনের উপর কত টাকা সুদ ধার্য হবে?
Ⓐ ৭২০ টাকা Ⓑ ৩৯০ টাকা
Ⓒ ৩৬০ টাকা Ⓓ ৩৩০ টাকা
Ans Ⓑ

CamScanner

হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায় ৩

নগদ প্রবাহ বিবরণী

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- কোনো প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময়ে নগদ প্রাপ্তি, নগদ পরিশোধ এবং পরিচালন, বিনিয়োগ এবং অর্থ-সংস্থান সংক্রান্ত কার্যকলাপের ফলে নগদের নিট পরিবর্তন দেখিয়ে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে নগদ প্রবাহ বিবরণী বলে।
- ১৯৯৪ সালের কোম্পানির আইন অনুসারে প্রাইভেট লি. কোম্পানি ক্ষেত্রে এটি প্রস্তুত ও উপস্থাপন বাধ্যতামূলক নয়।
- ব্যবসায়ের গতি ও বৃদ্ধি নির্ভর করে – নগদ উপার্জন ক্ষমতার উপর।
- ব্যবসায়টি লাভজনকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা জানা যায় বিশদ আয় বিবরণীর মাধ্যমে।
- নগদ প্রবাহ বিবরণীর সাহায্যে :
  - নগদ অর্থের আগমন সম্পর্কে জানা যায়।
  - ভবিষ্যৎ নগদ অর্থের অবস্থার অনুমান করা যায়।
  - ঋণ গ্রহণে সাহায্য করে।
  - এটি নগদ বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করে।
  - বিনিয়োগ কার্যক্রমে ব্যবহৃত নগদ সম্পর্কে জানা যায়।
  - নিট সম্পদের পরিবর্তন কিভাবে হলো তার মূল্যায়ন করা যায়।
  - এটি প্রারম্ভিক ও সমাপনী নগদ উদ্বৃত্তের সাথে সংযোগ সাধন করে।
  - স্থায়ী সম্পত্তি প্রতিস্থাপন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এটি সাহায্য করে।
  - এটি একটি কালান্তিক বিবরণী। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় শেষে এটি তৈরি করা হয়।
  - নগদ অর্থের নির্গমন সম্পর্কে জানা যায়।
  - দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়।
  - IAS-7 অনুসারে এটি তৈরি করা হয়।
  - পরিচালন কার্যক্রমে ব্যবহৃত নগদ সম্পর্কে জানা যায়।
  - অর্থায়ন কার্যক্রমে ব্যবহৃত নগদ সম্পর্কে জানা যায়।
  - এটি বিনিময়ভিত্তিক লেনদেনের উপর ভিত্তি করে রচিত।
  - এটি থেকে প্রতিষ্ঠানের তারল্য অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়।
  - দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও অগ্রাধিকার শেয়ার কিভাবে পরিশোধ করা হবে তা জানা যায়।
- আয় বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র তৈরির পরে - নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরি করা হয়।
- **অনগদ দফা :** যে দফাসমূহ নগদ অর্থের বৃদ্ধি বা হ্রাস করে না সেগুলোকে অনগদ দফা বলে।
- **উদ্বৃত্তপত্র/আর্থিক অবস্থা বিবরণী :** একটি আর্থিক বিবরণী যা একটি নির্দিষ্ট তারিখে সম্পদ, দায় এবং মালিকানাস্বত্বার প্রতিবেদন প্রদান করে।
- **আয় বিবরণী :** একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবসায়ের ফলাফল নির্ণয়ের জন্য মুনাফাজাতীয় আয় ব্যয়গুলো নিয়ে যে বিবরণী তৈরি করা হয় তাকে আয় বিবরণী বলে।
- **নগদ সমতুল্য :** নগদ সমতুল্য সম্পদ বলতে ক্রয়ের তারিখ থেকে তিন মাস বা আর কম সময়ের মধ্যে নগদে রূপান্তরযোগ্য সম্পদকেই বুঝায়।
- **নগদ প্রবাহ বিবরণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাসমূহ :**
  (i) নগদ অর্থের আগমন সম্পর্কে মূল্যায়ন করা।
  (ii) নগদ অর্থের নির্গমন সম্পর্কে মূল্যায়ন করা।
  (iii) ভবিষ্যৎ নগদ অবস্থার অনুমান করা।
  (iv) দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

o IAS-7 অনুসারে পরিচালনা-সংক্রান্ত কার্যক্রমের নগদ আগমন ও নগদ নির্গমন :

নগদ আগমন	নগদ নির্গমন
১. পণ্য বা সেবা বিক্রয়ের বিপরীতে নগদ প্রাপ্তি	১. প্রদেয় হিসাবকে প্রদান করা হলো পণ্য বা সেবা সরবরাহের জন্য।
২. রয়্যালটি, ফিস, কমিশন ও অন্যান্য আয় বাবদ নগদ প্রাপ্তি	২. কর্মচারীদের প্রদান
৩. সুদ ও লভ্যাংশ প্রাপ্তি	৩. আয়কর ও সুদ প্রদান
৪. আয়কর ফেরত প্রাপ্তি	৪. নগদে আয়কর প্রদান
৫. বিমা কোম্পানি কর্তৃক নগদে বিমা প্রিমিয়াম প্রাপ্তি	৫. বিমা কোম্পানি কর্তৃক নগদে বিমা দাবি পরিশোধ, বার্ষিক বৃত্তি ও সমর্পণ মূল্য প্রদান
৬. অন্যান্য মুনাফাজাতীয় নগদ প্রাপ্তি। যেমন- উপভাড়া, ভাড়া, শিক্ষানবিশ প্রিমিয়াম, কমিশন প্রাপ্তি।	৬. অন্যান্য মুনাফাজাতীয় নগদ প্রদান। যেমন- ভাড়া, উপভাড়া, শিক্ষানবিশ ভাতা, কমিশন প্রদান।

o বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ :

- স্থায়ী সম্পদের নগদে ক্রয় ও নগদে বিক্রয়
- অন্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় এবং ঋণ প্রদান এবং ঋণ প্রদান দেখানো হয়।
- স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় করলে, বিনিয়োগকৃত শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয় এবং ঋণের টাকা আদায় করলে নগদ আন্তঃপ্রবাহ হয়।
- স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করলে, অন্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয় করলে এবং অন্য প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করলে নগদ বহিঃপ্রবাহ হয় যা নগদ প্রবাহ বিবরণীতে বিয়োগ করা হয়।
- স্থায়ী সম্পদগুলোর মধ্যে দালান, কলকবজা, ভূমি, আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামকে বুঝায়।

o বিনিয়োগ কার্যক্রমে নগদপ্রবাহের উৎসসমূহ :

- স্থায়ী সম্পদ বিক্রয়।
- স্থায়ী সম্পদ ক্রয়।
- অন্য কোম্পানির শেয়ার বা ঋণপত্র বিক্রয়।
- অন্য কোম্পানির শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়।
- অন্য কোম্পানিকে প্রদত্ত ঋণের আসল আদায়।
- অন্য কোম্পানিকে প্রদত্ত ঋণ।

o বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রমের নগদ আগমনের ও নগদ নির্গমনগুলো :

নগদ আগমন	নগদ নির্গমন
১. পরিসম্পদ, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, অস্পর্শনীয় সম্পত্তি এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ বিক্রয়ে নগদ গ্রহণ	২. পরিসম্পদ যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম অস্পর্শনীয় সম্পত্তি এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ অর্জন করতে নগদ পরিশোধ। পরিসম্পদ যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম উন্নয়ন ও পরিবর্ধন-সংক্রান্ত খরচও এর আওয়াভুক্ত হবে।
২. শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়	২. অন্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয়ের জন্য নগদ প্রদান।
৩. অন্যান্য পক্ষ থেকে ঋণ ও অগ্রিম পরিশোধের বিপক্ষে প্রাপ্ত নগদ	৩. অন্যান্য পক্ষকে অগ্রিম ও ঋণপত্র নগদে প্রদান

CS CamScanner

অর্থসংস্থান কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ :

- এ অংশে নগদে শেয়ার ইস্যু, বন্ড বা ঋণপত্র ইস্যু এবং বন্ড এবং অগ্রাধিকার শেয়ার প্রত্যর্পণ ও লভ্যাংশ প্রদান দেখানো হয়।
- নগদে শেয়ার ইস্যু, বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে নগদ আন্তঃপ্রবাহ হয় যা নগদ প্রবাহ বিবরণীতে যোগ করা হয়।
- অগ্রাধিকার শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি প্রত্যর্পণ এবং লভ্যাংশ প্রদানের মাধ্যমে নগদ বহিঃপ্রবাহ হয় যা নগদ প্রবাহ বিবরণীতে বিয়োগ করা হয়।

অর্থসংস্থান সংক্রান্ত কার্যক্রমের নগদ আগমন এবং নগদ নির্গমনগুলো নিচে দেওয়া হলো-

নগদ আগমন	নগদ নির্গমন
১. স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি ঋণপত্র ইস্যুলব্ধ অর্থ।	১. লভ্যাংশ প্রদান।
২. শেয়ার ইস্যুলব্ধ অর্থ।	২. আসল ঋণের টাকা পরিশোধ

তারল্য (Liquidity) : প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের একটি কাম্য তারল্য মান থাকে। বর্তমানে তারল্য অবস্থান কাম্য তারল্য মানের সাথে তুলনা করে প্রতিষ্ঠানের তারল্যের বর্তমান অবস্থান অবনতিতে না কি উন্নতিতে তা জানা যায়।

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের প্রধান উদ্দেশ্য- **নগদের উৎস ও ব্যবহার দেখানো।**
- ব্যবসায় গতি ও বৃদ্ধি নির্ভর করে - **নগদ উপার্জন ক্ষমতার উপর।**
- নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরি করা হয় - **IAS-7 অনুসারে।**
- নগদ প্রবাহ বিবরণী নগদ প্রবাহ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে- **একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের।**
- কারবারের প্রধান রাজস্ব আয় সংক্রান্ত কার্যাবলিকে বলা হয়- **পরিচালন সংক্রান্ত কার্যাবলি।**
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবহের বৃহত্তম অংশ আসে- **পরিচালন সংক্রান্ত কার্যাবলি থেকে।**
- প্রারম্ভিক ও সমাপনী আর্থিক অবস্থার বিবরণীর মধ্যে সংযোগ সাধন করে- **নগদ প্রবাহ বিবরণী।**
- FASB অনুযায়ী নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য- **৪টি।**
- একটি নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবসায়ের নগদ অর্থের পরিবর্তনকেই বলে- **নগদ প্রবাহ।**
- নগদ প্রবাহ বিবরণী সাধারণত প্রস্তুত করা হয়- **একটি হিসাবকালের শেষ দিনে।**
- একটি ব্যবসায়ের তারল্যের প্রকৃত অবস্থান প্রকাশিত হয়- **নগদ প্রবাহ বিবরণীর মাধ্যমে।**
- ব্যবসায়ের দক্ষতা পরিমাপের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হলো- **নগদ প্রবাহ বিবরণী।**
- নগদ অর্থের আগমন ও নির্গমন সংক্রান্ত বিবরণীকে বলে- **নগদ প্রবাহ বিবরণী।**
- পরোক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ শুরু করা হয়- **নিট মুনাফা থেকে।**
- প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ শুরু করা হয়- **রাজস্ব আয় থেকে।**
- পরোক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করতে অনুসরণ করতে হয়- **৩টি ধাপ।**
- বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহের মধ্যে দেখানো হয়- **স্থায়ী সম্পদ অর্জন, বিনিয়োগ ক্রয়-বিক্রয় এবং স্থায়ী সম্পদ বিক্রয় ইত্যাদি।**
- সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নগদ প্রাপ্তি বলা হয়- **অর্থায়ন কার্যাবলির নগদ প্রাপ্তিকে।**
- অনগদ ব্যয়- **অবচয়, অবলোপন, শূন্যকরণ।**
- নগদে সাধারণ বা অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু এবং বন্ড বা ঋণপত্র ইস্যু যোগ করে দেখানো হয়- **অর্থায়ন কার্যাবলি থেকে নগদ প্রবাহ নির্ণয়ে।**
- অর্থায়ন কার্যাবলি থেকে নগদ প্রবাহ নির্ণয়ে বিয়োগ করে দেখানো হয়- **লভ্যাংশ প্রদান।**
- প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ নির্ণয়ে বিয়োগ করে দেখানো হয়- **নির্দিষ্ট সময়ের নগদ প্রাপ্তি থেকে ঐ সময়ের নগদ প্রদান।**
- প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে- **নগদ আন্তঃপ্রবাহের মধ্যে দেনাদারের কাছ থেকে নগদ প্রাপ্তি, সুদ ও লভ্যাংশ প্রাপ্তি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়।**
- পরোক্ষ পদ্ধতিতে নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতে- **বকেয়া ভিত্তিক হিসাবব্যবস্থা নগদান ভিত্তিতে রূপান্তরিত হয়।**
- FASB –এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রত্যক্ষ পদ্ধতির পরিচালন কার্যক্রম হিসেবে গণ্য করা হয়- **সুদ ও লভ্যাংশ প্রাপ্তি।**
- যে দফাসমূহ নগদ অর্থের বৃদ্ধি বা হ্রাস করে না সেগুলোকে - **অনগদ দফা বলে।**
- বাংলাদেশে কোন ধরনের কোম্পানির জন্য নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে - **স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।**
- কোন পদ্ধতিতে নিট মুনাফা বা ক্ষতি নিয়ে নগদ প্রবাহ বিবরণী শুরু করা হয় - **পরোক্ষ পদ্ধতিতে।**
- পরিচালন কার্যাবলি হতে প্রাপ্ত নগদ প্রবাহ থেকে মূলধনজাতীয় ব্যয় ও লভ্যাংশ বাদ দেওয়া হলে যা বের হয় তা হলো - **মুক্ত নগদ প্রবাহ।**
- চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে সচল থাকার জন্য একটি কোম্পানির পর্যাপ্ত সৃষ্টি করার ক্ষমতা পরিমাপক হলো - **পরিচালন কার্যাবলি দ্বারা নিট নগদ সরবরাহ।**

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. নগদ প্রবাহ বিবরণীতে কয়টি কার্যাবলি থেকে অর্থের আগমন ঘটে?
Ⓐ ৪টি Ⓑ ৩টি Ⓒ ২টি Ⓓ ১টি **Ans B**

02. বিনিয়োগ কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহের উদাহরণ কোনটি?
Ⓐ বেতন প্রদান Ⓑ লভ্যাংশ প্রদান Ⓒ মেশিন ক্রয় Ⓓ শেয়ার ইস্যু **Ans C**

03. 'পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রয়' কোন ধরনের নগদ প্রবাহ?
Ⓐ পরিচালনকৃত Ⓑ বিনিয়োগকৃত Ⓒ অর্থায়নকৃত Ⓓ A এবং B **Ans B**

04. কারখানা যন্ত্রপাতির অবচয় কোন ধরনের খরচ?
Ⓐ কারখানা উপরি ব্যয় Ⓑ প্রশাসনিক খরচ
Ⓒ বিক্রয় খরচ Ⓓ প্রত্যক্ষ খরচ **Ans A**

05. হাতে নগদ হিসাব একটি
Ⓐ সম্পত্তিবাচক হিসাব Ⓑ নামিক হিসাব
Ⓒ দায়বাচক হিসাব Ⓓ ব্যক্তিবাচক হিসাব **Ans A**

06. অনগদ দফা কোনটি?
Ⓐ প্রাথমিক খরচাপাতি Ⓑ অবচয় খরচ
Ⓒ অগ্রিম বিমা Ⓓ অনুপার্জিত আয় **Ans B**

07. নিচের কোনটি বিনিয়োগ কার্যাবলি সংক্রান্ত নগদ প্রবাহ?
Ⓐ দেনাদার থেকে নগদ প্রাপ্তি Ⓑ লভ্যাংশ প্রদান
Ⓒ যন্ত্রপাতি বিক্রয় হতে নগদ প্রাপ্তি Ⓓ নগদে বন্ড ইস্যু **Ans C**

08. শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে জমি ক্রয় ৫,০০,০০০ টাকা নিচের কোন ধরনের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত?
Ⓐ পরিচালন Ⓑ বিনিয়োগ
Ⓒ তাৎপর্যপূর্ণ অ-নগদ দফা Ⓓ অর্থায়ন **Ans C**

09. পরোক্ষ পদ্ধতি কোন বিবরণীর পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়?
Ⓐ লাভ-ক্ষতি বিবরণী Ⓑ রেওয়ামিল
Ⓒ আর্থিক অবস্থার বিবরণী Ⓓ নগদ প্রবাহ বিবরণী **Ans D**

10. কোনটি নগদ প্রবাহ বিবরণীর পরিচালন কার্যাবলিতে নিট আয়ের সাথে যোগ করা হয়?
Ⓐ অগ্রিম খরচ বৃদ্ধি Ⓑ মজুত পণ্য বৃদ্ধি
Ⓒ বকেয়া খরচ বৃদ্ধি Ⓓ বকেয়া খরচ হ্রাস **Ans C**

11. নিচের কোনটি অ-নগদি লেনদেন ?
Ⓐ অধিহারে শেয়ার ইস্যু Ⓑ অবহারে শেয়ার ইস্যু
Ⓒ বন্ডকে শেয়ারে রূপান্তর Ⓓ বন্ড ইস্যু **Ans C**

12. আন্তর্জাতিক হিসাবমান কত অনুযায়ী নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুত করা হয়?
Ⓐ IAS-6 Ⓑ IAS-7
Ⓒ IAS-8 Ⓓ IAS-9 **Ans B**

13. নগদ প্রবাহ বিবরণীতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতির পার্থক্য দেখা যায় কোন কার্যক্রমে?
Ⓐ বিনিয়োগ কার্যক্রমে Ⓑ পরিচালন কার্যক্রমে
Ⓒ অর্থায়ন কার্যক্রমে Ⓓ কোনো পার্থক্য নেই **Ans B**

CamScanner

হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র
অধ্যায় ৪

যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধন

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

যৌথ মূলধনী কোম্পানি (Joint Stock Company) :

কোম্পানি হলো আইনসৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার অধিকারী যা অদৃশ্য, অস্পর্শনীয় অথচ চিরন্তন অস্তিত্বের অধিকারী; যা নিজস্ব নাম ও সীলমোহরের দ্বারা পরিচিত ও পরিচালিত হয়, যেখানে কতিপয় ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় যৌথভাবে শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন বিনিয়োগ করে।

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২ (১-ঘ) ধারায় বলা হয়েছে, "কোম্পানি বলতে কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত অথবা কোনো বিদ্যমান কোম্পানিকে বোঝায়।"

- বর্তমানে বাংলাদেশের যাবতীয় কোম্পানিসমূহ গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়- ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন দ্বারা।
- ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে মোট ধারা আছে- ৪০৪টি, তফসিল আছে- ১২টি এবং অনুচ্ছেদ আছে- ১১টি।

যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধন (Capital of Joint Stock Company) :

যৌথ মূলধনি কোম্পানি জনসাধারণের নিকট হতে যে মূলধন সংগ্রহ করে তাকে শেয়ার মূলধন বলে। শেয়ার মূলধন কোম্পানির উদ্বৃত্তপত্রের "দায় ও শেয়ারহোল্ডারদের স্বত্ব" পাশে দেখানো হয়। যৌথ মূলধনী কোম্পানির মূলধন বা শেয়ার মূলধনের শ্রেণিবিভাগ নিম্নে আলোচনা করা হল:

অনুমোদিত মূলধন/নিবন্ধিত মূলধন/নামিক মূলধন (Authorised Capital) : কোম্পানি যে পরিমাণ মূলধন নিয়ে অনুমোদন লাভ করে তাকে অনুমোদিত বা নিবন্ধিত মূলধন বলে। কোম্পানি গঠনের সময়ে যে স্মারকলিপি নিবন্ধকের নিকট দাখিল করতে হয় সেই স্মারকলিপিতে এই মূলধনের পরিমাণ উল্লেখ থাকে। স্মারকলিপি পরিবর্তন করা ব্যতীত নিবন্ধিত মূলধনের চেয়ে অধিক পরিমাণ মূলধন কোম্পানি সংগ্রহ করতে পারে না।

উদাহরণ : ধরা যাক, অঞ্জলি লিমিটেড ১০,০০,০০০ টাকার অনুমোদিত মূলধন নিয়ে নিবন্ধিত যা প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ১০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত। ফলে নির্দিষ্ট আংকিক মূল্যে বিভক্ত এই ১০,০০,০০০ টাকাই কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন।

ইস্যুকৃত মূলধন/বিলিযোগ্য মূলধন/বন্টনযোগ্য মূলধন : এটা নিবন্ধিত মূলধনের সেই অংশ যা জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ের জন্য ইস্যু করা হয়। যেহেতু নিবন্ধিত মূলধনের অংক মূলধন সংগ্রহের সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করে, সেহেতু কোনো অবস্থাতেই বিলিযোগ্য বা ইস্যুকৃত মূলধন নিবন্ধিত বা অনুমোদিত মূলধনের চেয়ে বেশি হতে পারে না।

উদাহরণ : অঞ্জলি লিমিটেডের অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা হলে এর বিলিযোগ্য মূলধন এর সমান বা কম হতে পারে। ধরা যাক, এর পরিমাণ ৮ লক্ষ টাকা যা প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ৮,০০০ শেয়ারে বিভক্ত।

বিলিকৃত মূলধন : ইস্যুকৃত বা বিলিকৃত মূলধনের যে অংশ কেনার জন্য জনসাধারণ দরখাস্তের মাধ্যমে সাড়া দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে তাকে বিলিকৃত মূলধন বলে।

উদাহরণ: অঞ্জলি লিমিটেডের ইস্যুকৃত ৮,০০০ শেয়ারের মধ্যে ৭,০০০ শেয়ারের জন্য আবেদনপত্র পাওয়া গেল। এক্ষেত্রে (১০০ × ৭,০০০) = ৭,০০,০০০ টাকা হবে বিলিকৃত মূলধন।

তলবকৃত মূলধন : বিলিকৃত মূলধনের যে অংশ পরিশোধ করার জন্য শেয়ার ক্রেতাগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে তলবকৃত মূলধন বলে। এটা বিলিকৃত মূলধনের একটা অংশও হতে পারে আবার পুরোটাও হতে পারে।

আদায়কৃত বা পরিশোধিত : মোট তলবকৃত মূলধনের যে অংশ শেয়ারহোল্ডারগণ পরিশোধ করেছেন তাকে আদায়কৃত বা পরিশোধিত মূলধন বলে।

উদাহরণ: অঞ্জলি লিমিটেডের তলবকৃত মূলধনের মধ্যে ৬,৮০০ শেয়ারের ৮০ টাকা করে পাওয়া গেল। সুতরাং (৬,৮০০ × ৮০) = ৫,৪৪,০০০ টাকা হবে আদায়কৃত মূলধন। যদি তলবকৃত অর্থের সবটাই পরিশোধ করা হয় তবে তলবকৃত মূলধন ও আদায়কৃত মূলধন সমপরিমাণের হবে।

শেয়ার (Share) :

যৌথমূলধনী কোম্পানির মূলধনকে কতগুলো সমান অংশে বিভক্ত করা হয়। এর প্রত্যেক অংশকে শেয়ার বলে। অন্যভাবে শেয়ার হল কোম্পানির মোট মূলধনের ক্ষুদ্রতম সমান একক। কোম্পানির প্রতিটি শেয়ারের মূল্য সাধারণত সমান হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি শেয়ার ক্রয় করে তাকে শেয়ারহোল্ডার বলে। যৌথমূলধনী কোম্পানির শেয়ার সাধারণত হস্তান্তরযোগ্য। জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রি করে কোম্পানি তার মূলধন সংগ্রহ করে থাকে। শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে শেয়ার মালিকগণ কোম্পানির মালিকানা লাভ করে থাকে এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন।

১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১-ধ) ধারায় বলা হয়েছে "শেয়ার বলতে কোম্পানির মূলধনের কোনো অংশকে বুঝাবে এবং ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে কোনো স্টক ও শেয়ারের পার্থক্য প্রকাশ পেলে সেই স্টক ব্যতীত অন্যান্য স্টকও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে"।

আর স্টক হল কোম্পানির মোট মূলধনের যে কোন ভগ্নাংশ। অর্থাৎ স্টক বিভিন্ন অংকের হতে পারে। শেয়ারের টাকা সম্পূর্ণরূপে আদায় পর তাকে স্টকে পরিণত করা যায়। এর কোন নির্দিষ্ট মূল্য থাকে না। কোন ক্রমিক নম্বরও থাকে না তবে একে অবাধে হস্তান্তর করা যাবে।

বিভিন্ন অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Preferred Share) :

সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার (Cumulative Preferred Share) : যে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের মালিকগণ কোনো বছর কোম্পানির মুনাফা অর্জিত না হলেও পরবর্তী মুনাফা অর্জনকারী বছরগুলোতে যদি পূর্বের বকেয়া লভ্যাংশসহ বর্তমান লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন, তাকে সঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। সাধারণত ৬ বছর পর্যন্ত তাদের লভ্যাংশ সঞ্চিত থাকে।

অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার (Non-cumulative Preferred Share) : শুধু লাভ হলে যে সকল অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার মালিকগণ নির্ধারিত হারে লভ্যাংশ ভোগ করেন এবং যাদের জন্য পরবর্তী বছরের কোনোরূপ মুনাফা সঞ্চিত থাকে না, সে সকল অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারকে অসঞ্চয়ী অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

পরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার (Redeemable Preferred Share) : যে অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ারের মূল্য একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে পরিশোধ করা যায়, তাকে পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার বলে। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই এ শেয়ার ইস্যু করা হয়।

অপরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার (Irredeemable Preferred Share) : যে শেয়ার মালিকগণের শেয়ারকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইস্যু করা হয় না এবং যার টাকা পরিশোধের মাধ্যমে কোম্পানি পুনরায় কিনতে পারে না বরং কোম্পানির বিলোপ সাধনের সময়েই এর মূল্য পরিশোধ করা হয়, তাকে অপরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

CamScanner

পরিবর্তনীয় অগ্রাধিকার শেয়ার (Convertible Preferred Share) :
যে সকল অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার একটি সময় শেষে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করা যায়, সেগুলোকে পরিবর্তনীয় অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

অপরিবর্তনীয় অগ্রাধিকার শেয়ার (Non-convertible Preferred Share) :
যে সকল অগ্রাধিকারযুক্ত শেয়ার কখনোই সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর করা যায় না সেগুলোকে অপরিবর্তনীয় অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

অংশীদারিত্বযুক্ত অগ্রাধিকার শেয়ার (Participating Preferred Share) :
যে সব শেয়ারের মালিকগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথমে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন এবং পরে আবার সকলের সাথে অবশিষ্ট লভ্যাংশেও অংশগ্রহণ করেন, সেই সব শেয়ারকে অংশীদারিত্বযুক্ত অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

অংশীদারিত্ববিহীন অগ্রাধিকার শেয়ার (Non – Participating Preferred Share) :
যে সব অগ্রাধিকার শেয়ারের মালিকগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন কিন্তু অবশিষ্ট লভ্যাংশে অংশগ্রহণ করতে পারেন না, সেই সব শেয়ারকে অংশীদারিত্ববিহীন অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।

বিলম্বিত দাবিযুক্ত শেয়ার (Deferred Share) :
যে সব শেয়ার মালিকগণ অগ্রাধিকার ও সাধারণ শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ বণ্টন এবং মূলধন ফেরত দেওয়ার পর অবশিষ্ট লভ্যাংশ ও মূলধন ফেরত পায়, সে সব শেয়ারকে বিলম্বিত দাবিযুক্ত শেয়ার বলে। কোম্পানি গঠনের ব্যয় বহন বা অন্য কোনো প্রাথমিক ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রবর্তকদের নগদ অর্থ বা অন্য কোনো শেয়ার না দিয়ে অনেক সময় এ ধরণের শেয়ার দেওয়া হয় বলে একে প্রবর্তকদের শেয়ার ও বলা হয়ে থাকে। কোম্পানির দায়গ্রাহক ও পরিচালকদের মাঝেও এ শেয়ার বিলি করা যেতে পারে। এ রকম শেয়ার সাধারণত বিক্রয়ের প্রশ্ন আসে না।

অন্যান্য শেয়ার (Other Shares) :
আলোচিত বিভিন্ন ধরনের শেয়ার ছাড়াও প্রকৃতিগতভাবে আরও কিছু সাধারণ শেয়ার রয়েছে, যেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

প্রাথমিক শেয়ার (Primary Share) :
কোম্পানি বিবরণপত্র প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের নিকট প্রাথমিকভাবে যে শেয়ার বিক্রয় করে তাকে প্রাথমিক শেয়ার বলে।

অধিকার শেয়ার (Right Share) :
কোম্পানি শেয়ার মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যদি সাধারণ জনগণের নিকট শেয়ার বিক্রয় না করে বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণকে শেয়ার ক্রয়ে অধিকার দেয় তবে তাকেঅধিকার শেয়ার বলে। অর্থাৎ, যে শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে বর্তমান শেয়ারহোল্ডারগণকে ক্রয়ের অধিকার দেওয়া হয় এবং বর্তমান কোনো শেয়ারহোল্ডার ক্রয় না করলে তা নতুন বিনিয়োগকারীর নিকট বিক্রয় করা হয়, উক্ত শেয়ারকে অধিকার শেয়ার বা রাইট শেয়ার নামে অভিহিত করা হয়।

বোনাস শেয়ার (Bonus Share) :
কোম্পানি যদি তার শেয়ারহোল্ডারগণকে লভ্যাংশ হিসেবে নগদ অর্থ না দিয়ে এর পরিবর্তে নতুন শেয়ার ইস্যু করে তবে উক্ত শেয়ারকে বোনাস শেয়ার বা অধিবৃত্তি শেয়ার বলে। এ ধরনের লভ্যাংশ প্রদানের ফলে কোম্পানির জমাকৃত মুনাফা হ্রাস পেয়ে শেয়ার মূলধন বৃদ্ধি পায়। বোনাস বাবদ সাধারণত সাধারণ বা ইক্যুইটি শেয়ারই বিলি করা হয়। বোনাস শেয়ার ইস্যু করার কারণগুলো হলো:
ক. লভ্যাংশ প্রদানের জন্য নগদ অর্থের অপর্যাপ্ততা।
খ. ব্যবসায় সম্প্রসারণ, দায় পরিশোধ, পরিশোধ্য অগ্রাধিকার শেয়ারের মূল্য পরিশোধ, সাধারণ শেয়ার পুনঃক্রয় ইত্যাদি উদ্দেশ্যে বিশাল অংকের তহবিল সৃষ্টি করা।
গ. কোম্পানির প্রকৃত মুনাফাযোগ্যতা প্রদর্শন।

অনাঙ্কিক মূল্যের শেয়ার (No-Par Value Share) :
যে শেয়ারের শেয়ার প্রতি মূল্য কোম্পানির নিবন্ধনপত্রে নির্দিষ্ট করে লেখা থাকে না, তাকে অনাঙ্কিক মূল্যের শেয়ার বলে। যেমন: কোম্পানির নিবন্ধনপত্রে লেখা রয়েছে যে, 'কোম্পানির অনুমোদিত মূলধন ১০,০০,০০০ টাকা' এক্ষেত্রে শেয়ার ইস্যুর পূর্বে বা শেয়ার ইস্যুর সময় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক শেয়ার প্রতি মূল্য নির্ধারণ করা হয়। আধুনিক কালে বেশিরভাগ আমেরিকান কোম্পানি এ ধরনের শেয়ার ইস্যুর অনুমোদন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশে এখনও এ ধরনের শেয়ারের প্রচলন হয় নি।

✪ **শেয়ার ইস্যু : যৌথ মূলধনি কোম্পানি তিন উপায়ে শেয়ার ইস্যু করে থাকে। যেমন-**

১. সমহারে শেয়ার ইস্যু	যখন যৌথ মূলধনি কোম্পানি তার শেয়ার শেয়ারে লিখিত মূল্যে বা অভিহিত মূল্যে (Face Value/Par Value) জনসাধারণের নিকট বিলি করে, তখন তাকে সমহারে শেয়ার ইস্যু বলে।
২. অধিহারে শেয়ার ইস্যু	কোম্পানি যখন তার শেয়ার শেয়ারে লিখিত মূল্য (Face Value/Par Value) অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিলি করে, তখন তাকে অধিহারে বা প্রিমিয়ামে শেয়ার ইস্যু বলে। যেমন- শেয়ারের লিখিত মূল্য ১০০ টাকা, তা যদি কোম্পানি ১১০ টাকায় জনসাধারণের নিকট বিলি করে তাহলে অতিরিক্ত (১১০ – ১০০) = ১০ টাকাই হলো অধিহার বা প্রিমিয়াম।
৩. অবহারে শেয়ার ইস্যু	যখন যৌথ মূলধনি কোম্পানি তার শেয়ার শেয়ারে লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিলি করে, তখন তাকে অবহারে শেয়ার ইস্যু বলে। যেমন- শেয়ারে লিখিত মূল্য ১০০ টাকা, তা যদি কোম্পানি ৯০ টাকায় জনসাধারণের নিকট বিলি করে, তবে (১০০ – ৯০) = ১০ টাকাই হলো শেয়ার অবহার।

- **অবলেখক (Underwriter)**- অবলেখক কমিশনের ভিত্তিতে শেয়ার বিক্রির দায়িত্ব নিয়ে থাকে। এটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উভয়ই হতে পারে।
- **সংরক্ষিত মূলধন :** কোনো সীমিত দায় কোম্পানি বিশেষ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, অতলবি মূলধনের সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ যা কেবল কোম্পানির অবসায়ন ব্যতীত অন্য কোনো সময়ে তলব করা যাবে না। এরকম অতলবকৃত মূলধন এবং এর অংশবিশেষ যা অবসায়ন কালে অবসায়নের আনুষঙ্গিক ব্যয় বহনের উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত রাখা হয় তাকে সংরক্ষিত মূলধন (Reserve Capital) বলে।
- শেয়ার বিলি করতে হলে কোম্পানিকে (S.E.C.) এর অনুমতি নিতে হয়।
- কোম্পানির কার্যারম্ভের কত দিন পর বাট্টায় শেয়ার ইস্যু করতে পারে --- ১ বছর।
- **ট্রেজারি স্টক :** জনসাধারণের নিকট ইস্যুকৃত শেয়ারের যে অংশ পুনরায় ক্রয় করে কোম্পানি শেয়ার মালিকানাস্বত্ব পুনরায় গ্রহণ করে তাকে ট্রেজারি স্টক বলে।
- **মূলধন সঞ্চিতি :** কোম্পানি তার নিট লাভের পুরোটাই মুনাফা হিসেবে বণ্টন করে না। এই নিট লাভের একটা অংশ তহবিল গঠনের জন্য সঞ্চিত করে। এই সঞ্চিত অর্থকে মূলধন সঞ্চিতি (Capital Reserve) বলে।

CamScanner

- **পরিমেল নিয়মাবলি :** যে দলিলে যৌথমূলধনী কোম্পানির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও দৈনন্দিন কার্য-পরিচালনা সংক্রান্ত নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ থাকে তাকে পরিমেল নিয়মাবলি বলে।
- **বিবরণপত্র :** যৌথমূলধনী কোম্পানি তার শেয়ার ক্রয়ের জন্য জনসাধারণের উদ্দেশ্য কোম্পানি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের জন্য যে দলিল ইস্যু করে তাকে বিবরণপত্র বলে।
- **বিবরণপত্রের বিকল্প বিবৃতি তৈরির কারন :** শুধুমাত্র নিবন্ধকের নিকট জমা দেয়ার উদ্দেশ্যে বিবরণপত্রের অনুরূপ প্রস্তুতকৃত বিবৃতিকেই বিবরণপত্রের বিকল্প বিবৃতি বলে। নিবন্ধনপত্র পাওয়ার পর পাবলিক লিমিটেড মূলধন জোগাড় করে। সেজন্য বিবরণপত্র প্রস্তুত ও নিবন্ধকের নিকট তা জমা দিতে হয়। কোনো কোম্পানি যদি উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকেই প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতে পারে তখন আর তাকে বিবরণপত্র তৈরি করতে হয় না। সেক্ষেত্রে কার্যারম্ভের অনুমতিপত্র পাওয়ার জন্য বিবরণপত্রের অনুরূপ বিকল্প বিবৃতি তৈরি করে নিবন্ধকের নিকট জমা দিতে হয়।

বিভিন্ন প্রকার বন্ড :

- ইনকাম বন্ড - কোম্পানির মুনাফা অর্জনের ওপর আয় বা ইনকাম বন্ডের সুদ প্রদান করা নিশ্চিত করা হয় বলে তাকে ইনকাম বন্ড বলে।
- জিরোকুপন বন্ড - ঋণপত্রে সুদের কথা উল্লেখ থাকে না কিন্তু মেয়াদ শেষে কত টাকা পরিশোধ করলে ঋণপত্র ফেরত দেওয়া যাবে তা উল্লেখ থাকে। এগুলো সমমূল্যে বা কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়।
- জাঙ্ক বন্ড- আর্থিক সমস্যার সময় প্রতিষ্ঠান উচ্চ বাট্টা প্রদানের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে - উচ্চ ঝুঁকি গ্রহণ করে।
- কুপন বন্ড - হস্তান্তরযোগ্য ঋণপত্র।

মূল্য সংযোজন কর (Value added Tax) : ১৯৯১ সালের ১ জুলাই হতে বাংলাদেশে প্রথম ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর (Value added Tax) প্রচলিত হয়। মূল্য সংযোজন = মোট উৎপাদন মূল্য (−) উপকরণ মূল্য। মূল্য সংযোজন কর হচ্ছে মোট উৎপাদিত পণ্য মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে আরোপিত কর থেকে মোট উপকরণের মূল্যের উপর নির্দিষ্ট হারে আরোপিত করের বিয়োগ ফল।

- মূল্য সংযোজন কর = (মোট উৎপাদিত মূল্য × করের হার) – (উপকরণ মূল্য × করের হার)
- মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা VAT বিক্রেতার জন্য দায় আর প্রতিষ্ঠানের আয় এবং ব্যয় কোনোটি নয়।
- মাল ক্রয় করার সময় ১৫% হারে ভ্যাট দেওয়া হয়। আবার মাল বিক্রয় করার সময় ১৫% হারে ভ্যাট নেওয়া হয়।
- যদি বিক্রয় ভ্যাট বা প্রাপ্ত ভ্যাট বেশি হয় তবে 'ভ্যাট চলতি হিসাব' নামে উদ্বৃত্তপত্রের দায় পাশে দেখাতে হয় আবার যদি ক্রয় ভ্যাট বা প্রদত্ত ভ্যাট প্রাপ্ত ভ্যাট হতে বড় হয় তবে "ভ্যাট চলতি হিসাব" নামে উদ্বৃত্তপত্রের সম্পত্তি পাশে দেখাতে হয়।

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- যৌথ মূলধনি কোম্পানি হলো আইন সৃষ্ট কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তার অধিকারী এমন এক ধরনের বৃহদায়তন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেখানে বিনিয়োগকারীগণ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যৌথভাবে- **মূলধন বিনিয়োগ করেন।**
- কোম্পানি গঠিত ও নিবন্ধিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা- **চিরন্তন অস্তিত্ব** লাভ করে।
- ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ২(১-ঘ) ধারা অনুসারে 'কোম্পানি বলতে কোম্পানি আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত অথবা কোনো বিদ্যমান কোম্পানিকে বোঝায়। এখানে বিদ্যমান কোম্পানি বলতে এ আইন প্রবর্তনের পূর্বে যেকোনো সময় বলবৎ কোম্পানি সংক্রান্ত আইনের অধীনে গঠিত ও নিবন্ধিত কোম্পানিকে বোঝাবে, যা উক্ত আইন প্রবর্তনের পরেও বিদ্যমান।'
- অনুমোদিত মূলধনের চেয়ে কখনোই বেশি হতে পারে না- **ইস্যুকৃত মূলধন।**
- কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের যে অংশ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বিবরণপত্র প্রচার করা হয় তা হলো- **ইস্যুকৃত মূলধন।**
- বিলিকৃত মূলধনের যে অংশের অর্থ পরিশোধের জন্য শেয়ার মালিকদের নির্দেশ দেওয়া হয় তা হলো- **তলবকৃত মূলধন।**
- কোম্পানি অবহারে শেয়ার ইস্যু করতে পারে- **কার্যারম্ভের ১ বছর পর থেকে।**
- কোম্পানি শেয়ার ইস্যু করতে পারে- **সমহারে, অবহারে ও অধিহারে।**
- শেয়ারের বিক্রয়মূল্য অভিহিত মূল্যের সমান হলে তাকে বলা হয়- **সমহারে শেয়ার ইস্যু।**
- শেয়ারের অভিহিত মূল্যের চেয়ে বিক্রয়মূল্য বেশি হলে তাকে বলা হয়- **অধিহারে শেয়ার ইস্যু।**
- শেয়ারের বিক্রয়মূল্য অভিহিত মূল্যের চেয়ে কম হলে তাকে বলা হয়- **অবহারে শেয়ার ইস্যু।**
- আবেদনকৃত শেয়ারের টাকা কোম্পানি স্থানান্তর করে- **শেয়ার মূলধন হিসাবে।**
- এককালীন আদায়ের ক্ষেত্রে শেয়ারের পূর্ণমূল্য পরিশোধিত হয়- **শেয়ার আবেদনের সময়।**
- শেয়ার অবহারের সর্বোচ্চ হার- **১০%; তবে শেয়ার অধিহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই।**
- শেয়ার হলো- **মালিকানা সত্ত্বার একটি অংশ।**
- সাধারণ শেয়ারকে বলা হয়- **ইকুইটি শেয়ার।**
- অগ্রাধিকার শেয়ার হলো মালিকানাস্বত্ব এবং **ঋণপত্রের সংমিশ্রণ/বন্ড ও ইক্যুইটির সংমিশ্রন।**
- বোনাস শেয়ার ইস্যু করা হয় **বর্তমান শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে।**
- রাইট শেয়ার বিলি করা হয়- **পুরাতন শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে।**
- জনসাধারণের নিকট ইস্যুকৃত শেয়ারের যে অংশ পুনরায় ক্রয় করে কোম্পানি শেয়ার মালিকানাস্বত্ব পুনরায় গ্রহণ করে তাকে- **ট্রেজারি স্টক বলে।**
- শেয়ার বাজেয়াপ্ত মানে- **শেয়ার মালিকানা বাতিল করা।**
- শেয়ার অধিহার হতে প্রাপ্ত অর্থ গণ্য হয়- **শেয়ার মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি হিসেবে।**
- অগ্রিম তলবের টাকা একটি- **চলতি দায়।**
- কোম্পানি আইন অনুসারে শেয়ার ইস্যু সংক্রান্ত প্রাথমিক খরচ ও শেয়ার অবহার দেখানো হয়- **অসমন্বিত ব্যয় হিসেবে।**
- ঋণপত্র/বন্ড/ডিবেঞ্চার হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ঋণ বা দায়ের একটি অংশ।
- ঋণপত্র ইস্যু করার অধিকার রাখে- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।
- পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রি করে অবলেখকগণ পেয়ে থাকেন- কমিশন।
- একটি কোম্পানি অন্য একটি কোম্পানির ৫০% এর অধিক শেয়ার ক্রয় করলে তাকে বলে- **হোল্ডিং কোম্পানি।**
- শেয়ার দ্বারা সীমিত দায়সম্পন্ন কোম্পানির নামের শেষে অবশ্যই লিখতে হবে- **'Ltd' শব্দটি।**
- সরকারি কোম্পানিতে সরকারের মালিকানার অংশ- **সর্বনিম্ন ৫১ ভাগ।**
- কোম্পানি জনগণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করে- **IPO বা Initial Public Offerings-এর মাধ্যমে।**
- তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির শেয়ার ইস্যু ও বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে- **BSEC।**
- শেয়ার বিলি করতে হলে কোম্পানিকে- **(B.S.E.C.) এর অনুমতি নিতে হয়।**
- BSEC এর পূর্ণরূপ হলো- **Bangladesh Securities and Exchange Commission.**
- সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত শেয়ার মার্কেট হলো- **Dhaka Stock Exchange (DSE) ও Chittagong Stock Exchange (CSE)।**
- **অবলেখক (Underwriter) :** অবলেখক কমিশনের ভিত্তিতে শেয়ার বিক্রির দায়িত্ব নিয়ে থাকে। এটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উভয়ই হতে পারে।
- শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করতে হয়- **শেয়ার বণ্টনের তিন মাস ও হস্তান্তরের দুই মাসের মধ্যে।**
- শেয়ার ওয়ারেন্ট প্রদান করা হয়- **শেয়ারের পূর্ণমূল্য পরিশোধিত হওয়ার ক্ষেত্রে।**

CamScanner

Part 3 গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

01. ডেভিট কোম্পানি লিমিটেড প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ১,০০,০০০ শেয়ারে নিবন্ধিত। কোম্পানি ৩০,০০০ শেয়ার ৩,৭০,০০০ টাকায় এবং ৫০,০০০ শেয়ার ৬,৪০,০০০ টাকায় বিলি করে। মোট বিলিকৃত মূলধনের পরিমাণ কত? [কুবি : ১৯-২০]

সমাধান : মোট বিলিকৃত শেয়ার = (৫০,০০০ + ৩০,০০০) = ৮০,০০০ টি।

বিলিকৃত মূলধন = (৮০,০০০ × ১০) = ৮,০০,০০০ টাকা।

02. যমুনা কোম্পানি ১৯৯৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে গঠিত হয়। কোম্পানির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ২৫,০০০ সাধারণ শেয়ার। প্রথম বছর কোম্পানি ৭,০০০ শেয়ার মোট ৮,৪০,০০০ টাকায় এবং ৮,০০০ শেয়ার ৬,৮০,০০০ টাকায় বিলি করে। শেয়ার বিলিবাবদ সব টাকা আদায় হয়েছে। শেয়ার প্রিমিয়ামের পরিমাণ কত? [ঢাবি : ৯৭-৯৮]

সমাধান : ১ টি (প্রতিটি) শেয়ারের মূল্য = ১০০ টাকা হলে ৭,০০০ টি শেয়ারের মূল্য = (১০০ × ৭,০০০) = ৭,০০,০০০ টাকা।

∴ শেয়ার প্রিমিয়াম = (৮,৪০,০০০ − ৭,০০,০০০) = ১,৪০,০০০ টাকা।

03. প্রাইম ব্যাংক লিঃ প্রতিটি ৮০ টাকা মূল্যের ৮০,০০০ শেয়ারে নিবন্ধিত হয়। কোম্পানি এর ৮০% শেয়ার ৮% প্রিমিয়ামে ইস্যু করে। ইস্যুকৃত মূলধন কত?

সমাধান : ইস্যুকৃত শেয়ার সংখ্যা = (৮০,০০০ × ৮০%) = ৬৪,০০০ টি

ইস্যুকৃত শেয়ার মূলধন = (৬৪,০০০ × ৮০) টাকা = ৫১,২০,০০০ টাকা।

04. ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ১,০০,০০০ শেয়ার। ২০০৭ সালে কোম্পানি এর ৩০,০০০ শেয়ার মোট ২৭,৫০,০০০ টাকায় এবং ৪৫,০০০ শেয়ার মোট ৪৮,৫০,০০০ টাকায় বিলি করে। শেয়ার ডিসকাউন্ট এবং শেয়ার প্রিমিয়ামের পরিমাণ কত?

সমাধান : ৩০,০০০ শেয়ারের লিখিত মূল্য = (৩০,০০০ × ১০০) = ৩০,০০,০০০ টাকা

শেয়ার ডিসকাউন্ট = (৩০,০০,০০০ − ২৭,৫০,০০০) = ২,৫০,০০০ টাকা

আবার, ৪৫,০০০ শেয়ারের লিখিত মূল্য = (৪৫,০০০ × ১০০) = ৪৫,০০,০০০ টাকা

শেয়ার অধিহার = (৪৮,৫০,০০০ − ৪৫,০০,০০০) = ৩,৫০,০০০ টাকা

05. ক লিঃ ৩০,০০০ শেয়ার প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যে ইস্যু করল। কিন্তু ক লিঃ ৩০,৫০০ টি আবেদন পত্র পেল। আবেদনে ২৫ টাকা, আবন্টনে ২৫ টাকা, প্রথম তলব ৩০ টাকা এবং চূড়ান্ত তলবে ২০ টাকা প্রদেয়। অতিরিক্ত আবেদন পত্রের প্রাপ্ত অর্থ আবন্টনে সমন্বয় করা হল। আবন্টনে কত টাকা কোম্পানি পাবে? [রাবি : ০৭-০৮]

সমাধান : উক্ত কোম্পানির আবন্টনে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ হবে

= (শেয়ার সংখ্যা × আবন্টনমূল্য) − আবদনে অগ্রিম প্রাপ্ত টাকা

= (৩০,০০০ × ২৫) − (৫০০ × ২৫)

= (৭,৫০,০০০ − ১২,৫০০) = ৭,৩৭,৫০০ টাকা।

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ঋণপত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে-
Ⓐ মূলধন Ⓑ অতিরিক্ত
Ⓒ লভ্যাংশ Ⓓ ঋণ
Ans Ⓓ

02. জনসাধারণের নিকট শেয়ার বিক্রয়ের অনুমতি কে প্রদান করে?
Ⓐ BB Ⓑ BSEC
Ⓒ DSE Ⓓ CSE
Ans Ⓑ

03. শেয়ার হোল্ডারগণ নিম্নের কোনটির দ্বারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়?
Ⓐ নিট মুনাফা Ⓑ লভ্যাংশ
Ⓒ সুদ Ⓓ লাভ
Ans Ⓑ

04. পাবলিক লিঃ কোম্পানির সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা?
Ⓐ ১০ Ⓑ ২০
Ⓒ ৫০ Ⓓ শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ
Ans Ⓓ

05. কোম্পানির বহিতে শেয়ার মূলধন লিপিবদ্ধ হয় কোন মূল্যে?
Ⓐ বাজার Ⓑ লিখিত
Ⓒ ভবিষ্যৎ Ⓓ A + C
Ans Ⓑ

06. কোম্পানি শেয়ার বিক্রয়ের দায়িত্ব নেয়-
Ⓐ দালাল Ⓑ নিবন্ধক
Ⓒ উদ্যোক্তা Ⓓ অবলেখক
Ans Ⓓ

07. শেয়ার বাট্টা একটি-
Ⓐ সম্পদ Ⓑ দায়
Ⓒ আয় Ⓓ ব্যয়
Ans Ⓐ

08. শেয়ার অধিহার হিসাব একটি-
Ⓐ আয় Ⓑ দায়
Ⓒ সম্পদ Ⓓ ব্যয়
Ans Ⓑ

09. শেয়ারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়-
Ⓐ Capital Ⓑ Loan
Ⓒ Dividend Ⓓ Creditors
Ans Ⓐ

10. শেয়ার অবহারের সর্বোচ্চ হার কত?
Ⓐ ৫% Ⓑ ৮%
Ⓒ ১০% Ⓓ ১৫%
Ans Ⓒ

11. পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে ন্যূনতম পরিচালক সংখ্যা কত?
Ⓐ ২ জন Ⓑ ৩ জন
Ⓒ ৫ জন Ⓓ ৭ জন
Ans Ⓑ

12. ঋণপত্র ক্রেতাগণ কোম্পানির-
Ⓐ পরিচালক Ⓑ উদ্যোক্তা
Ⓒ মালিক Ⓓ পাওনাদার
Ans Ⓓ

13. শেয়ার বাজারের সাথে সম্পৃক্ত BO Account শব্দের সঠিক পূর্ণরূপ কোনটি?
Ⓐ Beneficiary Owners Account
Ⓑ Beneficiary Owned Account
Ⓒ Beneficiary Outlets Account
Ⓓ Beneficiary Opening Account
Ans Ⓐ

14. x' কোম্পানি লিঃ এর প্রতি শেয়ার ১০ টাকা করে ২,০০,০০০ শেয়ার অনুমোদিত মূলধন। কোম্পানির বিলিকৃত ১,০০,০০০ শেয়ারের মূল্য ১২,৮০,০০০ টাকা শেয়ার অধিহারের মূল্য কত পরিমাণ হবে?
Ⓐ ২,৮০,০০০ টাকা Ⓑ ৩,০০,০০০ টাকা
Ⓒ ৪,২০,০০০ টাকা Ⓓ ৪,৫০,০০০ টাকা
Ans Ⓐ

15. কোম্পানি গঠনের সময় শেয়ার বিক্রি করে মূলধন সংগ্রহের যে অধিকার পাওয়া যায় সেই মূলধনকে বলে -
Ⓐ অনুমোদিত মূলধন Ⓑ ইস্যুকৃত মূলধন
Ⓒ তলবকৃত মূলধন Ⓓ আদায়কৃত মূলধন
Ans Ⓐ

16. যৌথ মূলধনি কারবারগুলো লভ্যাংশ প্রদান করে -
Ⓐ আদায়কৃত মূলধনের ওপর
Ⓑ তলবকৃত মূলধনের ওপর
Ⓒ বিলিকৃত মূলধনের ওপর
Ⓓ অনুমোদিত মূলধনের ওপর
Ans Ⓐ

17. অধিকার ইস্যু মূলত--
Ⓐ বিদ্যমান শেয়ার বিক্রয়ের অধিকার
Ⓑ লভ্যাংশ গ্রহণের অধিকার
Ⓒ নতুন ইস্যুকৃত শেয়ার ক্রয়ের অধিকার
Ⓓ পরিচালনায় অংশগ্রহনের অধিকার
Ans Ⓒ

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায় ৫

যৌথ মূলধনী কোম্পানির আর্থিক বিবরণী

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- যেকোনো প্রতিষ্ঠান (সেবাদানকারী/ক্রয়-বিক্রয়কারী/ উৎপাদনকারী) নির্দিষ্ট হিসাবকাল শেষে তাদের আর্থিক ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থা জানার জন্য আর্থিক বিবরণী বা চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করে থাকে।
- ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের বিধান মোতাবেক চূড়ান্তহিসাব ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করার পর নিরীক্ষিত বিবরণী কোম্পানিকে এর সাধারণ সভায় পেশ করতে হয় এবং সাধারণ সভার অন্তত ১৪ দিন পূর্বে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের কাছে এক কপি করে নিরীক্ষিত বিবরণী পাঠাতে হয়।
- ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ১৮১ ধারায় কোম্পানি রক্ষিত হিসাব বহি সম্পর্কে উল্লেখ করা আছে।
- **অন্তবর্তী লভ্যাংশ (Interim Dividend) :** যৌথ মূলধনি কোম্পানির আর্থিক অবস্থা ভালো থাকলে বছরের মাঝামাঝি সময়ে পরিচালকগণ প্রত্যাশিত মুনাফা হতে শেয়ার মূলধনের উপর নির্দিষ্ট শতকরা হারে যে লভ্যাংশ প্রদান করে থাকে তাকে অন্তবর্তী লভ্যাংশ বলে। একে লাভ-লোকসান বণ্টন হিসাবে ডেবিট করা হয়।
- **চূড়ান্ত লভ্যাংশ (Final Dividend) :** কোম্পানি পরিচালকগণ কর্তৃক বছরান্তে শেয়ার মূলধনের উপর ঘোষণাকৃত এবং শেয়ার মালিকগণ কর্তৃক বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনকৃত লভ্যাংশকে চূড়ান্ত লভ্যাংশ বা প্রস্তাবিত লভ্যাংশ বলে। একে লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাবে ডেবিট করা হয়, এবং উদ্বৃত্তপত্রের দায় হিসাব দেখাতে হয়। পরিশোধিত মূলধনের উপর এ লভ্যাংশ হিসাব করা হয়।
- **বোনাস শেয়ার (Bonus Share) :** অনেক সময় শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ বাবদ নগদ অর্থের পরিবর্তে কোম্পানির ইস্যুকৃত শেয়ার প্রদান করা হয়। এ শেয়ারকে বোনাস শেয়ার বলে। এর মোট পরিমাণকে লাভ-লোকসান আবণ্টন হিসাবে ডেবিট করা হয়।
- **অদাবিকৃত লভ্যাংশ (Unclaimed Dividend) :** বিগত বছরের ঘোষিত লভ্যাংশ বিতরণ করার সময় যদি দেখা যায় যে, কিছু শেয়ার মালিকের লভ্যাংশ বাবদ টাকা এখনও কোনো কারণে বিতরণ করা হয়নি। এখন ধরে নেওয়া হয় যে উক্ত লভ্যাংশ সে আর কোনো দিন দাবি করবে না। তবে উক্ত অদাবিকৃত টাকা কোম্পানি অদাবিকৃত লভ্যাংশ বলা হয়। রেওয়ামিলে এরূপ অদাবিকৃত লভ্যাংশ থাকলে তা উদ্বৃত্তপত্রের দায়ের দিকে দেখানো হয়।
- **শেয়ার ও ঋণপত্রের বিলিকরণের দালালি বা কমিশন :** কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে তবে ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে যে পারিশ্রমিক প্রদান করা হয় তাকে শেয়ার ও ঋণপত্রের দালালি বা কমিশন বলে।
- নিট ক্রয়ের সঙ্গে ক্রয় সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ খরচ যোগ করে ক্রীত পণ্যের ব্যয় নির্ধারিত হয়।
- **আয় বিবরণী :** যে বিবরণীতে একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের আয়সমূহ এবং ব্যয়সমূহ উপস্থাপন করার মাধ্যমে নিট আয় অথবা নিট ক্ষতি নিরূপণ করা হয় তাকে আয় বিবরণী বলে।
- **কর্মচারী কল্যাণ তহবিল (Workers Welfare Fund) :** কর্মচারীদের এবং তাদের পরিবারবর্গের কল্যাণের জন্য কোম্পানি মুনাফার একটি অংশ নিয়ে যে তহবিল সৃষ্টি করা হয় তাকে কর্মচারী কল্যাণ তহবিল বলে।
- **সম্ভাব্য দায় (Contigent Liabilities) :** যে সকল দায় বর্তমানে দায় হিসাবে বিবেচনা করা হয় না কিন্তু ভবিষ্যতের কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে দায় হিসাবে বিবেচনা করতে হতে পারে তাকে সম্ভাব্য দায় বলে।

০৬. আর্থিক অবস্থার বিবরণী/ উদ্বৃত্তপত্র কাকে বলে?

উত্তর : হিসাবকাল শেষে একটি নির্দিষ্ট সময়বিন্দু অথবা একটি নির্দিষ্ট তারিখে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা প্রদর্শন করার জন্য সম্পত্তি, দায় ও মালিকেরস্বত্ব লিপিবদ্ধ করে যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় সেটিকে উদ্বৃত্তপত্র বলে।

০ এ সম্পর্কে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-

- উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হয় একটি নির্দিষ্ট সময়বিন্দুর জন্য বা একটি নির্দিষ্ট তারিখের জন্য বা একটি বিশেষ তারিখের জন্য।
- উদ্বৃত্তপত্র প্রকাশ করে একটি নির্দিষ্ট সময়বিন্দুতে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা (সম্পত্তি, দায় ও মালিকানাস্বত্বের পরিমাণ)।
- উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হয় চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী।
- উদ্বৃত্তপত্রের মূল বিষয়বস্তু অথবা উদ্বৃত্তপত্রে উপস্থাপিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো: (১) প্রতিষ্ঠানের নাম (২) প্রস্তুতের তারিখ এবং (৩) হিসাব সমীকরণের সার্বিক অবস্থা।

উদ্বৃত্তপত্রের সীমাবদ্ধতার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো-

→ স্থায়ী সম্পত্তিসমূহ ক্রয়মূল্যে লেখা হয়।
→ এটি প্রস্তুত করা হয় চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী।
→ এতে এমন কিছু বিষয় থাকে যার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই (যেমন : প্রারম্ভিক খরচ, অলীক সম্পত্তি, শেয়ার অবহার)।
→ এর কিছু আইটেম বা দফা অনুমান নির্ভর (যেমন : (সুনাম)।
→ উদ্বৃত্তপত্রে মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) বা মুদ্রাসংকোচন (Deflation)-কে বিবেচনা করা হয় না।

→ কোম্পানি উদ্বৃত্তপত্র প্রস্তুত করা হয় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের তালিকা বা তফসিল ১১ অনুযায়ী।
→ উদ্বৃত্তপত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে কোম্পানি আইনের ১৮৫ ধারায়।

০ **নগদ প্রবাহ বিবরণী :** যে বিবরণীতে একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে নগদ প্রাপ্তি ও নগদ পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য সংক্ষিপ্তকারে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদ প্রবাহ বিবরণী বলে। নগদ প্রবাহ বিবরণী–

i. একটি নির্দিষ্ট সময় কালের জন্য প্রস্তুত করা হয়।
ii. শুধু নগদে সংঘটিত লেনদেন একে প্রভাবিত করে।
ii. এর প্রধান উদ্দেশ্য একটি হিসাবকালে মোট নগদ প্রাপ্তি ও মোট নগদ প্রদান চিহ্নিত করা।
iv. এই বিবরণীতে প্রাপ্তি ও প্রদানকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
ক. পরিচালন সংক্রান্ত (Operating) খ. বিনিয়োগ সংক্রান্ত (Investing) গ. অর্থায়ন সংক্রান্ত (Financing)

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

- **ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের উদ্দেশ্য :**
  i. মোট লাভ বা মোট ক্ষতি নিরূপণ করা। ii. প্রারম্ভিক ও সমাপনী মজুত পরিমাণ জানা যায়।
  iii. নিট বিক্রয়ের পরিমাণ জানা যায়। iv. পণ্য উৎপাদন, পণ্য ক্রয় ও পণ্য আমদানি সংক্রান্ত সকল খরচের পরিমাণ জানা বা নিট ক্রয়ের পরিমাণ জানা যায়।
  v. মোট লাভের উপর শতকরা হার নির্ণয় করে পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।
- **লাভ-লোকসান হিসাব/লাভ-ক্ষতি হিসাব–** যে হিসাবের সাহায্যে বা যে আর্থিক বিবরণীর সাহায্যে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময়ের নিট লাভ বা নিট ক্ষতি পরিমাণ নির্ণয় করা হয়, তাকে লাভ-লোকসান হিসাব বলে।
  i. এ হিসাবের ডেবিট দিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের খরচ (অফিস সংক্রান্ত খরচ, বিক্রয় ও বিতরণ খরচ, আর্থিক ও সুদ জাতীয় খরচ, সম্পদের মূল্য হ্রাস খরচ, মুনাফার বিপরীতে চার্জসমূহ এবং ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের ডেবিট উদ্বৃত্ত/ মোট ক্ষতি (যদি হয়) বসানো হয়।
  ii. ক্রেডিট দিকে রাজস্ব/ মুনাফা জাতীয় আয় ও মোট লাভ (ক্রয়-বিক্রয় হিসাবের) সমূহ দেখানো হয়।
  iii. ক্রেডিট উদ্বৃত্ত দ্বারা নিট লাভ প্রকাশ পায় এবং ডেবিট উদ্বৃত্ত দ্বারা নিট ক্ষতি প্রকাশ পায়।
  iv. উদ্দেশ্য হলো আর্থিক ফলাফল (নিট লাভ ও/ নিট ক্ষতি) নির্ণয় করা, আয়-ব্যয়ের তথ্য জানা ও আয়কর নিরূপণ করা ইত্যাদি।
  v. বর্তমানে ক্রয়-বিক্রয় হিসাব ও লাভ-ক্ষতি হিসাব সমন্বয় করে আয় বিবরণী বা বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

Part 2 — At a glance [Most Important Information]

- আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অসমন্বিত ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়- **শেয়ার অবহার, বিলম্বিত বিজ্ঞাপন, প্রাথমিক খরচ ইত্যাদি।**
- সম্ভাব্য দায় আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে দেখানো হয়- **ফুট নোট/পাদ টীকা আকারে।**
- নতুন আয়কর সঞ্চিতি যা কোম্পানির বাধ্যতামূলক চার্জ দেখাতে হয়- **বিশদ আয় বিবরণীতে।**
- ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের বিধান মোতাবেক চূড়ান্ত হিসাব ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করার পর নিরীক্ষিত বিবরণী কোম্পানিকে এর সাধারণ সভায় পেশ করতে হয় এবং সাধারণ সভার অন্তত ১৪ দিন পূর্বে প্রত্যেক শেয়ারহোল্ডারের কাছে এক কপি করে– **নিরীক্ষিত বিবরণী পাঠাতে হয়।**
- ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের ১৮১ ধারায় কোম্পানি– **রক্ষিত হিসাব বহি সম্পর্কে উল্লেখ করা আছে।**
- কোম্পানির আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত বাধ্যতামূলক করা হয়েছে- **কোম্পানি আইনের ১৮৩ ধারায়।**
- বিশদ আয় বিবরণীর বিষয়বস্তু ও আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ছক প্রস্তুত সম্পর্কে বলা হয়েছে- **কোম্পানি আইনের ১৮৫ ধারায় (তফসিল-১১)।**
- মোট আয় থেকে সরাসরি মোট ব্যয় বাদ দিয়ে নিট লাভ নির্ণীত হয়- **একধাপ আয় বিবরণীতে।**
- সাধারণত একধাপ আয় বিবরণী প্রস্তুত করে থাকে- **সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান।**
- বহুধাপ আয় বিবরণীর ধাপ প্রধানত- **৩টি।**
- বহুধাপ আয় বিবরণীর প্রথম ধাপে প্রস্তুত করা হয়- **মোট লাভ বা মোট ক্ষতি।**
- বহুধাপ আয় বিবরণীর তৃতীয় ধাপে নির্ণয় করা হয়- **করপূর্ব নিট মুনাফা।**
- নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করলে প্রভাবিত হয়- **জমাকৃত মুনাফা বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র।**
- নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করা হলে হিসাব সমীকরণে প্রভাব - **দায় বৃদ্ধি ও মালিকানা স্বত্ব হ্রাস পায়।**
- ঘোষণাকৃত বা পূর্ব ঘোষিত নগদ লভ্যাংশ প্রদান করা হলে - **দায় হ্রাস ও সম্পত্তি হ্রাস পায়।**
- মুনাফা হতে সাধারণ সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর করলে অথবা লাভ থেকে বিলি করা হবে না এরূপ মুনাফা ধরে রাখলে - **মালিকানা স্বত্ব বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়।**
- নগদ লভ্যাংশের ক্ষেত্রে কোন তারিখ সমূহে জাবেদা দাখিলা প্রদান করতে হয় - **ঘোষণার তারিখ এবং প্রদানের তারিখ।**
- নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করলে প্রভাবিত হয় - **সংরক্ষিত আয় বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র।**
- অদাবিকৃত লভ্যাংশ হলো- **প্রস্তাবিত লভ্যাংশের অংশবিশেষ।**
- প্রস্তাবিত লভ্যাংশ হিসাব করা হয় আদায়কৃত - **মূলধনের ওপর।**
- বোনাস শেয়ার ইস্যু করা হয় - **সংরক্ষিত তহবিলকে মূলধনে পরিণত করার জন্য।**
- স্টক হোল্ডারদের স্বত্ব (Stockholders' Equity) বলতে বুঝায় - **মালিকদের দাবি।**
- শেয়ার ইস্যুর বিনিময়ে নগদ পাওয়া গেলে - **মালিকানা স্বত্ব ও সম্পদ উভয়ই বৃদ্ধি।**
- বন্ড বা ঋণপত্র ক্রয় করা হলে - **সম্পত্তি হ্রাস ও সম্পত্তি বৃদ্ধি পায়।**
- কোম্পানি কর্তৃক বন্ড বা ঋণপত্র বিলি করা হলে - **সম্পত্তি বৃদ্ধি ও দায় বৃদ্ধি পায়।**
- কোনটি অতিরিক্ত পরিশোধিত মূলধন অংশে প্রদর্শিত হয় না - **সাধারণ শেয়ার বা ইক্যুইটি শেয়ার।**

Part 3 — গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

01. ১লা অক্টোবর ২০০৯ তারিখে একটি কোম্পানি বার্ষিক ৯% হার সুদে ৪ মাস সময়ের জন্য ১০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। ৩১শে ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে প্রস্তুতকৃত এক বছরের লাভ-লোকসান বিবরণীতে সুদের পরিমাণ কত? [চবি : ০৯-১০]

সামাধান : ১লা অক্টোবর হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় হলো মোট তিন মাস। অতএব বার্ষিক ৯% হারে ১০,০০০ টাকার তিন মাসের সুদ এ বছরের লাভ-লোকসান বিবরণীতে দেখাতে হবে- সুদ $= (১০,০০০ \times ৯\% \times \frac{৩}{১২})$ টাকা

$= ২২৫$ টাকা।

02. সান লি: এর কর পূর্ব নিট আয় টাঃ ২,৬৭,০০০ হিসাবে করের পরিমাণ টাঃ ৮৭,০০০ বণ্টনযোগ্য লভ্যাংশ টাঃ ৪৫,০০০ এবং টাঃ ৫০,০০০ সাধারণ সঞ্চিতি হিসাবে স্থানান্তর করলে, সংরক্ষিত আয় কত হবে? [ভাসানী : ১৩-১৪]

সমাধান : সংরক্ষিত আয় = (কর পূর্ব নিট আয় – করের পরিমাণ – বণ্টন যোগ্য লভ্যাংশ – সাধারণ সঞ্চিতি)

$= (২,৬৭,০০০ - ৮৭,০০০ - ৪৫,০০০ - ৫০,০০০) = ৮৫,০০০$ টাকা।

03. মুন কোম্পানি লি: এর কর পূর্ব আয় ৭,০০,০০০ ৳। কর ব্যয় ২,১০,০০০ ৳ এবং কর পরবর্তী আয় ৳ ৪,৯০,০০০। কোম্পানির শেয়ার সংখ্যা ১,০০,০০০ হলে শেয়ার প্রতি আয় কত হবে? [ভাসানী : ১৩-১৪]

সমাধান : শেয়ার প্রতি আয় $= \frac{\text{কর পরবর্তী আয়}}{\text{শেয়ার সংখ্যা}} = \frac{৪,৯০,০০০}{১,০০,০০০} = ৪.৯$ টাকা।

04. একটি কোম্পানির নিট লাভ ৭০,০০০ টাকা, প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ৬% অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন ৫,০০,০০০ টাকা এবং প্রতিটি ১০০ টাকা মূল্যের ১০,০০০ সাধারণ শেয়ার রয়েছে। শেয়ার প্রতি আয় কত টাকা? [হাজী দানেশ : ১৩-১৪]

সমাধান : শেয়ার প্রতি আয় বলতে সাধারণ শেয়ার প্রতি আয় বুঝায়।
সুতরাং সাধারণ শেয়ারের জন্য বণ্টনযোগ্য নিট আয়

$= \{(৭০,০০০ - (৫,০০,০০০ \times ৬\%)\}$ টাকা $= ৪০,০০০$ টাকা।

অতএব, সাধারণ শেয়ার প্রতি আয় $= \frac{\text{বণ্টনযোগ্য নিট আয়}}{\text{সাধারণ শেয়ার সংখ্যা}} = \frac{৪০,০০০}{১০,০০০} = ৪$ টাকা।

05. রহিম 'A' কোম্পানি ১০ টাকা মূল্যমানের শেয়ার ২০ টাকা প্রিমিয়ামসহ প্রতিটি ৩০ টাকা ৩,০০০ টাকার শেয়ার ক্রয় করেন। বছর শেষে কোম্পানি ১০% নগদ লভ্যাংশ প্রদান করলে রহিম মোট কত টাকা লভ্যাংশ পাবে? [বেরোবি : ১৩-১৪]

সমাধান : প্রকৃত শেয়ারের মূল্য নির্ণয় : শেয়ার সংখ্যা $= (৩,০০০ \div ৩০) = ১০০$টি

১০০ শেয়ারের প্রকৃত মূল্য $= (১০০ \times ১০) = ১,০০০$ টাকা।

১০% হারে ১০০০ টাকার লভ্যাংশ $= (১,০০০ \times ১০\%) = ১০০$ টাকা।

CamScanner

Part 5

অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. নিট স্বত্ব কী?
Ⓐ বহিঃদায় Ⓑ নিট লাভ
Ⓒ নিট ক্ষতি Ⓓ মূলধন
Ans D

02. শেয়ার অবহার কোন হিসাব?
Ⓐ সম্পদ Ⓑ দায়
Ⓒ আয় Ⓓ ব্যয়
Ans A

03. স্থায়িত্বের ক্রমানুসারে উদ্বৃত্তপত্রের দায় পাশে কোনটি প্রথমে বসবে?
Ⓐ প্রদেয় বিল Ⓑ ঋণপত্র
Ⓒ নিট মুনাফা Ⓓ মূলধন
Ans B

04. শেয়ার থেকে অর্জিত আয়কে বলা হয়-
Ⓐ সুদ Ⓑ লভ্যাংশ
Ⓒ মুনাফা Ⓓ আয়
Ans B

05. শেয়ার অবহার কী ধরনের সম্পত্তি?
Ⓐ স্থায়ী Ⓑ চলতি
Ⓒ অলীক Ⓓ অস্পর্শনীয়
Ans C

06. দায়কে প্রধানত ভাগ করা যায়-
Ⓐ দুই ভাগে Ⓑ চার ভাগে
Ⓒ সাত ভাগে Ⓓ ছয় ভাগে
Ans A

07. উদ্বৃত্তপত্রে সম্পত্তি ও দায় এবং মূলধন সাজানোর কয়টি নীতি রয়েছে-
Ⓐ ২টি Ⓑ ৪টি
Ⓒ ৩টি Ⓓ ৫টি
Ans C

08. ঋণপত্র কোম্পানির কোন ধরনের দায়?
Ⓐ চলতি Ⓑ স্বল্পমেয়াদি
Ⓒ বহিঃদায় Ⓓ অন্তঃদায়
Ans C

09. পরিপূরক তহবিল কী?
Ⓐ কোম্পানির নিট ক্ষতি Ⓑ শেয়ার অবহার
Ⓒ প্রাথমিক খরচ Ⓓ ট্রেডমার্ক
Ans A

10. উদ্বৃত্তপত্রে রিজার্ভ ফান্ডের মালিক হলো-
Ⓐ কোম্পানি Ⓑ পরিচালক
Ⓒ ব্যাংক Ⓓ শেয়ারহোল্ডার
Ans D

11. আয় বিবরণী থেকে জানা যায়-
Ⓐ মোট লাভ Ⓑ নিট আয় অথবা নিট ক্ষতি
Ⓒ মোট লাভ অথবা ক্ষতি Ⓓ নিট লাভ
Ans B

12. অর্থায়ন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে-
Ⓐ অবচয় Ⓑ জমি ক্রয়
Ⓒ শেয়ার ইস্যু Ⓓ A + B
Ans C

13. নিচের কোনটি একটি লিমিটেড কোম্পানির আয় বিবরণীর উপাদানও নয় খরচও নয়?
Ⓐ ঋণের সুদ Ⓑ লভ্যাংশ
Ⓒ নগর শুল্ক Ⓓ সুনামের অবলোপন
Ans B

14. নিচের কোনটি আর্থিক বিবরনীর অংশ নয়?
Ⓐ আয় বিবরণী Ⓑ সংরক্ষিত আয় বিবরণী
Ⓒ আর্থিক অবস্থার বিবরণী Ⓓ ঋণ পরিশোধ বিবরণী
Ans D

15. অগ্রিম খরচ একটি -
Ⓐ চলতি সম্পদ Ⓑ স্থায়ী সম্পদ
Ⓒ তরল সম্পদ Ⓓ অলীক সম্পদ
Ans A

16. কোনটি অস্পর্শনীয় সম্পত্তি?
Ⓐ প্রাপ্য নোট Ⓑ সুনাম
Ⓒ প্রাপ্য হিসাব Ⓓ বিনিয়োগ
Ans B

17. বিক্রয় ১,২০,০০০ টাকা; মোট মুনাফা ৪০,০০০ টাকা; বিক্রয় ফেরত ৮০০ টাকা; বিক্রয় বাট্টা ৪০০ টাকা; নিট মুনাফা ২৬,০০০ টাকা; নিট বিক্রয় কত হবে?
Ⓐ ৯৮,৮০০ টাকা Ⓑ ১,০১,২০০ টাকা
Ⓒ ১,১৮,৮০০ টাকা Ⓓ ১,১৯,২০০ টাকা
Ans C

18. কোম্পানির লভ্যাংশের যে অংশ এখনও কেউ দাবি করেনি , তাকে বলে-
Ⓐ চূড়ান্ত লভ্যাংশ Ⓑ ঘোষিত লভ্যাংশ
Ⓒ অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ Ⓓ দাবিহীন লভ্যাংশ
Ans D

19. বিক্রয়ের ওপর ভ্যাট কোন ধরনের দফা?
Ⓐ চলতি সম্পদ Ⓑ চলতি দায়
Ⓒ মুনাফাজাতীয় আয় Ⓓ সম্ভাব্য দায়
Ans B

20. নিচের কোনটি মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও প্রদান?
Ⓐ দায় ও ব্যয় Ⓑ দায় ও সম্পদ
Ⓒ আয় ও সম্পদ Ⓓ আয় এবং ব্যয়
Ans B

21. ১৫% ভ্যাটসহ ক্রয় ৬০,৫০০ টাকা , ক্রয় ফেরত ৩,০০০ টাকা হলে ক্রয় বাবদ প্রদত্ত ভ্যাটের পরিমাণ কত ?
Ⓐ ৭,০০০ টাকা Ⓑ ৭,৫০০ টাকা
Ⓒ ৮,৬২৫ টাকা Ⓓ ৯,০৭৫ টাকা
Ans B

22. করপূর্ব লাভের ওপর ১০% হারে কর প্রদান করা হয় । কর প্রদানের পরবর্তী নিট লাভ ৯,০০০ টাকা হলে করের পরিমাণ কত?
Ⓐ ৮১৮ টাকা Ⓑ ৯০০ টাকা
Ⓒ ৯০৯ টাকা Ⓓ ১,০০০ টাক
Ans D

23. কোনটি আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অসমন্বয়কৃত ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়?
Ⓐ শেয়ার অধিহার Ⓑ শেয়ার অবহার
Ⓒ শেয়ার মূলধন Ⓓ প্রতিপূরণ তহবিল
Ans B

24. চলতি বছরে মোট বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় ৬৫,০০০ টাকা এর দুই-পঞ্চমাংশ অবলোপন করা হলে বিলম্বিত বিজ্ঞাপনের পরিমাণ কত?
Ⓐ ১৩,০০০ টাকা Ⓑ ২৬,০০০ টাকা
Ⓒ ৩৯,০০০ টাকা Ⓓ ৫২,০০০ টাকা
Ans C

25. মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি ও প্রদান দ্বারা কী বোঝায়?
Ⓐ দায় ও ব্যয় Ⓑ দায় ও সম্পদ
Ⓒ আয় ও সম্পদ Ⓓ আয় ও ব্যয়
Ans B

26. বিজ্ঞাপন খরচের $\frac{১}{২}$ অংশ অবলোপন করা হলে (রেওয়ামিলে বিজ্ঞাপন ৪,০০০ টাকা) আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে বিজ্ঞাপনের জের কত টাকা দেখাতে হবে?
Ⓐ ১,০০০ টাকা Ⓑ ২,০০০ টাকা
Ⓒ ৩,০০০ টাকা Ⓓ ৪,০০০ টাকা
Ans B

27. বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়কে দেখানো হয়-
Ⓐ ব্যয় হিসাব
Ⓑ আয়ের ক্ষতি হিসাবে
Ⓒ আর্থিক অবস্থার বিবরণীকে স্থায়ী সম্পদের মধ্যে
Ⓓ আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে অসমন্বিত ব্যয়ের মধ্যে
Ans D

CamScanner

হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায় ৬

আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণী

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

✪ **আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের কৌশল :**

আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের কৌশল →
- উলম্ব বিশ্লেষণ (Vertical Analysis)
- অনুভূমিক বিশ্লেষণ (Horizontal Analysis)
- অনুপাত বিশ্লেষণ (Ratio Analysis)

✪ **আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের কৌশল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-**

ক. উলম্ব বিশ্লেষণ (Vertical Analysis) : এ কৌশলের অপর নাম- Common-size Analysis. এ কৌশল মোতাবেক একটি কোম্পানির আর্থিক বিবরণীর তথ্যসমূহ একটি ভিত্তি পরিমাণের (Base amount) তুলনায় কোনটি কত, তা শতকরা হারে (%) প্রকাশ করা হয়। যেমন : আয় বিবরণীর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি বিক্রয়ের তুলনায় বিক্রয় খরচ কত %, প্রশাসনিক খরচ কত % বা পরিচালন খরচ কত % ইত্যাদি।

খ. অনুভূমিক বিশ্লেষণ (Horizontal Analysis) : একই ব্যবসায়ের কয়েক বছরের আর্থিক বিবরণীর দফাসমূহকে বিশ্লেষণ করে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকিপ্রবণতা পরিমাপকে অনুভূমিক বিশ্লেষণ বলে। কয়েক বছরের আর্থিক অবস্থার বিবরণীর প্রতিটি দফাকে পাশাপাশি সাজিয়ে তুলনা করা হয়। একে Dynamic Analysis বা Trend Analysis হিসেবেও অভিহিত করা হয়।

গ. অনুপাত বিশ্লেষণ (Ratio Analysis) : অনুপাত হলো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত দুইটি চলকের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের সংখ্যাত্মক প্রকাশ।

✪ **অনুপাত বিশ্লেষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দফার আলোচনা :**

i. **কাল্পনিক বা ভুয়া সম্পত্তি :** প্রাথমিক খরচাবলি, শেয়ার অবহার, অবলেখকের দস্তুরি বা কমিশন লাভ-ক্ষতি হিসাবের ডেবিট ব্যালেন্স ইত্যাদির বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই এবং অর্থনৈতিক বা বিনিময় মূল্য নেই বলে এদেরকে কাল্পনিক বা ভুয়া সম্পত্তি বলে। বিনিয়োজিত মূলধন নির্ণয়ের সময় এই কাল্পনিক বা ভুয়া সম্পত্তিসমূহ/অসমন্বিত ব্যয়সমূহকে বাদ দিতে হবে।

ii. **মালিকানাস্বত্ব/তহবিল :** প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির উপর মালিকের দাবিকে মালিকানা তহবিল/মালিকানাস্বত্ব বলে। কাল্পনিক/ভুয়া সম্পত্তি ও অস্পর্শনীয় সম্পত্তি ব্যতীত মোট সম্পত্তি হতে সকল বহির্দায় বাদ দিয়ে প্রাপ্ত মূল্যই মালিকানা তহবিল। অন্যভাবে, সাধারণ শেয়ার মূলধন, অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন, বিভিন্ন সঞ্চিতি তহবিল (যেমন- সাধারণ সঞ্চিতি, সিংকিং ফান্ড ইত্যাদি) সকল অবণ্টিত মুনাফা যোগ করে এবং যোগফল হতে কাল্পনিক/ভুয়া সম্পত্তি ও অস্পর্শনীয় সম্পত্তি বাদ দিয়ে মালিকানা তহবিল নির্ণয় করা যায়।

iii. **সাধারণ শেয়ার মালিকানা তহবিল/স্বত্ব :** মালিকানা তহবিল জানা থাকলে মালিকানা তহবিল হতে অগ্রাধিকার শেয়ার মূল্য বাদ দিলে সাধারণ শেয়ার মালিকানা তহবিল/স্বত্ব পাওয়া যাবে। মূলধন গিয়ারিং অনুপাত (Capital gearing ratio) নির্ণয় করার সময় সাধারণ শেয়ার মালিকানা তহবিল দফাটি প্রয়োজন হবে।

iv. **মোট বহির্দায় :** প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি বহির্দায় ও চলতি বহির্দায়ের যোগফলকে মোট বহির্দায় বলে।

v. **স্থির খরচযুক্ত তহবিল :** নির্দিষ্ট সুদ হারের ঋণ ঋণপত্র এবং অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধনকে যোগ করলে স্থির খরচযুক্ত তহবিল পাওয়া যায়। এই দফাসমূহের খরচ স্থির থাকে বলে এদের যোগফলকে স্থির খরচযুক্ত তহবিল বলে। মূলধন গিয়ারিং অনুপাত (Capital gearing ratio) নির্ণয়ের সময় স্থির খরচযুক্ত তহবিল প্রয়োজন হয়।

vi. **বিনিয়োজিত মূলধন :** শেয়ার মূলধন ও দীর্ঘমেয়াদি দায়ের যোগফলই বিনিয়োজিত মূলধন। অন্যদিকে, মোট সম্পত্তি হতে চলতি দায় বাদ দিয়েও বিনিয়োজিত মূলধন পাওয়া যায়। তবে উভয়ক্ষেত্রেই অস্পর্শনীয় সম্পত্তিসমূহ ও ভুয়া/ কাল্পনিক সম্পত্তিসমূহ বাদ দিতে হবে।

vii. **বিক্রীত পণ্যের ব্যয় :** যে সমস্ত পণ্য বিক্রি হয়েছে তার ক্রয়মূল্য বা উৎপাদন ব্যয় ও প্রক্রিয়াজাত সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ের সমষ্টি হলো বিক্রীত পণ্যের ব্যয়। যেমন: বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = নিট বিক্রয়মূল্য- মোট লাভ।

viii. **মোট লাভ/ মুনাফা :** নিট বিক্রয় হতে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দিয়ে মোট লাভ নির্ণয় করা যায়। মোট লাভ = নিট বিক্রয় - বিক্রীত পণ্যের ব্যয়।

ix. **নিট লাভ/ মুনাফা :** নিট মুনাফার দুটি অংশ। কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফা এবং কর পরবর্তী নিট মুনাফা। নিট মুনাফা হতে আয়কর/আয়কর সঞ্চিতি বাদ দিয়ে কর পরবর্তী নিট মুনাফা নির্ণয় করা হয়। আর আয়কর/ আয়কর সঞ্চিতি চার্জ করার পূর্বের মুনাফাকে কর পূর্ববর্তী নিট মুনাফা বলে।

✪ **হিসাব সংক্রান্ত অনুপাত বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তাসমূহ :**

i. ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে ব্যবস্থাপককে তথ্য প্রদান।
ii. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (Cost control).
iii. অপচয় রোধ।
iv. ব্যবসায়ের আর্থিক সচ্ছলতা নির্ধারণ।
v. ব্যবসায়ের উন্নতি-অবনতি অনুধাবন।

✪ **কার্যদক্ষতার অনুপাতসমূহ :**

১. গড় আদায় সময়।
২. প্রাপ্য হিসাব আবর্তন অনুপাত।
৩. পাওনাদার আবর্তন অনুপাত।
৪. মজুদ আবর্তন অনুপাত।
৫. সম্পত্তি আবর্তন অনুপাত।

✪ **তারল্য অনুপাতসমূহ :** প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদি দায় পরিশোধ ক্ষমতা এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় নগদ অর্থের প্রাপ্যতা যাচাই করার জন্য তারল্য অনুপাতসমূহ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। স্বল্পমেয়াদে ঋণদাতা যেমন- ব্যাংক এবং সরবরাহকারীগণ (পাওনাদার) সাধারণত প্রতিষ্ঠানের তরলতা সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের তরলতা যাচাইয়ের জন্য নিম্নের অনুপাতসমূহ ব্যবহার করা হয় :

১. চলতি অনুপাত।
২. এসিড -টেস্ট (ত্বরিত) অনুপাত/ দ্রুতি অনুপাত।
৩. চলতি মূলধন/কার্যকরী মূলধন অনুপাত/নিট চলতি সম্পত্তি অনুপাত।

✪ **আর্থিক বিবরণীসমূহ বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতাসমূহ :**

i. অনুমানের ব্যবহার।
ii. ক্রয় মূল্যের ব্যবহার।
iii. বিকল্প হিসাব নিকাশ পদ্ধতির ব্যবহার।
iv. প্রতিরূপক উপাত্ত।
v. প্রতিষ্ঠানের বহুমুখিতা।

CS CamScanner

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- অনুপাত : পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি বিষয়ের পারস্পরিক তুলনার সংখ্যাত্মক পরিমাপকে- **অনুপাত বলে।**
- আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ উপস্থাপন করার কৌশল বা পদ্ধতি - **৩ প্রকার।**
- দীর্ঘমেয়াদি সচ্ছলতা, মূলধন কাঠামো এবং লাভজনক অবস্থা নির্ণয়ের জন্য তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করাকে - **অনুপাত বিশ্লেষণ বলে।**
- আর্থিক অবস্থা বিবরণী বিশ্লেষণের প্রাথমিক পর্যায় - **অনুপাত বিশ্লেষণ।**
- আর্থিক অবস্থা বিবরণী বিষয়ক অনুপাতের প্রয়োজনীয় উপাদান- আর্থিক অবস্থার বিবরণী থেকে পাওয়া যায়।
- মূলধন গিয়ারিং অনুপাত - আর্থিক অবস্থা বিবরণী বিষয়ক অনুপাত।
- **প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য** - বিশদ আয় বিবরণী বিষয়ক অনুপাত **করা হয়।**
- মজুত পণ্যের আবর্তন অনুপাত - বিশদ আয় বিবরণী বিষয়ক অনুপাত।
- সুদ কভারেজ অনুপাত - মূলধন কাঠামো অনুপাত।
- চলতি দায় পরিশোধের সর্বোচ্চ সময় - **১ বছর।**
- প্রস্তাবিত ঘোষণাকৃত লভ্যাংশ - **চলতি দায়।**
- ঋণকৃত তহবিলকে - বহির্দায় নামে বলা যায়?
- নিট মুনাফার হার নির্ণয়ে নিট মুনাফাকে ভাগ করা হয় - **নিট বিক্রয় দ্বারা।**
- আর্থিক অবস্থা বিবরণী থেকে ব্যবসায়ের- ফলাফল ও আর্থিক অবস্থার ধারণা পাওয়া যায়।
- আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের প্রধান উদ্দেশ্য- **ব্যবস্থাপনাকে সিদ্ধান্তগ্রহণে সহায়তা করা।**
- সময়মতো চলতি দায় পরিশোধ করতে পারলে **সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়** - প্রতিষ্ঠানের তারল্য।
- চলতি অনুপাতের পরিমাণ যত বেশি হবে, তত বেশি হবে - **চলতি মূলধন।**
- স্বল্পমেয়াদি ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা অনুপাত বলা হয় - **চলতি অনুপাতকে।**
- চলতি সম্পদকে নগদ অর্থে রূপান্তর করতে হলে অপেক্ষা করতে হয়- **একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।**
- চলতি অনুপাত আদর্শ অনুপাতের চেয়ে বেশি হওয়া - **কাম্য নয়।**
- সাধারণত মোট দেনাদারের নিকট হতে প্রাপ্য টাকা ও অনাদায়ী পাওনার অনুপাতের আদর্শ গড় মান - **৫%-১০%।**
- সাধারণ শেয়ার মালিকদের মূলধন এবং স্থির খরচযুক্ত ঋণের মাত্রা নির্ণয়ের জন্য মূলধন- **গিয়ারিং অনুপাত নির্ণয় করা হয়।**
- বিক্রয় হারের সাথে বিক্রয় ও বণ্টন-সংক্রান্ত ব্যয়ের সম্পর্ক বিক্রয় ও বণ্টন ব্যয় অনুপাত দ্বারা জানা যায়।
- গড় সংগ্রহ সময়ে ৩৬৫ দিন/৫২ সপ্তাহ/১২ মাসকে ভাগ করা হয়ে থাকে - দেনাদার আবর্তন অনুপাত দ্বারা।
- **কার্যকরী মূলধন /চলতি মূলধন :** প্রতিষ্ঠানের যে পরিমাণ চলতি সম্পদ আছে তার দ্বারা চলতি দায় মিটানোর সামর্থ্যকে কার্যকরী মূলধন বলে।
- **দায়-মালিকানা অনুপাত (Debt Equity Ratio) :** যে অনুপাত দ্বারা বহির্দায় ও শেয়ার মালিকদের তহবিলের মধ্যকার সম্পর্কে নির্দেশ করে তাকে দায় মালিকানা অনুপাত বলে।

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. চলতি দায় পরিশোধের সর্বোচ্চ সময় কত?
Ⓐ ৬ মাস Ⓑ ১ বছর Ⓒ ২ বছর Ⓓ ৩ বছর **Ans B**

02. প্রস্তাবিত ঘোষণাকৃত লভ্যাংশ কী?
Ⓐ চলতিদায় Ⓑ চলতিসম্পদ Ⓒ ত্বরিতদায় Ⓓ ত্বরিতসম্পদ **Ans A**

03. চলতি অনুপাত আদর্শ অনুপাতের চেয়ে বেশি হওয়া–
Ⓐ কাম্য Ⓑ অত্যাবশ্যক Ⓒ কাম্য নয় Ⓓ প্রয়োজন **Ans C**

04. তারল্যতা ও মুনাফাযোগ্যতার সম্পর্ক -
Ⓐ ধনাত্মক Ⓑ শূন্য Ⓒ ঋণাত্মক Ⓓ A+B **Ans C**

05. 'Capital Gearing' অনুপাতের আর্দশ মান কত?
Ⓐ ১ : ২ Ⓑ ১ : ১ Ⓒ ২ : ১ Ⓓ ১ : ৩ **Ans A**

06. সচ্ছলতা নির্দেশক অনুপাত কোনটি?
Ⓐ চলতি Ⓑ প্রান্তিক Ⓒ দ্রুত Ⓓ B + C **Ans A**

07. তরল অনুপাতের আদর্শমান কোনটি?
Ⓐ ২ : ১ Ⓑ ১ : ২ Ⓒ ১ : ১.৫ Ⓓ ১ : ১ **Ans D**

08. নিচের কোনটি চলতি সম্পদ?
Ⓐ দেনাদার Ⓑ সুনাম Ⓒ আসবাবপত্র Ⓓ ট্রেডমার্ক **Ans A**

09. চলতি অনুপাতের আদর্শ মান কত?
Ⓐ ১ : ১ Ⓑ ১ : ২ Ⓒ ৩ : ১ Ⓓ ২ : ১ **Ans D**

10. কোনটি অস্পর্শনীয় সম্পদ নয়?
Ⓐ সুনাম Ⓑ প্যাটেন্ট Ⓒ বিনিয়োগ Ⓓ ট্রেডমার্ক **Ans C**

11. কোম্পানি আইন অনুযায়ী আর্থিক বিবরণীর উপাদান কয়টি?
Ⓐ ২টি Ⓑ ৩টি Ⓒ ৪টি Ⓓ ৫টি **Ans D**

12. চলতি সম্পদ ২,১৬,০০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত ৩ : ১ চলতি দায় কত টাকা?
Ⓐ ২,১৬,০০০ টাকা Ⓑ ১.০৮,০০০ টাকা Ⓒ ৭২,০০০ টাকা Ⓓ ৫৪,০০০ টাকা **Ans C**

13. উপার্জন ক্ষমতা অনুপাত কোনটি?
Ⓐ চলতি অনুপাত Ⓑ তারল্য অনুপাত Ⓒ নিট লাভ অনুপাত Ⓓ দেনাদার আবর্ত অনুপাত **Ans C**

14. যদি চলতি বা কার্যকরী মূলধন ৮৬,০০০ টাকা এবং চলতি অনুপাত ৫ঃ৩ হয় মোট চলতি সম্পদের পরিমাণ কত?
Ⓐ ৬৩,০০০ টাকা Ⓑ ২,১৫,০০০ টাকা Ⓒ ২,৫৮,০০০ টাকা Ⓓ ৪,৩০,০০০ টাকা **Ans B**

15. কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ তরল সম্পদ হলো-
Ⓐ নগদ উদ্বৃত্ত Ⓑ মজুত পণ্য Ⓒ প্রাপ্য হিসাব Ⓓ প্রাপ্য নোটস **Ans A**

16. পারস্পরিক তুলনাযোগ্য দুটি ঘটনার সংখ্যাত্মক প্রকাশকে কী বলে?
Ⓐ ব্যবসায় বিশ্লেষণ Ⓑ হিসাব বিশ্লেষণ Ⓒ অনুপাত বিশ্লেষণ Ⓓ মুনাফা বিশ্লেষণ **Ans C**

17. মজুত আবর্তন অনুপাত কোন ধরনের অনুপাত?
Ⓐ সচ্ছলতা Ⓑ তারল্যতা Ⓒ পরিচালন দক্ষতা Ⓓ মুনাফা অর্জন দক্ষতা **Ans B**

18. এককে সমচ্ছেদ বিন্দু নির্ণয়ের সূত্র নিচের কোনটি?
Ⓐ $\frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{লভ্যাংশ অনুপাত}}$ Ⓑ $\frac{\text{দত্তাংশ}}{\text{বিক্রয়}}$ Ⓒ $\frac{\text{মুনাফা}}{\text{একক প্রতি দত্তাংশ}}$ Ⓓ $\frac{\text{স্থায়ী ব্যয়}}{\text{একক প্রতি দত্তাংশ}}$ **Ans D**

19. চলতি সম্পদ - মজুত পণ্য - অগ্রিম খরচ = কী?
Ⓐ তরল সম্পদ Ⓑ অলীক সম্পদ Ⓒ স্থায়ী সম্পদ Ⓓ অস্পর্শনীয় সম্পদ **Ans A**

CamScanner

হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায় ৭ উৎপাদন ব্যয় হিসাব

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **ব্যয় একক :** ব্যয় একক হচ্ছে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার ব্যয় নির্ণয়ের জন্য পণ্য ও সেবার সুবিধাজনক ক্ষুদ্রতম বিভক্তিকরণ বা সংখ্যাত্মক প্রকাশ। যেমন : ব্যয় নির্ধারণে উৎপাদনকে বস্তুগত পরিমাপ সংখ্যা, ওজন, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি।
- **ব্যয় কেন্দ্র :** ব্যয় কেন্দ্র হলো একটি স্থান ব্যক্তি বা যন্ত্র (বা এদের দল) যাদের সঙ্গে জড়িত ব্যয়গুলো নিরূপণ করা হয় এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।
- **মুনাফা কেন্দ্র :** প্রতিষ্ঠানের যে কেন্দ্রে আয় ও ব্যয় নির্ণয় করে থাকে তাকে মুনাফা কেন্দ্র বলা হয়। মুনাফা কেন্দ্রে একাধিক ব্যয় কেন্দ্র থাকে।
- **বিনিয়োগ কেন্দ্র :** যে বিভাগে বিনিয়োগের পরিমাণ পৃথকভাবে নিরূপণ করা হয়।
  - ➡ বিনিয়োগের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করে।
  - ➡ বিনিয়োগের উপর মুনাফার পরিমাণ নির্ধারণ করে।
- **উৎপাদন ব্যয় বিবরণীতে যে সমস্ত দফা দেখানো হয় না :** ঋণের প্রদত্ত সুদ, মূলধনের সুদ, ঋণপত্রের সুদ, ব্যাংক জমাতিরিক্তের সুদ, সুনামের অবলোপন, শেয়ার অবহারের অবলোপন, শেয়ার দালালির অবলোপন, অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি, দেনাদার বাট্টা সঞ্চিতি, আয়কর প্রদান, লভ্যাংশ প্রদান, সম্পত্তির বিক্রয় ক্ষতি, বাট্টা প্রাপ্তি, সুদ প্রাপ্তি, ভাড়া প্রাপ্তি, লভ্যাংশ প্রাপ্তি, কমিশন প্রাপ্তি, অনুদান প্রাপ্তি, সম্পত্তির বিক্রয় মুনাফা, দান।
- **দরপত্র/টেন্ডার (Tender/Quotation)**- উদ্যোক্তা, ভোক্তা অথবা গ্রাহক অন্যের মাধ্যমে পণ্য সামগ্রী সংগ্রহ বা কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য বা কার্য সম্পাদনে ব্যয়ের পরিমাণ চেয়ে সম্ভাব্য পণ্য সরবরাহকারী বা ঠিকাদারের নিকট পত্রিকা বা অন্য কোনো প্রচার মাধ্যমে যে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে থাকে, তাকে টেন্ডার বা দরপত্র বলা হয়।
- **দরপত্র/টেন্ডারের শ্রেণিবিভাগ-**
  - ➡ ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে- ক.অভ্যন্তরীণ দরপত্র খ. আন্তর্জাতিক দরপত্র।
  - ➡ অংশগ্রহণের সুযোগের দৃষ্টিকোণ হতে-

  i. **একক দরপত্র** - নির্দিষ্ট কোনো সরবরাহকারীর নিকট হতে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য চাওয়া হয়।

  ii. **সীমিত দরপত্র** – তালিকাভুক্ত অনুমোদিত সীমিত সংখ্যক সরবরাহকারীদের নিকট হতে পণ্য বা সেবা ক্রয়ের জন্য চাওয়া হয়।

  iii. **উন্মুক্ত দরপত্র** – সকলের জন্য উন্মুক্ত (সরবরাহকারী/ঠিকাদার)।
- **টেন্ডার/দরপত্র বিবরণী-**

  i. সরবরাহকারী বা ঠিকাদার কর্তৃক চুক্তির ভিত্তিতে পণ্য সামগ্রী বা সেবা কর্ম সরবরাহ অথবা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে উক্ত কাজের উপাদান ভিত্তিক সকল আনুমানিক ব্যয় এবং মুনাফা প্রদর্শন পূর্বক যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয়, তাকে টেন্ডার/দরপত্র বিবরণী বলে।

  ii. টেন্ডার বা দরপত্রের দুটো অংশ থাকে। যথা : ক. সাধারণ উৎপাদন ব্যয় বিবরণী ও খ. টেন্ডার বা দরপত্র ব্যয় বিবরণী।
  - ➡ ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার বলতে বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার বুঝায়।
  - ➡ বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার বলতে– **নিট বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার বুঝায়।**
  - ➡ ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার শুধু বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্যের উপরই ব্যবহার করা যাবে।
  - ➡ বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার শুধু নিট বিক্রয়মূল্যের উপরই ব্যবহার করা যাবে।
  - ➡ বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্য/বিক্রীত পণ্যের ব্যয়/উৎপাদন মূল্য/অর্জনমূল্য।
  - ➡ প্রান্তিক মুনাফার হার বা মার্জিন বলতে– **নিট বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার বুঝায়।**
  - ➡ Mark up বলতে বিক্রীত পণ্যের ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার বুঝায়।
  - ➡ মূল্য ও মুনাফার হার এককে হলে গুণ করতে হবে।
  - ➡ মূল্য ও মুনাফার হার ভিন্ন এককে হলে ভাগ করতে হবে।
  - ➡ ক্রয়মূল্যের উপর ক্ষতির হারের চেয়ে– **বিক্রয়মূল্যের উপর ক্ষতির হার বেশি হয়।**
  - ➡ ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হারের চেয়ে বিক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার কম হয়।
- L.C.M. (lower cost of market) প্রয়োগ করা হয় (মজুত পণ্যের প্রতিটি দফায়, মজুত পণ্যের শ্রেণিতে, মোট মজুত পণ্যে) মজুত পণ্য মূল্যায়নে।
  - ➡ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – সমাপনী মজুত পণ্য।
  - ➡ সমাপনী মজুত পণ্য = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় – বিক্রীত পণ্যের ব্যয়।
  - ➡ প্রারম্ভিক মুজত পণ্য = বিক্রীত পণ্যের ব্যয় + সমাপনী মজুত পণ্য – ক্রীতপণ্যের ব্যয়
  - ➡ বিক্রীত পণ্যের সংখ্যা/বিক্রয় একক = প্রারম্ভিক একক + চলতি সময় উৎপাদন একক – সমাপনী মজুত একক।
  - ➡ বিক্রীত পণ্যের ব্যয় = বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ক্রয়মূল্য – সমাপনী মজুত পণ্য
- **উৎপাদনব্যয় হিসাবের উদ্দেশ্যাবলি :** উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের প্রধানতম উদ্দেশ্য হলো ব্যয় নিয়ন্ত্রণ (Cost control)। অন্যান্য উদ্দেশ্য–

  i. মূল্য নির্ধারণ (Price determination).

  ii. ব্যয় নিরূপণ (Cost determination).

  iii. মুনাফা নির্ণয় (Determining profit).

  iv. পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন (Create and execute plans and Budget).

  v. উপযুক্ত ও বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Choosing alternatives).

  vi. ব্যবস্থাপনা বিভাগকে তথ্য সরবরাহ করা হয় (provide management with information).

CamScanner

◈ **উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ (Elementwise Classification) :** উৎপাদন ব্যয়ের মোট উপাদানকে মৌলিক তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
i. কাঁচামাল ii. শ্রম বা মজুরি iii. উপরি ব্যয় বা অন্যান্য ব্যয়।

কাঁচামাল (Raw Materials)	➦ কাঁচামাল বলতে এখানে পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রদত্ত কাঁচামাল বাবদ ব্যয়কে বোঝায়। ➦ কাঁচামাল দুই প্রকার। যথা : (ক) প্রত্যক্ষ কাঁচামাল (খ) পরোক্ষ কাঁচামাল। ➦ **প্রত্যক্ষ কাঁচামাল** - যে সব উপকরণ হতে বিক্রয়যোগ্য সমাপ্ত পণ্য তৈরি হয় এবং তৈরি পণ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে চিহ্নিত করা যায় তাকে কাঁচামাল বলে। উৎপাদনকারীকে তৈরি পণ্য বিবেচনা করেই কাঁচামাল ক্রয় করতে হয়। যেমন : আসবাবপত্র উৎপাদনকারীর নিকট চেরাই কাঠ ; দালানকোঠা নির্মাণকারীর নিকট ইট, সিমেন্ট, বালি, রড় ও খোয়া; সুতা উৎপাদনকারীর নিকট তুলা; গার্মেন্টস্ শিল্পে ছিটথান কাপড়; মৎস উৎপাদনকারীর নিকট রেণু মাছ কাঁচামাল ইত্যাদি। ➦ **পরোক্ষ কাঁচামাল** - যে সমস্ত মাল পণ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত নয় বা তৈরি পণ্যের মধ্য হতে সহজেই চিহ্নিত বা পরিমাপ করা যায় না তাকে পরোক্ষ কাঁচামাল বলে। পরোক্ষ কাঁচামালের ব্যয়কে কারখানার উপরি ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন : আসবাবপত্র তৈরির জন্য আটা, তারকাটা ক্রয়। পোশাক তৈরির জন্য বকরম, বোতাম, সুতা ক্রয়। মেশিন পরিচালনার জন্য জ্বালানি ক্রয় ইত্যাদি। মেশিনের লুব্রিকেন্ট অয়েল।
শ্রম বা মজুরি (Labour or wages)	➦ উৎপাদনের বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে প্রাপ্ত শ্রম বা সেবার বিনিময়মূল্যই হলো শ্রম। ➦ **প্রত্যক্ষ শ্রম** - উৎপাদনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত শ্রমিকের মজুরিকে প্রত্যক্ষ শ্রম বা প্রত্যক্ষ মজুরি বলে। যেমন : পাটকল শ্রমিকের মজুরি, গার্মেন্টস্ শিল্পের শ্রমিকের মজুরি, আসবাবপত্র তৈরির মিস্ত্রির মজুরি, দালান নির্মাণে শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি। ➦ **পরোক্ষ শ্রম** - যেসব শ্রমিক/কর্মচারী উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত নয় তাদের প্রদত্ত মজুরিকে প্ররোক্ষ মজুরি বলে। যেমন : কারখানার ফোরম্যান এর বেতন, সুপারভাইজার এর বেতন, মেরামত, শিফট-ইন-চার্জ ম্যান এর বেতন ইত্যাদি। পরোক্ষ মজুরি কারখানার উপারিব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
উপরিব্যয় বা অন্যান্য ব্যয় (Over head or other cost)	➦ কাঁচামাল ও শ্রম ব্যতীত অন্যান্য যত খরচ আছে তা অন্যান্য খরচের অন্তর্ভুক্ত। ➦ **প্রত্যক্ষ অন্যান্য খরচ** - প্রত্যক্ষ কাঁচামাল ও প্রত্যক্ষ মজুরি ব্যয় ছাড়া যে সব ব্যয় সরাসরি উৎপাদন ব্যয়ের সাথে জড়িত বা সরাসরি উৎপাদন কেন্দ্রে বিভাজনযোগ্য ঐ সব ব্যয়কে প্রত্যক্ষ খরচ বা আরোপণযোগ্য খরচ বলে। যেমন : স্বত্বভাড়া, উৎপাদন শুল্ক, নকশা খরচ, স্থপতির ফিস্ ইত্যাদি। ➦ **পরোক্ষ অন্যান্য খরচ** → এ পরোক্ষ ব্যয়কে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথা : (ক) কারখানা উপরিব্যয় (Factory Overhead), (খ) অফিস ও প্রশাসনিক উপরিব্যয় (Office & Administrative Overhead) এবং (গ) বিক্রয় ও বন্টন উপরিব্যয় (Selling and Distribution Overhead)।

◈ **উৎপাদন ব্যয়ের কার্যভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস (Functionwise Classification) :**

উৎপাদন ব্যয়	➦ উৎপাদন ব্যয় হলো প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি ও কারখানা উপরিব্যয়ের যোগফল। ➦ কারখানার উপরিব্যয় - যে সব খরচ কারখানা সংক্রান্ত যা সরাসরি উৎপাদন ব্যয় একক বা উৎপাদন ব্যয় কেন্দ্রে বিভাজনযোগ্য না হলেও তাদের মধ্যে বন্টনযোগ্য এবং তাদের দ্বারা বিশোষণযোগ্য এসব ব্যয়কে কারখানার উপরিব্যয় বলে। কারখানা সংক্রান্ত সকল প্রকার মুনাফাজাতীয় খরচ বা ক্ষতি কারখানার উপরিব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন : কলকজার অবচয়, কারখানার আসবাবপত্রের মেরামত, জ্বালানি খরচ, তাপ ও শক্তি, পরোক্ষ মজুরি, পরোক্ষ মাল ইত্যাদি।
বাণিজ্যিক ব্যয়সমূহ	➦ কোনো উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যতীত যাবতীয় ব্যয় এর অন্তর্ভুক্ত। প্রশাসনিক ব্যয় ও বাজারজাতকরণ ব্যয় এই ব্যয়ের আওতাধীন। নিম্নে বাণিজ্যিক ব্যয়সমূহ আলোচনা করা হলো : ▪ <u>অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয়ের অন্তর্গত উপাদানসমূহ হলো :</u> অফিস কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন, ব্যবস্থাপনা কার্যে নিযুক্ত পরিচালকদের সম্মানি, অফিস ভাড়া ও অফিস খরচাবলি, কর, অভিকর, খাজনা, পানি, বিদ্যুৎ, ছাপা ও মনিহারি, ডাক ও তার খরচ, নিরীক্ষা ফি ও আইনি খরচ, অফিস দালানকোঠা ও আসবাবপত্রের অবচয়, অনাদায়ী দেনা (কু-ঋণ), যাবতীয় প্রশাসনিক খরচ এবং এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সকল খরচ। ▪ <u>বিক্রয় বা বাজারজাতকরণ ব্যয়ের অন্তর্গত উপাদানসমূহ হলো :</u> বিক্রয় কর্মকর্তার বেতন ও কমিশন, বিক্রয় প্রতিনিধির বেতন, কমিশন ও ভ্রমণ খরচ, বিজ্ঞাপন খরচ, শোরুম ভাড়া, বিক্রয় পরিবহন, জাহাজ ভাড়া, প্যাকিং খরচ, বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচাবলি এবং বাজারজাতকরণ বিভাগ ও শাখার সকল খরচাবলি। <u>নোট</u> : বাণিজ্যিক ব্যয় = অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয় + বিক্রয় ব্যয়

◈ **উৎপাদন ব্যয়ের প্রকৃতিভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস (Behaviourwise Classification) :**

পরিবর্তনশীল ব্যয়	➦ উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে যে ব্যয় একক প্রতি পরিবর্তিত হয় না কিন্তু মোট ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হয় তাকে বলা হয় পরিবর্তনশীল ব্যয় বা চলক ব্যয়। উৎপাদিত পণ্যের সংখ্যার অনুপাতে এ সকল ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যেমন: ব্যবহৃত কাঁচামাল, বিক্রয় কমিশন, মজুরি প্রভৃতি।
স্থির/স্থায়ী ব্যয়	➦ উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাস করলে যে ব্যয় একক প্রতি পরিবর্তনশীল ও মোট পরিমাণ পরিবর্তন হয় না তাকে বলা হয় স্থির বা স্থায়ী ব্যয়। এই সকল ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রায় স্থির বা অনড় থাকে। যেমন : কারখানা ভাড়া বা অফিস ভাড়া, কর্মকর্তাদের বেতন প্রভৃতি।
আধা-পরিবর্তনশীল বা আধা স্থায়ী ব্যয়	➦ যে সকল ব্যয় একটা নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত স্থির থাকে এবং পরবর্তীতে উৎপাদন বা কার্যাবলি বৃদ্ধির সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে, তাকে আধা-পরিবর্তনশীল বা আধা-স্থায়ী ব্যয় বলে। যেমন: বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল ইত্যাদি।

CamScanner

উৎপাদন ব্যয় বিবরণী

বিবরণ	পরিমাণ টাকা	পরিমাণ টাকা
কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুত (Raw Materials-Beginning)	****	
(+) কাঁচামাল ক্রয় (Raw Materials purchased)	****	
(+) জাহাজ ভাড়া/আন্তঃপরিবহন/শুল্ক (Freight/Transportation-in/Duty)	****	
ব্যবহারযোগ্য কাঁচামালের ব্যয় (Cost of Raw Materials Available for Use)	****	
(-) কাঁচামালের সমাপনী মজুত (Raw Materials-Ending)	****	
ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় (Raw materials consumed)		****
(+) প্রত্যক্ষ শ্রম (Direct Labour)		****
(+) অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ (Other Direct Expenses)		****
মুখ্য ব্যয় (Prime Cost)		****
(+) কারখানা উপরি ব্যয় (Factory Overhead)		****
উৎপাদন ব্যয়/কারখানা ব্যয় (Manufacturing/Production/Factory Cost)		****
(+) প্রারম্ভিক চলতি কার্য (Work-in-Process-Beginning)		****
(-) সমাপনী চলতি কার্য (Work-in-Process-Ending)		****
উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন ব্যয় (Cost of Production/Cost of Goods Manufacturing)		****
(+) প্রারম্ভিক সমাপ্ত পণ্য (Finished Goods-Beginning)		****
বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় (Cost of Goods Available for Sale)		****
(-) সমাপনী সমাপ্ত পণ্য (Finished Goods-Ending)		****
বিক্রীত পণ্যের ব্যয় (Cost of Goods Sold)		****
(+) বাণিজ্যিক ব্যয়সমূহ : (Commercial Expenses)		
অফিস ও প্রশাসনিক ব্যয় (Administrative Expenses)	****	
বাজারজাতকরণ ব্যয় (Marketing Expenses)	****	****
বিক্রয় ব্যয়/মোট ব্যয় (Cost of Sales/Total cost)		****
(+/-) মুনাফা/ক্ষতি (Profit/Loss)		****/(****)
বিক্রয় (Sales)		****

◈ **বেতন ও মজুরি :**

➦ **বেতন (Salary)** → কর্মকর্তা কর্মচারীকে তাদের মানসিক শ্রমের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর (মাসিক) নিয়োগ কর্তা কর্তৃক যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাই বেতন। এটি উৎপাদনের সাথে পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত।

➦ **মজুরি (wages)** → কারখানার শ্রমিকদের শারীরিক শ্রমের বিনিময়ে প্রত্যহ বা সাপ্তাহিক যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাই মজুরি। এটি উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত।

◈ **বেতন ও মজুরির উপাদান :** i. মূলবেতন/মজুরি, ii. মহার্ঘ ভাতা, iii. অতিরিক্ত সময়ের মজুরি, iv. বোনাস, v. অন্যান্য ভাতা ও সুবিধা : a. বাড়িভাড়া ভাতা, b. যানবাহন ভাতা, c. চিকিৎসা ভাতা, d. আপ্যায়ন ভাতা, e. শিক্ষা ভাতা, f. বিশেষ ভাতা ইত্যাদি

◈ **বেতন ও মজুরি হতে কর্তনসমূহ :**

i. প্রভিডেন্ট ফান্ডের চাঁদা
ii. আয়কর
iii. গ্রুপবিমার প্রিমিয়াম
iv. অগ্রিম বেতন
v. গৃহনির্মাণ/অন্যকোনো ঋণ
vi. শ্রমিক সংঘের প্রাপ্য
vii. কল্যাণ তহবিলের প্রাপ্য।

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- উৎপাদন ব্যয় হিসাবের মুখ্য/প্রধান উদ্দেশ্য হল - **উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ।**
- উৎপাদান ব্যয়ের অন্যান্য উদ্দেশ্য হল - **√ব্যয় নির্ধারণ √বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ √ব্যয় ব্যবস্থাপনা √ব্যয় পরিচালনা ইত্যাদি।**
- প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, বিক্রয় কমিশন, প্রত্যক্ষ মজুরি ইত্যাদি- **একটি পরিবর্তনশীল ব্যয়।**
- কর্মচারীদের প্রণোদিতকরণ/প্রেষণা প্রদান উৎপাদন ব্যয় হিসাবের - **প্রত্যক্ষ সুবিধা নয়।**
- উৎপাদন ব্যয় হিসাবের প্রত্যক্ষ সুবিধা হল - **সমাপনি মজুদ মূল্যায়ণ, অ-লাভজনক পণ্য চিহ্নিতকরণ, ভবিষ্যত পরিকল্পনা কর্ম মূল্যায়ন ইত্যাদি।**
- মুখ্য ব্যয়ের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত থাকে- **প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ মজুরি এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ।**
- উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে - **মুখ্য ব্যয় ও কারখানা উপরিব্যয়।**
- মোট ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে - **উৎপাদন ব্যয় এবং বাণিজ্যিক ব্যয় (অফিস ও প্রসাশনিক উপরিব্যয় এবং বিক্রয় ও বন্টন উপরিব্যয়)।**
- কারখানা/উৎপাদন উপরিব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে - **সকল প্রকার উৎপাদন সংক্রান্ত পরোক্ষ খরচ।**
- সকল প্রত্যক্ষ খরচ অর্ন্তভুক্ত থাকে - **মুখ্য ব্যয়ের মধ্যে।**
- সকল পরোক্ষ খরচ অর্ন্তভুক্ত থাকে - **কারখানা উপরিব্যয়ের মধ্যে।**
- উৎপাদনের জন্য প্রদত্ত রয়্যালটি একটি উৎপাদন সংক্রান্ত - **প্রত্যক্ষ খরচ।**
- উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞান তথ্য সরবরাহ করে- **ব্যবস্থাপনা বা অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীদের।**
- উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যাবলি একটি নির্দিষ্ট চক্রে বরাবর আবর্তিত হওয়ার কাজকে বলে - **উৎপাদন ব্যয় হিসাবচক্র।**
- উৎপাদন ব্যয় হিসাবচক্রের ধাপ - **৯টি।**
- উৎপাদন ব্যয় হিসাবচক্রের প্রথম ধাপ - **ব্যয় উপাত্তসমূহ চিহ্নিতকরণ।**
- উৎপাদন ব্যয় হিসাবচক্রের সর্বশেষ ধাপ - **সিদ্ধান্ত গ্রহণ।**
- উৎপাদন ব্যয় হিসাবচক্রের কাজ শুরু হয় - **পণ্যের উৎপাদন কার্য আরম্ভ হবার সাথে সাথে।**
- উৎপাদনের মোট ব্যয় নির্ণয় করা হয় - **উৎপাদন কার্য সমাপ্ত হবার পর।**
- উৎপাদন ব্যয় হিসাবচক্রের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ - **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ।**
- উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানকে - **তিনভাগে ভাগ করা যায়।**
- কায়িক শ্রমের বিনিময়ে পরিশোধ্য অর্থকে বলা হয়- **মজুরি।**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

- মোট উপার্জনের প্রধান অংশ হলো- মূল বেতন মজুরি।
- সাধারণত মজুরি প্রদান করা হয়- দৈনিক বা সাপ্তাহিক ভিত্তিতে।
- বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী সাপ্তাহিক কার্য সময়- ৪৮ ঘণ্টা।
- প্রত্যক্ষ মজুরি- মুখ্য ব্যয়ের অংশ।
- পরোক্ষ মজুরি- কারখানা ব্যয়ের অংশ।
- নিয়োগকর্তা নগদ অর্থ প্রদান করলে গণ্য হবে- আর্থিক সুবিধা।
- আর্থিক সুবিধার অন্তর্ভুক্ত- বেতন, মজুরি, মহার্ঘ ভাতা, বাড়িভাড়া ভাতা ইত্যাদি।
- পরিপূরক সুবিধার অন্তর্ভুক্ত- বাসস্থান সুবিধা, চিকিৎসা সুবিধা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রভৃতি।
- কর্মীদের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তার জন্য সৃষ্টি করা হয়- প্রভিডেন্ট ফান্ড।
- দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলার জন্য প্রদান করা হয়- মহার্ঘ ভাতা।
- উৎপাদন ব্যয় হিসাব নির্ণয় করে - নির্দিষ্ট হিসাবকালে উৎপাদিত/সম্পূর্ণ পণ্যের ব্যয়।
- কারখানা উপরিব্যয় - উৎপাদনের সাথে পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত কারবারের ব্যয়সমূহ।
- প্রতিটি উৎপাদিত এককের জন্য প্রদত্ত রয়্যাল্টি হলো - প্রত্যক্ষ খরচ।
- সকল খাতের পরোক্ষ ব্যয়ের সমষ্টি - উপরিব্যয়।
- রূপান্তর ব্যয়ের অংশ নয় - আন্তঃপরিবহন।
- উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে পরিবর্তনশীল ব্যয় - মোট পরিমাণ আনুপাতিক হারে বাড়বে।
- একক প্রতি ব্যয় পরিবর্তনশীল এবং মোট ব্যয় স্থির কোন ব্যয়ের ক্ষেত্রে - স্থায়ী ব্যয়।
- উৎপাদন ব্যয় হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নয় - ব্যয় যাচাইকরণ।
- সরবরাহকারী দরপত্রে ব্যয় বিশ্লেষণ করে থাকে - অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে।
- দরপত্র সাধারণত - ৪ কপি প্রস্তুত করা হয়।

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. উৎপাদন ব্যয়ের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কী?
Ⓐ কাঁচামাল Ⓑ উপরিব্যয় Ⓒ শ্রম Ⓓ A+B **Ans C**

02. মোট ব্যয় ৬০,০০০ এবং মুনাফা বিক্রয়ের ২০% হলে তা মোট ব্যয়ের-
Ⓐ ২০% Ⓑ ৩০% Ⓒ ২৫% Ⓓ ১৫% **Ans C**

03. পরিবর্তনশীল ব্যয় প্রতি একক উৎপাদন-
Ⓐ স্থির থাকে Ⓑ হ্রাস পায় Ⓒ বৃদ্ধি পায় Ⓓ পরিবর্তিতহয় **Ans A**

04. বিক্রীত পণ্যের ব্যয় একটি-
Ⓐ সম্পদহিসাব Ⓑ আয়হিসাব Ⓒ খরচ হিসাব Ⓓ A+B **Ans C**

05. ১৫ টাকার ৩০০% হবে-
Ⓐ ৫ টাকা Ⓑ ৪৫ টাকা Ⓒ ৩ টাকা Ⓓ ৩০ টাকা **Ans B**

06. গড় মূল্য পদ্ধতি কত প্রকার?
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫ **Ans A**

07. কর্মচারীর পারিশ্রমিককে কী বলে?
Ⓐ কমিশন Ⓑ মজুরি Ⓒ বেতন Ⓓ মহার্ঘ ভাতা **Ans B**

08. মজুরি প্রদানের মাধ্যমে কী ক্রয় করা হয়?
Ⓐ পারিশ্রমিক Ⓑ শ্রম Ⓒ সেবা Ⓓ কর্ম প্রচেষ্টা **Ans B**

09. মার্ক আপ ১০০% হলে মোট লভ্যাংশ কত?
Ⓐ ৮০% Ⓑ ৫০% Ⓒ ১০০% Ⓓ ৭৫% **Ans B**

10. দৈনিক কত ঘণ্টা কাজ করলে একজন শ্রমিক ওভারটাইম মজুরি পাবে?
Ⓐ ৬ ঘণ্টা Ⓑ ৭ ঘণ্টা Ⓒ ৮ ঘণ্টা Ⓓ ৯ ঘণ্টা **Ans D**

11. উৎপাদন ব্যয়ের উপাদান-
Ⓐ দুইটি Ⓑ তিনটি Ⓒ চারটি Ⓓ পাঁচটি **Ans B**

12. উৎপাদন ব্যয় প্রস্তুত করার পদ্ধতি প্রচলিত আছে-
Ⓐ তিনটি Ⓑ চারটি Ⓒ পাঁচটি Ⓓ দুটি **Ans D**

13. সোনামনি লিমিটেড এর বিক্রীত পণ্যের ব্যয় ৬,০০,০০০ টাকা। যদি বিক্রয়ের ওপর মোট লাভের হার ২০% হয়, বিক্রয়মূল্য কত?
Ⓐ ৯,৯৯,৯৬০ টাকা Ⓑ ৮,০০০,০০০ টাকা Ⓒ ৭,৫০,০০০ টাকা Ⓓ ৭,২০,০০০ টাকা **Ans C**

14. কোনটি তারল্য অনুপাত?
Ⓐ মজুত আবর্তনঅনুপাত Ⓑ মোট মুনাফা অনুপাত Ⓒ দায়- মালিকানা অনুপাত Ⓓ অগ্নিপরীক্ষা অনুপাত **Ans D**

15. শ্রমিকদের প্রদান করা হয় -
Ⓐ বেতন Ⓑ মজুরি Ⓒ কমিশন Ⓓ সম্মানি ভাতা **Ans B**

16. শ্রমিক- কর্মচারীদের অনার্থিক সুবিধা কোনটি?
Ⓐ বিনোদনের ব্যবস্থা Ⓑ মহার্ঘভাতা Ⓒ টিফিন ভাতা Ⓓ উৎসব ভাতা **Ans A**

17. একটি পণ্যের কাঁচামালের ব্যয় ৪০,০০০টাকা, প্রত্যক্ষ মজুরি ৩২,০০০ টাকা, বিক্রয় উপরিব্যয় ১২,০০০ টাকা এবং রূপান্তর ব্যয় ৮০,০০০ টাকা। পণ্যটির উৎপাদন উপরিব্যয় কত?
Ⓐ ৪৪,০০০ টাকা Ⓑ ৪৮,০০০ টাকা Ⓒ ৫২,০০০ টাকা Ⓓ ৬০,০০০ টাকা **Ans B**

18. পণ্যের নকশা ব্যয় কী ধরনের ব্যয়?
Ⓐ প্রত্যক্ষ ব্যয় Ⓑ কারখানা উপরিব্যয় Ⓒ প্রশাসনিক উপরিব্যয় Ⓓ বিক্রয় উপরিব্যয় **Ans A**

19. উৎপাদন ব্যয় হিসাবের সকল প্রত্যক্ষ ব্যয়ের সমষ্টিকে কী বোঝায়?
Ⓐ উৎপাদন উপরিব্যয় Ⓑ কারখানা ব্যয় Ⓒ মুখ্য ব্যয় Ⓓ উৎপাদন ব্যয় **Ans C**

20. মোট ব্যয় নির্ণয়ের কারণ কী?
Ⓐ মুনাফা বৃদ্ধি করা Ⓑ উৎপাদন বৃদ্ধি করা Ⓒ ভবিষ্যৎ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা Ⓓ ভবিষ্যৎ ব্যয় হ্রাস করা **Ans C**

21. রূপান্তর ব্যয় নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
Ⓐ প্রত্যক্ষ শ্রম + উৎপাদন উপরিব্যয়
Ⓑ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম
Ⓒ প্রত্যক্ষ কাঁচামাল + প্রত্যক্ষ শ্রম + প্রত্যক্ষ খরচ
Ⓓ উৎপাদন উপরিব্যয় + প্রশাসনিক উপরিব্যয় **Ans A**

22. কোনো পণ্যের ক্রয়মূল্য ৮০ টাকা। বিক্রয়মূল্য ক্রয়মূল্যের ৩০০% হলে লাভের পরিমাণ কত?
Ⓐ ১৬০ টাকা Ⓑ ২২০ টাকা Ⓒ ২৪০ টাকা Ⓓ ৩০০ টাকা **Ans A**

23. উৎপাদন ব্যয় হিসাবের মূল উদ্দেশ্য হলো-
Ⓐ ব্যয় নির্ণয় Ⓑ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ Ⓒ মুনাফা নির্ণয় Ⓓ বিক্রয়মূল্য নির্ণয় **Ans B**

24. মাল খতিয়ান কোথায় সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে ?
Ⓐ ক্রয় বিভাগে Ⓑ গুদাম ঘরে Ⓒ আর্থিক হিসাব বিভাগে Ⓓ উৎপাদন ব্যয় বিভাগে **Ans B**

25. বিক্রয় থেকে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বাদ দিলে আমরা কী পাব?
Ⓐ নিট মুনাফা Ⓑ মোট মুনাফা Ⓒ পরিচালনা মুনাফা Ⓓ অপরিচালন মুনাফা **Ans B**

26. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যবহারীকে ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করে কোনটি?
Ⓐ আর্থিক হিসাববিজ্ঞান Ⓑ মানব সম্পদ হিসাববিজ্ঞান Ⓒ ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান Ⓓ উৎপাদন ব্যয় হিসাব **Ans D**

27. চলতি মূলধন নির্ণয়ের সূত্র কী?
Ⓐ চলতি সম্পদ + চলতি দায় Ⓑ চলতি সম্পদ - মজুত পণ্য Ⓒ তরল সম্পদ - মজুত পণ্য Ⓓ চলতি সম্পদ - চলতি দায় **Ans D**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র
অধ্যায় ৮

মজুত পণ্যের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **মজুত পণ্য :** মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যেসব স্পর্শযোগ্য বস্তু বা সামগ্রী পুনঃবিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করে ভাণ্ডারে বা গুদামে সংরক্ষণ করে রাখে– তাকে মজুত পণ্য বলে।
  - কাম্য মজুত স্তরের তুলনায় মজুত পণ্য হ্রাস পেলে ক্রেতা বা খরিদ্দার হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এতে মুনাফাও হ্রাস পেতে পারে। কাম্য মজুত স্তরের তুলনায় মজুত পণ্য অতিরিক্ত হলে প্রতিষ্ঠানের মূলধন অলস হয়ে পড়ে থাকবে। যাতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালন কার্যাবলিতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।
  - প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক ফলাফল ও অবস্থা প্রকাশের জন্য মজুত পণ্য মূল্যায়ন করা হয়।

মজুত পণ্য → প্রারম্ভিক মজুত পণ্য
মজুত পণ্য → সমাপনী মজুত পণ্য

- বছরের শেষে যে পরিমাণ পণ্য অবিক্রীত থেকে যায় তাই সমাপনী মজুত পণ্য। বিগত বছরের সমাপনী মজুত পণ্য চলতি বছরের প্রারম্ভিক মজুত পণ্য হিসেবে পরিগণিত হয়।
- সমাপনী মজুত মূল্য = হাতে মজুতপণ্য সংখ্যা × ক্রয়দর।
- পণ্য ক্রয় করলে খরচ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং ক্রয় হিসাব ডেবিট করা হয় এবং ক্রীত পণ্যের বহন খরচকে ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়।

> ◈ **সমাপনী মজুত পণ্য :** মূল্যায়ন বেশি হলে মুনাফা ও সম্পদ বেশি দেখাবে যাতে মালিকানাস্বত্বও বেশি দেখাবে। কিন্তু বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কম দেখাবে। আর কম হলে মুনাফা ও সম্পদ কম ও মালিকানাস্বত্বও কম দেখাবে। কিন্তু বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি দেখাবে।
>
> ◈ **প্রারম্ভিক মজুত পণ্য :** বেশি দেখালে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি দেখাবে। যাতে মুনাফা কম ও মালিকানাস্বত্ব কম দেখাবে। আর কম দেখালে, বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কম হবে কিন্তু মুনাফা ও মালিকানাস্বত্ব বেশি দেখাবে।

◈ **মাল খতিয়ান → (Store Ledger) :** মালের আগমন, নির্গমণ ও মজুত পরিমাণের মূল্যসহ তাদের অবিরত ও প্রাত্যহিক বিবরণ যে হিসাবে রাখা হয় তাকে মাল খতিয়ান বলে। মাল খতিয়ানে মালের মূল্য লিপিবদ্ধ করা হয়। মাল খতিয়ানের মালের বর্ণনা, কোড নম্বর, বিন নম্বর, মজুতমালের সর্বোচ্চ মাত্রা, সর্বনিম্ন মাত্রা, পুনঃফরমায়েশ মাত্রা ইত্যাদি ছাড়াও মালের প্রাপ্তি ও ইস্যু রেটসহ মোট মূল্য লিপিবদ্ধ করা হয়।

- মুনাফা অর্জন কারবারি প্রতিষ্ঠানের– **প্রধান উদ্দেশ্য।**
- মজুতপণ্যের হিসাব সংরক্ষণের জন্য– **দুটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে।**
- হিসাবকালের শেষ তারিখে গুদামে ও দোকানে যে পণ্য থাকে তা গণনার মাধ্যমে– **মজুতপণ্যের মূল্য নির্ণয় করা হয়।**
- ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কালান্তিক মজুত পদ্ধতিতে হিসাব রাখে।
- কালান্তিক পদ্ধতিতে মজুতের হিসাব সংরক্ষণ করলে– **ব্যয় হ্রাস পায়।**
- কালান্তিক মজুত পদ্ধতিতে– **সময় সাশ্রয় হয়।**
- কালান্তিক মজুত পদ্ধতিতে জালিয়াতি বা গরমিল হওয়ার আশঙ্কা বেশি।
- অবিরত/নিত্য মজুত পদ্ধতিকে– **বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বলে।**
- অবিরত/নিত্য মজুত পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে মজুতকৃত পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ হয়।
- অবিরত বা নিত্য মজুত পদ্ধতি ব্যয়বহুল পদ্ধতি।
- নিত্য বা অবিরত মজুত পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ পদ্ধতি।
- মজুত মূল্যায়নের FIFO পদ্ধতিতে আগে ছাড়া হয়।
- আগের মাল আগে ছাড়া পদ্ধতিকে সংক্ষেপে– **FIFO পদ্ধতি বলে।**
- মজুত মূলায়নের FIFO পদ্ধতিতে যে দরের মাল আগে আসে সেই দরে– **মাল আগে ইস্যু করে।**
- মজুত মূল্যায়নের FIFO পদ্ধতিতে যেসব মাল তাড়াতাড়ি বিনষ্ট হয় সেসব ক্ষেত্রে উপযোগী।
- FIFO পদ্ধতি মজুত মূল্যায়নের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে সহজে বোঝা ও প্রয়োগ সুবিধাজনক।
- **মূল্যস্ফীতি বা মূল্য বৃদ্ধির পরিস্থিতিতে :**

* LIFO পদ্ধতি ব্যবহার করলে :

সমাপনী মজুদের মূল্য	বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	নিট মুনাফা	আয়কর
কম দেখাবে	বেশী দেখাবে	কম দেখাবে	কম দেখাবে

* FIFO পদ্ধতি ব্যবহার করলে :

সমাপনী মজুদের মূল্য	বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	নিট মুনাফা	আয়কর
বেশী দেখাবে	কম দেখাবে	বেশী দেখাবে	বেশী দেখাবে

- **মূল্য সংকোচন বা মূল্য হ্রাসের পরিস্থিতিতে :**

* LIFO পদ্ধতি ব্যবহার করলে :

সমাপনী মজুদের মূল্য	বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	নিট মুনাফা	আয়কর
বেশী দেখাবে	কম দেখাবে	বেশী দেখাবে	বেশী দেখাবে

* FIFO পদ্ধতি ব্যবহার করলে :

সমাপনী মজুদের মূল্য	বিক্রীত পণ্যের ব্যয়	নিট মুনাফা	আয়কর
কম দেখাবে	বেশী দেখাবে	কম দেখাবে	কম দেখাবে

বি:দ্র: আমরা জানি, রক্ষণশীলতা নীতির মূল বক্তব্য হলো ব্যয়কে বেশী এবং মুনাফাকে কম দেখানো। এই নীতি অনুযায়ী মূল্যস্ফীতির সময় মজুদ মূল্যায়নে LIFO পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়েছে। কারণ উক্ত পরিস্থিতিতে LIFO পদ্ধতি বেশী ব্যয় দেখাবে এবং কম মুনাফা দেখাবে।

CamScanner

◆ **মজুত পণ্য বেশি-কম দেখানোর প্রভাব :** হাতে মজুতের পরিমাণ নির্ণয়ের সময় মজুত পণ্যের মূল্য বেশি বা কম দেখানো হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা, আয়কর, নিট মুনাফা ইত্যাদি বিষয়ে প্রভাব পড়ে। নিম্নে "মজুত পণ্য বেশি-কম দেখানোর প্রভাব" ছক আকারে উপস্থাপন করা হলো :

বেশি বা কম দেখানোর বিষয়	সংশ্লিষ্ট হিসাবকালে প্রভাব	পরবর্তী হিসাবকালে প্রভাব
সমাপনী মজুত বেশি দেখানো হলে	* বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কম দেখানো হবে * সম্পদ কম দেখানো হবে * মোট মুনাফা, আয়কর, এবং নিট মুনাফা বেশি দেখানো হবে * সমাপনী মালিকানাস্বত্ব বেশি দেখানো হবে	* প্রারম্ভিক মজুত বেশি দেখানো হবে * সমাপনী মালিকানাস্বত্ব ঠিক দেখানো হবে। * সমাপনী মজুতে প্রভাব পড়বে না।
সমাপনী মজুত কম দেখানো হলে	* বিক্রীত পণ্যের ব্যয় বেশি দেখানো হবে * সম্পদ বেশি দেখনো হবে * মোট মুনাফা, আয়কর, এবং নিট মুনাফা কম দেখানো হবে * সমাপনী মালিকানাস্বত্ব কম দেখানো হবে	* প্রারম্ভিক মজুত কম দেখানো হবে * সমাপনী মালিকানাস্বত্ব ঠিক দেখানো হবে * সমাপনী মজুতে প্রভাব পড়বে না
প্রারম্ভিক মজুত বেশি দেখানো হলে	* বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় বেশি দেখানো হবে * বিক্রীত পণ্যের বেশি দেখানো হবে * মোট মুনাফা, আয়কর, এবং নিট মুনাফা কম দেখানো হবে	পরবর্তী হিসাবকালে প্রভাব পড়বে না [পূর্ববর্তী হিসাবকালে প্রভাব পড়েছিল]
প্রারম্ভিক মজুত কম দেখানো হলে	* বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় কম দেখানো হবে * বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কম দেখানো হবে * মোট মুনাফা, আয়কর, এবং নিট মুনাফা বেশি দেখানো হবে	পরবর্তী হিসাবকালে প্রভাব পড়বে না [পূর্ববর্তী হিসাবকালে প্রভাব পড়েছিল]

◆ **আগের মাল আগে ছাড়া পদ্ধতি (First in First out- FIFO) :** কাঁচামাল ক্রয়ের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী ক্রয়মূল্যে কাঁচামাল বিলির মূল্যায়ন করাই হলো এ পদ্ধতির মূলনীতি । এ পদ্ধতির মূল কথা হলো যে, যে সামগ্রী সর্বাগ্রে পাওয়া গেছে সেই সামগ্রী সর্বাগ্রে ক্রয়মূল্যে বিলি করা হয়। সুতরাং এ পদ্ধতি গ্রহণের ফলে সামগ্রী বিলিকরণের মাধ্যমে কোনো লাভ বা ক্ষতি হতে পারে না।

◆ **FIFO পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ :**

সুবিধাসমূহ	অসুবিধাসমূহ
ক) এ পদ্ধতি সহজে বোধগম্য এবং কার্যকর করা সহজ। খ) যখন মালের দাম নিম্নমুখী হয় তখন এ পদ্ধতি অধিকতর সুবিধাজনক। গ) সঠিক উৎপাদন ব্যয় নির্ণয়ে সহায়তা করে। ঘ) এ পদ্ধতিতে মজুত মালের মূল্যায়ন চলতি বাজার মূল্যের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ঙ) মালের মূল্যায়ন ক্রয়মূল্যে করার ফলে মালের প্রকৃত প্রবাহের সাথে ব্যয় প্রবাহের মিল থাকে বেশি।	ক) মালের উর্ধ্বমুখী বাজার মূল্যের সময় এ পদ্ধতি প্রয়োগ সমীচীন নহে। খ) পরিবর্তনশীল মূল্যস্তরে এটি ঝুঁকিপূর্ণ। গ) মালের লেনদেনের পরিমাণ বেশি হলে ইস্যুকৃত মালের মূল্য নির্ধারণ খুবই জটিল এবং কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

সুপারিশ : কাঁচামালের মূল্য যখন ক্রমাগত কমতে থাকে কিংবা নিম্নমুখী হয় তখন এ পদ্ধতি খুবই কার্যকরী।

◆ **পরের মাল আগে ছাড়া পদ্ধতি (Last in First out- LIFO) :** ইহা FIFO পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষেত্রে তারিখ ক্রমে যে মাল সর্বশেষে এসেছে ইস্যু করার সময় তার ক্রয়মূল্যের ভিত্তিতেই প্রথম ইস্যু করা হয়। এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে পণ্যমূল্য বাজার দরের কাছাকাছি থাকে এবং উর্ধ্বমুখী বাজারের মজুত মালের মূল্য রক্ষণশীল নীতিতে কম দরে মূল্যায়িত হয়ে রক্ষণশীল নীতি অনুসরণে সহায়ক হয়।

◆ **LIFO পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ :**

সুবিধাসমূহ	অসুবিধাসমূহ
ক) এ পদ্ধতি সহজ ও সরল। তাই সকলেই অনুধাবন করতে পারে এবং যেকোনো প্রতিষ্ঠানে চালু করতে কোনো অসুবিধা হয় না। খ) এ পদ্ধতিতে উৎপাদনে ব্যবহৃত মালের মূল্যায়নে বাজার দর ও বাস্তবতা প্রতিষ্ঠিত হয়। গ) এতে মজুত মালের মূল্য কম দেখানো হয় বলে মুনাফাও কম দেখানো হয়। ফলে কর সুবিধা পাওয়া যায়। ঘ) অস্থিতিশীল ও উঠতি বাজারে এ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে সঠিক ফলাফল লাভ করা যায়।	ক) কাল্পনিক মজুত মালের মূল্য বাজার দরের প্রতিনিধিত্ব করে না। খ) এ পদ্ধতিতে আগে ক্রীত মাল গুদামে থেকে যায় বিধায় নষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। গ) অধিক মাল লেনদেনের ক্ষেত্রে গণনার কাজ জটিল হয় এবং করণিক ভুলের সম্ভাবনা বেশি থাকে। ঘ) সাধারণ ও স্বাভাবিক অবস্থায় এ পদ্ধতির প্রয়োগ সন্তোষজনক ও কাম্য হিসেবে বিবেচিত হয় না।

সুপারিশ : মালের মূল্য ক্রমাগত বাড়লে কিংবা উর্ধ্বমুখী মূল্যের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি খুবই কার্যকরী।

◆ **নিত্য মজুত পদ্ধতি (Perpetual Inventory System) এর ৪টি সুবিধা এবং ৪টি সীমাবদ্ধতা :**

নিত্য মজুত পদ্ধতির ৪টি সুবিধা :

১. যে কোনো সময় মজুদ পণ্যের মূল্য জানা যায়।
২. মজুদ মালের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হয়।
৩. মাল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কমে।
৪. সহজে আর্থিক বিবরণী তৈরি করা যায়।

নিত্য মজুত পদ্ধতির ৪টি সীমাবদ্ধতা :

১. অধিক আইটেম ও ক্ষুদ্র মূল্যের পণ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জন্য এ পদ্ধতি অনুপযোগী।
২. এ পদ্ধতিতে হিসাবরক্ষণ সময়সাপেক্ষ।
৩. এ পদ্ধতি বেশ ব্যয়বহুল।
৪. হিসাবরক্ষণে বিশেষজ্ঞ কর্মীর প্রয়োজন।

CamScanner

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- হিসাবকালের শেষ তারিখে গুদামে ও দোকানে যে পণ্য থাকে তা গণনার মাধ্যমে – **মজুতপণ্যের মূল্য নির্ণয় করা হয়।**
- অবিরত/নিত্য মজুত পদ্ধতিতে হিসাব রাখলে- **মজুতকৃত পণ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজ হয়।**
- আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের পণ্য সংক্রান্ত লেনদেন লিপিবদ্ধ করার জন্য- **দুটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যথা : ১. নিত্য/অবিরত মজুদ পদ্ধতি ২. কালীন/কালান্তিক মজুদ পদ্ধতি।**
- উৎপাদন ব্যবসায়ের মজুতকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় : **১. সমাপ্ত পণ্যের মজুত, ২. চলতি কার্যের মজুত, এবং ৩. কাঁচামালের মজুত।**
- প্রারম্ভিক মজুদ কম দেখানো হলে- **মোট লাভ ও নিট আয় বেশি দেখানো হবে।**
- সমাপনী মজুদ কম দেখানো হলে - **সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের মোট লাভ কম দেখানো হবে।**
- প্রারম্ভিক মজুদ বেশি দেখালে বেশি দেখানো হবে - **বিক্রীত পণ্যের ব্যয়।**
- সমাপনী মজুদ বেশি দেখালে বেশি দেখানো হবে - **সম্পত্তি, মোট লাভ, নিট আয়, আয়কর।**
- ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তরের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অধিকতর প্রযোজ্য- **(LIFO) method।**
- পণ্যের দাম কমে গেলে কোন মজুদ পদ্ধতি সর্বাধিক বিবেচ্য- **(FIFO) method।**
- বাজারমূল্য নিম্নগামী হলে অধিক সুবিধাজনক হয়- **FIFO পদ্ধতি।**
- স্থিতিশীল ও ক্রমহ্রাসমান মূল্যের ক্ষেত্রে সঠিক ফলাফল পাওয়া যায়- **FIFO পদ্ধতিতে।**
- ঊর্ধ্বমুখী বাজারে প্রতিষ্ঠানকে অধিক আয়কর দিতে হয়- **FIFO পদ্ধতিতে মজুদ মূল্যায়নে।**
- পণ্য ইস্যুর সময় সর্বশেষ ক্রয়ের দরে ইস্যুকৃত পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়- **LIFO পদ্ধতিতে।**
- ঊর্ধ্বমুখী বা অস্থিতিশীল বাজারে অধিক কার্যকর হয়- **LIFO পদ্ধতি।**
- FIFO পদ্ধতিতে নিট মুনাফা বেশি হয়- **পণ্যের মূল্য ঊর্ধ্বগতি হলে।**
- ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার বলতে- **বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের উপর মুনাফার হারকে বুঝায়।**
- ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হারের বিকল্প নাম- **মার্কআপ (Mark-up)/বিক্রিত পণ্যের ব্যয়ের উপর হার/ক্রয় হার/ব্যয়ের উপর হার।**
- বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হারের বিকল্প নাম- **প্রান্তিক মুনাফার হার/মার্জিন (Margin)/বিক্রয় হার/মোট মুনাফার হার।**
- মোট লাভের হার বলতে- **বিক্রয় মূল্যের উপর লাভের হারকে বুঝায়।**
- মোট লাভ ও নীট লাভের পার্থক্যই হলো- **কারবারের পরিচালন খরচ ও অন্যান্য খরচ।**
- নীট ক্রয়ের সাথে আন্তঃপরিবহণ যোগ করলে- **ক্রয়কৃত পণ্যের ব্যয় পাওয়া যায়।**
- কালান্তে সমাপনী মজুদের মূল্য নির্ধারণে- **মজুদ পণ্য গণনা (Physical Count) করা হয়।**
- মুদ্রাস্ফীতির কালে শেষে আসলে আগে যায় (LIFO) পদ্ধতি- **সর্বনিম্ন নিট আয় ও সর্বনিম্ন আয়কর সৃষ্টি করবে।**
- মুদ্রাস্ফীতির সময়কালে আগে আসলে আগে যায় (FIFO) পদ্ধতি- **সর্বোচ্চ নিট আয় ও সর্বোচ্চ আয়কর সৃষ্টি করবে।**
- মূল্য বৃদ্ধির সময়কালে শেষে আসলে আগে যায় (LIFO) পদ্ধতিতে আগে আসলে আগে যায় (FIFO) পদ্ধতির চেয়ে- **কম নিট আয় হবে।**
- যখন মজুদ পণ্যের মূল্য এটার ক্রয়মূল্যের চেয়ে কম হয়, তখন এটা লিপিবদ্ধ হয়েছে- **বাজার মূল্যে।**
- 'ক্রয়মূল্য ও বাজারমূল্যের মধ্যে যেটি কম' (LCM) পদ্ধতিতে বাজারমূল্য বলতে বুঝায়- **চলতি প্রতিস্থাপন ব্যয়।**
- করহার বলতে কর- **পূর্ব নীট মুনাফার হারকে বুঝায়।**
- নীট মুনাফা বলতে কর- **পরবর্তী নীট মুনাফাকে বুঝায়।**
- একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের মোট বিক্রয় হলো হিসাবকালের সকল- **ধারে ও নগদে বিক্রয়**

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. মূল্যস্ফীতির সময় কোন মজুত পদ্ধতি অধিক কার্যকর?
Ⓐ FIFO Ⓑ LIFO Ⓒ HIFO Ⓓ Cost Price **Ans Ⓑ**

02. বাজার মূল্য উঠা অবস্থায় কোন্ পদ্ধতি অধিক কার্যকরী?
Ⓐ FIFO Ⓑ LIFO Ⓒ HIFO Ⓓ A+C **Ans Ⓑ**

03. সমাপনী মজুত কম দেখালে বেশি দেখানো হবে-
Ⓐ বিক্রীতপণ্যের ব্যয় Ⓑ সম্পত্তি Ⓒ নিট আয় Ⓓ B+C **Ans Ⓐ**

04. নিচের কোনটি বিবেচনার মাধ্যমে বাজেটিং কার্য শুরু হয়?
Ⓐ বিক্রয় পূর্বাভাস Ⓑ পণ্যের মূল্য
Ⓒ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা Ⓓ মালিকের ইচ্ছা **Ans Ⓐ**

05. বিক্রয় ৩০,০০০ টাকা এবং ক্রয়মূল্যের উপর মুনাফার হার ২৫% হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত?
Ⓐ ৬,০০০ Ⓑ ৭,৫০০ Ⓒ ২২,৫০০ Ⓓ ২৪,০০০ **Ans Ⓓ**

06. ABC বিশ্লেষণে মজুত মালকে কী অনুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস করা হয়?
Ⓐ দাম Ⓑ সংখ্যা Ⓒ পরিমাণ Ⓓ গুণাগুণ **Ans Ⓐ**

07. সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যয়কে কী বলে?
Ⓐ কালীন ব্যয় Ⓑ উপরিব্যয়
Ⓒ সুযোগ ব্যয় Ⓓ কারখানা ব্যয় **Ans Ⓐ**

08. মূল্য হ্রাসের ধারা অব্যাহত থাকলে কোন পদ্ধতিতে মজুতের মূল্যায়ন করা যুক্তিযুক্ত?
Ⓐ ফাইফো Ⓑ লাইফো Ⓒ সাধারণ গড় Ⓓ ভারযুক্ত গড় **Ans Ⓐ**

09. কার্যস্তর পরিবর্তন হলে যে ব্যয়ের মোট ও একক প্রতি ব্যয় পরিবর্তন হয় তাকে কোন ব্যয় বলে?
Ⓐ স্থায়ী ব্যয় Ⓑ মিশ্র ব্যয়
Ⓒ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় **Ans Ⓒ**

10. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের যেকোনো দিন বা সময়ে মজুত পণ্যের পরিমাণ জানা যায় কোন মজুত পদ্ধতিতে?
Ⓐ কালান্তিক মজুত পদ্ধতিতে Ⓑ বাৎসরিক হিসাব পদ্ধতিতে
Ⓒ নিত্য মজুত পদ্ধতিতে Ⓓ মজুত পণ্য নির্ণয় পদ্ধতিতে **Ans Ⓒ**

11. বিন কার্ড থেকে কী জানা যায় না?
Ⓐ মজুত মালের মূল্য Ⓑ মজুত মালের পরিমাণ
Ⓒ মজুত মালের প্রাপ্তি Ⓓ মজুত মালের নির্গমন **Ans Ⓐ**

12. রুপালী লিমিটেড এর কাঁচামালের প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ১৩,০০০ টাকা, কাঁচামাল ক্রয় ৬০,০০০ টাকা এবং সমাপনী কাঁচামালের মজুত পণ্য ৩,০০০ টাকা হলে কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামালের মূল্য কত?
Ⓐ ৪০,০০০ টাকা Ⓑ ৫০,০০০ টাকা
Ⓒ ৫৬,০০০ টাকা Ⓓ ৭০,০০০ টাকা **Ans Ⓓ**

13. এবিসি লি. এর পণ্য ক্রয় ২৬,০০০ টাকা, প্রারম্ভিক মজুত পণ্য ৩,০০০ টাকা, ক্রয় পরিবহন ১,৫০০ টাকা, ক্রয় ফেরত ৫০০ টাকা এবং সমাপনী মজুত পণ্য ৫,০০০ টাকা হলে বিক্রীত পণ্যের ব্যয় কত?
Ⓐ ৩১,০০০ টাকা Ⓑ ২৮,৫০০ টাকা
Ⓒ ২৫,০০০ টাকা Ⓓ ২৪,৫০০ টাকা **Ans Ⓒ**

14. একটি পণ্যের একক প্রতি ব্যয় ৫,০০০ টাকা। কোম্পানি যদি বিক্রয়মূল্যের ২০% মুনাফা করতে চায় তবে প্রতিটি এককের বিক্রয়মূল্য কত হবে?
Ⓐ ৫,৮৩৩ Ⓑ ৬,০০০ Ⓒ ৬,২৫০ Ⓓ ৭,৫০০ **Ans Ⓒ**

15. বিনকার্ড কোথায় রাখা হয়?
Ⓐ অফিসে Ⓑ গুদামে মাল রাখার স্থানে
Ⓒ ব্যবস্থাপকের নিকট Ⓓ হিসাবরক্ষকের কাছে **Ans Ⓑ**

16. প্রারম্ভিক মজুত মাল ৩০,০০০ টাকা ক্রয় ১,২০,০০০ টাকা, বিক্রয় ১,০০,০০০ টাকা। বিক্রয়ের উপর মুনাফা ২০% হলে সমাপনী মজুতের পরিমাণ কত?
Ⓐ ১০,০০০ Ⓑ ১০,০০০
Ⓒ ৭০,০০০ Ⓓ ৮০,০০০ **Ans Ⓒ**

17. মালের নিম্নগামী বাজার মূল্যের সময় মাল নির্গমনে কোন পদ্ধতির প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত?
Ⓐ FIFO Ⓑ LIFO
Ⓒ ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি Ⓓ সাধারণ গড় পদ্ধতি **Ans Ⓐ**

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায় ৯

ব্যয় ও ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

ব্যয় (Cost) : কোনো পণ্য বা সেবা বা কোনো সম্পদ অর্জনের জন্য নগদ টাকা প্রদান বা ঐ প্রকার দায় স্বীকার অথবা ঐ মূল্যের কোনো সেবা বা অন্য কোনো সম্পত্তি প্রদান করাই হলো ব্যয় (Cost)। ব্যয় অবশ্যই কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত হবে (যেমন : পণ্য বা সেবা উৎপাদন)। ব্যয় অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে প্রদেয় হতে পারে। ব্যয় সবসময় অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হতে হবে।

- ব্যয় = অতিবাহিত খরচ + অনতিবাহিত খরচ (Cost = Expired cost + Unexpired cost)
- অতিবাহিত খরচ = খরচ + ক্ষতি (Expired cost = Expense + Loss)
- ব্যয় = খরচ + ক্ষতি + সম্পত্তি (Cost = Expense + Loss + Assets).

খরচ (Expense) : ব্যয়ের যে অংশ থেকে সুবিধা ভোগ করা হয়েছে বা ব্যবহারের মাধ্যমে আয় বা মুনাফা পাওয়া গেছে তাই খরচ। যেমন: অবচয়, সুদপ্রদান, প্রশাসনিক ও বিক্রয় খরচ। খরচ হলো মুনাফাজাতীয় ত্যাগ। এটি ব্যয়ের অংশ মাত্র। এটি মেয়াদউত্তীর্ণ ব্যয়। খরচ থেকে প্রাপ্ত সুবিধা চলতি হিসাবকালে শেষ হয়ে যায়।

উৎপাদন ব্যয় : উৎপাদন কার্যাবলির সাথে জড়িত ব্যয়কে উৎপাদন ব্যয় বলা হয়। উৎপাদন ব্যয় বলতে সকল প্রত্যক্ষ খরচ এবং কারখানা উপরি ব্যয়ের সমষ্টিকে বুঝায়।

অনুৎপাদন ব্যয় : কারখানা ব্যয়ের সাথে যে ব্যয়গুলো জড়িত থাকে না তাকে অনুৎপাদন ব্যয় বলে। পণ্য উৎপাদনের পর পণ্যকে বাজারজাত করা পর্যন্ত বা বাজারযোগ্য স্তরে পৌঁছানোর জন্য যে খরচ করা হয় তাকে অনুৎপাদন ব্যয় বলে। অনুৎপাদন ব্যয়কে সাধারণত- **তিনভাগে ভাগ করা যায়।** যেমন :

i. প্রশাসনিক ব্যয় (Administration Cost).

ii. বিক্রয় বা বাজারজাতকরণ ব্যয় (Selling or Marketing cost).

iii. গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় (Research Development Cost) বাজারে প্রচলিত পণ্যের মান উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তি, ব্যবহারের মাধ্যমে নিত্য নতুন পণ্য উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের সম্পাদিত ব্যয়ই হচ্ছে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়।

পণ্য ব্যয় বা দ্রব্য ব্যয় : একটি পণ্য উৎপাদন করতে যেসব ব্যয় ঐ পণ্যের মধ্যে সংযুক্ত থাকে তাকে পণ্য ব্যয় বা দ্রব্য ব্যয় বলে। প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম এবং কারখানা উপরিব্যয় এ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় :

- নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতার মধ্যে থাকে। যেমন : ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও অলস সময় হ্রাস করে যে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে তা নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়।
- অথবা, ফোরম্যান বা সুপারভাইজারগণ তাদের কর্মদক্ষতা দ্বারা কাঁচামালের ব্যয়ের, অপচয় ও ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস করতে পারে, তাই এ হ্রাসকৃত খরচ হবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য খরচ।

প্রান্তিক ব্যয় : কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন অপেক্ষা একক উৎপাদনের হ্রাস বা বৃদ্ধিতে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে। প্রান্তিক ব্যয় = প্রত্যক্ষ মাল + প্রত্যক্ষ শ্রম + পরিবর্তনশীল উপরি ব্যয়।

প্রমাণ ব্যয় : ভবিষ্যতে কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদনে যে ব্যয় হতে পারে তার জন্য পূর্বেই যে অনুমিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় তাকে প্রমাণ ব্যয় বলে। এজন্য প্রমাণ ব্যয়কে পূর্ব নির্ধারিত ব্যয়ও (Predetermined cost) বলা হয়।

যৌথ ব্যয় : যে ব্যয় একই প্রক্রিয়ায় একাধিক উৎপাদিত পণ্যের জন্য করা হয় তাকে যৌথ ব্যয় বলে। যেমন : একই সঙ্গে চিনি ও চিটাগুড় উৎপাদিত হলে তার ব্যয়কে যৌথ ব্যয় বলা যাবে।

- উৎপাদন ব্যয়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান- **কাঁচামাল।**
- পণ্য বা সেবা সৃষ্টির জন্য খরচের সমষ্টিকে- **উৎপাদন ব্যয় বলা হয়।**
- যেসব খরচ উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত নয় তাকে বলে- **পরোক্ষ খরচ।**
- প্রশাসনিক উপরি খরচের অংশ নয়- কুঋণ।
- উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যে খরচ জড়িত তাকে- **প্রত্যক্ষ খরচ বলে।**
- কাঁচামাল থেকে সরাসরি পণ্য উৎপাদন করার জন্য যে শ্রমের প্রয়োজন হয় তাকে বলে- **প্রত্যক্ষ শ্রম।**
- প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম ও প্রত্যক্ষ খরচ ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় খরচকে- **পরোক্ষ খরচ বলে।**
- ব্যয়ের অতিবাহিত অংশকে- **খরচ বলে।**
- জুতা তৈরির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ খরচ – **চামড়া ক্রয়।**
- বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত খরচ- **বহিঃপরিবহন।**

ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ :

উৎপাদন (২ প্রকার) উপাদানভিত্তিক	কার্যভিত্তিক ব্যয় (তিন প্রকার)	ব্যয়ের একক (২ প্রকার)	নিয়ন্ত্রণযোগ্যতা ভিত্তিক (২ প্রকার)	আচরণ ভিত্তিক(তিন প্রকার)	সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভিত্তিক (তিন প্রকার)
১. প্রত্যক্ষ ব্যয় ২. পরোক্ষ ব্যয়	১. উৎপাদন ব্যয় ২. প্রশাসনিক ব্যয় ৩. বিক্রয় ও বন্টন ব্যয়	১. পণ্য ব্যয় ২. কালীন ব্যয়	১. নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় ২. অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়	১. পরিবর্তনশীল ব্যয় ২. মিশ্র ব্যয় ৩. স্থায়ী ব্যয়	১. সুযোগ ব্যয় ২. তুলনামূলক ব্যয় ৩. নিমজ্জিত ব্যয়

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায় ৯

ব্যয় ও ব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

ব্যয় (Cost) : কোনো পণ্য বা সেবা বা কোনো সম্পদ অর্জনের জন্য নগদ টাকা প্রদান বা ঐ প্রকার দায় স্বীকার অথবা ঐ মূল্যের কোনো সেবা বা অন্য কোনো সম্পত্তি প্রদান করাই হলো ব্যয় (Cost)। ব্যয় অবশ্যই কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত হবে (যেমন : পণ্য বা সেবা উৎপাদন)। ব্যয় অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতে প্রদেয় হতে পারে। ব্যয় সবসময় অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হতে হবে।

- ব্যয় = অতিবাহিত খরচ + অনতিবাহিত খরচ (Cost = Expired cost + Unexpired cost)
- অতিবাহিত খরচ = খরচ + ক্ষতি (Expired cost = Expense + Loss)
- ব্যয় = খরচ + ক্ষতি + সম্পত্তি (Cost = Expense + Loss + Assets).

খরচ (Expense) : ব্যয়ের যে অংশ থেকে সুবিধা ভোগ করা হয়েছে বা ব্যবহারের মাধ্যমে আয় বা মুনাফা পাওয়া গেছে তাই খরচ। যেমন: অবচয়, সুদপ্রদান, প্রশাসনিক ও বিক্রয় খরচ। খরচ হলো মুনাফাজাতীয় ত্যাগ। এটি ব্যয়ের অংশ মাত্র। এটি মেয়াদউত্তীর্ণ ব্যয়। খরচ থেকে প্রাপ্ত সুবিধা চলতি হিসাবকালে শেষ হয়ে যায়।

উৎপাদন ব্যয় : উৎপাদন কার্যাবলির সাথে জড়িত ব্যয়কে উৎপাদন ব্যয় বলা হয়। উৎপাদন ব্যয় বলতে সকল প্রত্যক্ষ খরচ এবং কারখানা উপরি ব্যয়ের সমষ্টিকে বুঝায়।

অনুৎপাদন ব্যয় : কারখানা ব্যয়ের সাথে যে ব্যয়গুলো জড়িত থাকে না তাকে অনুৎপাদন ব্যয় বলে। পণ্য উৎপাদনের পর পণ্যকে বাজারজাত করা পর্যন্ত বা বাজারযোগ্য স্তরে পৌঁছানোর জন্য যে খরচ করা হয় তাকে অনুৎপাদন ব্যয় বলে। অনুৎপাদন ব্যয়কে সাধারণত- তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

i. প্রশাসনিক ব্যয় (Administration Cost).

ii. বিক্রয় বা বাজারজাতকরণ ব্যয় (Selling or Marketing cost).

iii. গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় (Research Development Cost) বাজারে প্রচলিত পণ্যের মান উন্নয়ন ও নতুন প্রযুক্তি, ব্যবহারের মাধ্যমে নিত্য নতুন পণ্য উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের সম্পাদিত ব্যয়ই হচ্ছে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়।

পণ্য ব্যয় বা দ্রব্য ব্যয় : একটি পণ্য উৎপাদন করতে যেসব ব্যয় ঐ পণ্যের মধ্যে সংযুক্ত থাকে তাকে পণ্য ব্যয় বা দ্রব্য ব্যয় বলে। প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম এবং কারখানা উপরিব্যয় এ ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় :

- নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতার মধ্যে থাকে। যেমন : ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও অলস সময় হ্রাস করে যে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে তা নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়।
- অথবা, ফোরম্যান বা সুপারভাইজারগণ তাদের কর্মদক্ষতা দ্বারা কাঁচামালের ব্যয়ের, অপচয় ও ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস করতে পারে, তাই এ হ্রাসকৃত খরচ হবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য খরচ।

প্রান্তিক ব্যয় : কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন অপেক্ষা একক উৎপাদনের হ্রাস বা বৃদ্ধিতে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে। প্রান্তিক ব্যয় = প্রত্যক্ষ মাল + প্রত্যক্ষ শ্রম + পরিবর্তনশীল উপরি ব্যয়।

প্রমাণ ব্যয় : ভবিষ্যতে কোনো একটি দ্রব্য উৎপাদনে যে ব্যয় হতে পারে তার জন্য পূর্বেই যে অনুমিত ব্যয় নির্ধারণ করা হয় তাকে প্রমাণ ব্যয় বলে। এজন্য প্রমাণ ব্যয়কে পূর্ব নির্ধারিত ব্যয়ও (Predetermined cost) বলা হয়।

যৌথ ব্যয় : যে ব্যয় একই প্রক্রিয়ায় একাধিক উৎপাদিত পণ্যের জন্য করা হয় তাকে যৌথ ব্যয় বলে। যেমন : একই সঙ্গে চিনি ও চিটাগুড় উৎপাদিত হলে তার ব্যয়কে যৌথ ব্যয় বলা যাবে।

- উৎপাদন ব্যয়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান– **কাঁচামাল।**
- পণ্য বা সেবা সৃষ্টির জন্য খরচের সমষ্টিকে– **উৎপাদন ব্যয় বলা হয়।**
- যেসব খরচ উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত নয় তাকে বলে– **পরোক্ষ খরচ।**
- প্রশাসনিক উপরি খরচের অংশ নয়- **কুঋণ।**
- উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যে খরচ জড়িত তাকে– **প্রত্যক্ষ খরচ বলে।**
- কাঁচামাল থেকে সরাসরি পণ্য উৎপাদন করার জন্য যে শ্রমের প্রয়োজন হয় তাকে বলে– **প্রত্যক্ষ শ্রম।**
- প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম ও প্রত্যক্ষ খরচ ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় খরচকে– **পরোক্ষ খরচ বলে।**
- ব্যয়ের অতিবাহিত অংশকে– **খরচ বলে।**
- জুতা তৈরির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ খরচ – **চামড়া ক্রয়।**
- বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত খরচ– **বহিঃপরিবহন।**

ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ :

উৎপাদন (২ প্রকার) উপাদানভিত্তিক	কার্যভিত্তিক ব্যয় (তিন প্রকার)	ব্যয়ের একক (২ প্রকার)	নিয়ন্ত্রণযোগ্যতা ভিত্তিক (২ প্রকার)	আচরণ ভিত্তিক(তিন প্রকার)	সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভিত্তিক (তিন প্রকার)
১. প্রত্যক্ষ ব্যয় ২. পরোক্ষ ব্যয়	১. উৎপাদন ব্যয় ২. প্রশাসনিক ব্যয় ৩. বিক্রয় ও বন্টন ব্যয়	১. পণ্য ব্যয় ২. কালীন ব্যয়	১. নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় ২. অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়	১. পরিবর্তনশীল ব্যয় ২. মিশ্র ব্যয় ৩. স্থায়ী ব্যয়	১. সুযোগ ব্যয় ২. তুলনামূলক ব্যয় ৩. নিমজ্জিত ব্যয়

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

○ **নিয়ন্ত্রণযোগ্য ও অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় (Controllable and Non-contrillable Cost) :**

নিয়ন্ত্রণযোগ্য (Controllable Cost) : যে ব্যয় ব্যবস্থাপনার আয়ত্তের মধ্যে থাকে বা যে ব্যয় ব্যবস্থাপনা ইচ্ছা করলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তাকে নিয়ন্ত্রযোগ্য ব্যয় বলে। ব্যয় যে কেন্দ্রে সংঘটিত হয় ঐ কেন্দ্রেই তা নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণত পরিবর্তনশীল ব্যয় নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় (Non-contrillable Cost) : ব্যবস্থাপনা সকল ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। যেসব ব্যয় ব্যয়-কেন্দ্রে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় তাকে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় বলে। ব্যয় যে পর্যায়ে বা যে কেন্দ্রে সংঘটিত হওয়ার ক্ষমতা অর্পিত হয় সেই স্থানেই ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হয় অর্থাৎ উৎস স্থানেই ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হয়।

নিমজ্জিত ব্যয় (Sunk Cost) : যেসব ব্যয় অতীতে প্রদান করা হয়েছে কিন্তু বর্তমানে উদ্ধার করা যাবে না-এরূপ ব্যয়কে নিমজ্জিত ব্যয় বলে। আরও সহজে বলা যায় যে অতীত বা ঐতিহাসিক ব্যয় উদ্ধার করা যায় না তাকে নিমজ্জিত ব্যয় বলে। এ ব্যয়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো নগদ অর্থ ব্যয় হয় না। এ সমস্ত ব্যয় অতীতে সংঘটিত হয় এবং ভবিষ্যতে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করে না। এ জন্য এ ব্যয় অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় হিসেবে গণ্য হয়।

জামিল ৪ বছর পূর্বে ৫০,০০০ টাকা দিয়ে একটি আসবাবপত্র ক্রয় করে ১০ বছর আয়ুষ্কাল ধরে অবচয় হিসাবভুক্ত করে আসছে। বর্তমানে উক্ত আসবাবপত্রের পুস্তক মূল্য ৩০,০০০ টাকা। এখন এ আসবাবপত্র বিক্রয় করে ২৫,০০০ টাকা পাওয়া গেল। এক্ষেত্রে (৩০,০০০ − ২৫,০০০) = ৫,০০০ টাকা ক্ষতি। এ ক্ষতি কখনো উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সুতরাং এ ৫,০০০ টাকাকে নিমজ্জিত ব্যয় বা ডুবন্ত ব্যয় বলা হয়।

○ **সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত ব্যয়সমূহ :**

প্রাসঙ্গিক ব্যয় (Relevant Cost) : একাধিক বিকল্পের মধ্য হতে সঠিক বিকল্প নির্বাচন বা গ্রহণের জন্য যেসব ব্যয় বিবেচনা করা হয় তাকে প্রাসঙ্গিক ব্যয় বলে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ ব্যয় বিবেচনা করে থাকে। সুতরাং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভবিষ্যৎ ব্যয় যা বিকল্পের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এরূপ ব্যয়সমূহকে প্রাসঙ্গিক ব্যয় বলে।

(১) প্রাসঙ্গিক ব্যয় ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত।
(২) বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে ব্যয়ের পরিমাণ বিভিন্ন হতে হবে।
(৩) সকল ভবিষ্যৎ ব্যয় প্রাসঙ্গিক ব্যয় নয়।
(৪) বিকল্পের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে হবে।

অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় (Irrelevant Cost) : যেসব ব্যয় বিকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না তাকে অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় বলে। অপ্রাসঙ্গিক ব্যয় বিকল্পের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করতে পারে না-এজন্য বিকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না।

সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost) : সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্পের মধ্য হতে একটি গ্রহণ করা হয় এবং অন্যগুলো বর্জন করা হয়। সুযোগ ব্যয় বলতে সর্বোত্তম বিকল্প গ্রহণ করায় বজনকৃত বিকল্প হতে যে সুযোগ ত্যাগ করতে হয় তাকে সুযোগ ব্যয় বলে। আরও সহজে বলা যায়, দু'টি বিকল্প হতে একটি গ্রহণ করে অপর বিকল্প নাকচ করায় যে সুযোগ ত্যাগ করতে হয় তাকে সুযোগ ব্যয় বলে।

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- কোনো কিছু অর্জন করার জন্য ত্যাগকৃত মূল্যকে- **ব্যয় বলা হয়।**
- কোনো পণ্য বা সেবা অর্জনের জন্য যে মূল্য প্রদান করা হয় বা ত্যাগ স্বীকার করা হয়, তাকে বলে- **ব্যয়।**
- আর্থিক ত্যাগের অতিবাহিত ও অনতিবাহিত অংশকে- **ব্যয় বলে।**
- সাধারণত ভবিষ্যৎ কোনো সুবিধা লাভের জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করা হয়, তা হলো- **ব্যয়।**
- ব্যয়ের অতিবাহিত বা ভোগকৃত অংশকে- **খরচ বলে।**
- আর্থিক ত্যাগের মেয়াদোত্তীর্ণ বা ভোগকৃত অংশ হলো- **খরচ।**
- মুনাফা জাতীয় বা রাজস্ব জাতীয় ত্যাগ স্বীকারকে বলে- **খরচ।**
- Cost (মূল্য) এর অব্যবহৃত অংশকেই- **সম্পত্তি বলে।**
- আর্থিক ত্যাগের অতিবাহিত অংশ অথচ যার থেকে সুবিধা পাওয়া যায় না, তাকে- **ক্ষতি বলে।**
- ব্যয় তত্ত্বের সমীকরণ হলো- **ব্যয় = সম্পত্তি + ক্ষতি + খরচ।**
- উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানের মূল উপাদান হচ্ছে- **কাঁচামাল।**
- রূপান্তর ব্যয় হলো- **প্রত্যক্ষ শ্রম ও কারখানা উপরিব্যয়ের সমষ্টি।**
- নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও পণ্যের মান উন্নয়নের জন্য যে ব্যয় হয়, তাকে- **গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয় বলে।**
- উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যে খরচ জড়িত তাকে- **প্রত্যক্ষ খরচ বলে।**
- যেসব খরচ উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত নয় তাকে বলে- **পরোক্ষ খরচ।**
- পণ্য বা সেবা সৃষ্টির জন্য খরচের সমষ্টিকে- **উৎপাদন ব্যয় বলা হয়।**
- কাঁচামাল থেকে সরাসরি পণ্য উৎপাদন করার জন্য যে শ্রমের প্রয়োজন হয় তাকে বলে- **প্রত্যক্ষ শ্রম।**
- প্রত্যক্ষ কাঁচামাল, প্রত্যক্ষ শ্রম ও প্রত্যক্ষ খরচ ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় খরচকে- **পরোক্ষ খরচ বলে।**
- প্রশাসনিক উপরিখরচের অংশ নয়- **কুঋণ।**
- বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত খরচ- **বহিঃ পরিবহন।**
- পরিবর্তনশীল ব্যয় **একক প্রতি স্থির কিন্তু মোট ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তনশীল।**
- আচরণ ও পরিবর্তনশীলতার ভিত্তিতে ব্যয় হলো- **৩ প্রকার।**
- ব্যবস্থাপনার সাবধানতায় কাম্য স্তরে রাখা যায়- **নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়।**
- সাধারণত নিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় হলো- **পরিবর্তনশীল ব্যয়সমূহ।**
- উৎপাদনের কাঁচামালের ব্যয় একটি- **অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয়।**
- সময়ের সাথে সম্পর্কিত ব্যয়- **কালীন ব্যয়।**
- পণ্য ব্যয় ও কালীন ব্যয়কে বলা হয়- **সময়ভিত্তিক ব্যয়।**
- বিক্রয় ও প্রশাসনিক ব্যয়কে বলা হয়- **অনুৎপাদনশীল ব্যয়।**
- কারখানার পণ্য উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত থাকে- **কালীন ব্যয়।**
- দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে- **স্থায়ী ব্যয়।**
- কালীন ব্যয় হলো- **সকল প্রশাসনিক উপরিব্যয় ও বিক্রয় উপরিব্যয়।**
- হিসাবকাল শেষে কালীন ব্যয়কে দেখানো হয়- **বিশদ আয় বিবরণীতে।**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

Part 3 গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান

01. জনাব X তার ব্যবসায়ের জন্য ১২ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি মোটরগাড়ি কিনেছেন। গাড়িটির বাৎসরিক মেরামত ব্যয় ২০,০০০ টাকা, অবচয় ১ লক্ষ টাকা ও পরিচালনা ব্যয় ৮০,০০০ টাকা। গাড়ি বাবদ ব্যবসায় মুনাফা জাতীয় ব্যয় কত? [চবি : ১৫-১৬]

সমাধান : গাড়ি বাবদ মুনাফা জাতীয় ব্যয় = (মেরামত ব্যয় + অবচয় + পরিচালন ব্যয়) = (২০,০০০ + ১,০০,০০০ + ৮০,০০০) টাকা = ২,০০,০০০ টাকা।

02. দিবা ফ্যাক্টরির যন্ত্রপাতির একটি অংশ বদল করে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপন করতে চায়। বর্তমান যন্ত্রপাতির ক্রয়মূল্য ১৫,০০,০০০ টাকা। পুঞ্জিভূত অবচয়-যন্ত্রপাতি ৯,৫০,০০০ টাকা। এ যন্ত্রপাতিটি ৪,০০,০০০ টাকা বিক্রয় করে ২৫,০০,০০০ টাকায় নতুন যন্ত্রপাতি সংস্থাপন করে।

করণীয় : নিমজ্জিত ব্যয় নির্ণয় কর।

সমাধান : নিমজ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ নির্ণয় :

	টাকা	টাকা
পুরাতন যন্ত্রপাতির ক্রয়মূল্য	১৫,০০,০০০	
বাদ: পুঞ্জিভূত অবচয়-যন্ত্রপাতি	৯,৫০,০০০	
পুস্তকমূল্য	৫,৫০,০০০	
বাদ: বিক্রয়মূল্য	৪,০০,০০০	
নিমজ্জিত ব্যয়		১,৫০,০০০

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. অতিবাহিত ব্যয়ের যে অংশ থেকে সুবিধা পাওয়া যায় না তাকে বলে–
Ⓐ খরচ Ⓑ ক্ষতি Ⓒ সম্পত্তি Ⓓ লাভ Ans Ⓐ

02. পরিবর্তনশীল ব্যয় প্রতি একক উৎপাদনে-
Ⓐ স্থির থাকে Ⓑ পরিবর্তিত হয় Ⓒ বৃদ্ধি পায় Ⓓ হ্রাস পায় Ans Ⓓ

03. কোনটি আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয়?
Ⓐ অবচয় Ⓑ বৈদ্যুতিক বিল Ⓒ বেতন Ⓓ ভাড়া Ans Ⓑ

04. আচরণের ভিত্তিতে ব্যয় কত প্রকার?
Ⓐ ২ Ⓑ ৩ Ⓒ ৪ Ⓓ ৫ Ans Ⓑ

05. বিক্রয় কমিশন কোন ধরনের ব্যয়?
Ⓐ কালীনব্যয় Ⓑ পণ্যব্যয় Ⓒ প্রত্যক্ষব্যয় Ⓓ শ্রমব্যয় Ans Ⓐ

06. শোরুম ব্যবস্থাপকের বেতন কী জাতীয় ব্যয়?
Ⓐ স্থায়ী ব্যয় Ⓑ অস্থায়ী ব্যয় Ⓒ মিশ্র ব্যয় Ⓓ প্রত্যক্ষ ব্যয় Ans Ⓐ

07. কোন ব্যয়ের মাধ্যমে সমাপনী মজুত পণ্যের মূল্যায়ন করা হয়?
Ⓐ পণ্যব্যয় Ⓑ কালীনব্যয় Ⓒ সুযোগব্যয় Ⓓ B + C Ans Ⓐ

08. বিক্রয় – পরিবর্তনশীল ব্যয় = ?
Ⓐ নিরাপত্তা প্রান্ত Ⓑ নিট মুনাফা Ⓒ সমচ্ছেদ বিন্দু Ⓓ কন্ট্রিবিউশন মার্জিন Ans Ⓓ

09. উৎপাদন না হলেও কোন ব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না?
Ⓐ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓑ স্থির ব্যয় Ⓒ আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ মিশ্র ব্যয় Ans Ⓑ

10. পণ্য বা সেবা সৃষ্টির জন্য খরচের সমষ্টিকে কী ব্যয় বলা হয়?
Ⓐ উৎপাদন ব্যয় Ⓑ মোট ব্যয় Ⓒ পণ্য ব্যয় Ⓓ কারখানা উপরি ব্যয় Ans Ⓐ

11. একটি মেশিনের ক্রয়মূল্য ২,৪০,০০০টাকা। আনুমানিক আয়ুষ্কাল ১০ বছর। ৮ বছর পর মেশিনটি ৩০,০০০ টাকায় বিক্রয় করা হলো। এক্ষেত্রে নিমজ্জিত ব্যয় কত টাকা?
Ⓐ ১৮,০০০ টাকা Ⓑ ২৪,০০০ টাকা Ⓒ ৩০,০০০ টাকা Ⓓ ৪২,০০০ টাকা Ans Ⓐ

12. ব্রিজ, রাস্তাঘাট ও দালানকোঠা নির্মাণ ব্যয় কোন ধরনের ব্যয়?
Ⓐ নিমজ্জিত ব্যয় Ⓑ কালীন ব্যয় Ⓒ পণ্য ব্যয় Ⓓ ঐতিহাসিক ব্যয় Ans Ⓓ

13. কোন ব্যয় একাধিক বিকল্পের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে ?
Ⓐ সুযোগ ব্যয় Ⓑ নিমজ্জিত ব্যয় Ⓒ অপরিহারযোগ্য ব্যয় Ⓓ প্রাসঙ্গিক ব্যয় Ans Ⓐ

14. বিক্রয়মূল্যের ওপর মুনাফার হার ২৫% হলে ক্রয়মূল্যের ওপর মুনাফার হার কত?
Ⓐ ৫০% Ⓑ ৩৩.৩৩% Ⓒ ৩০% Ⓓ ২০% Ans Ⓑ

15. অপরিচালন ব্যয় কোনটি?
Ⓐ বিদ্যুৎ খরচ Ⓑ ব্যাংক চার্জ Ⓒ বিজ্ঞাপন খরচ Ⓓ অফিস খরচ Ans Ⓑ

16. পরিবর্তনশীল ব্যয় কোনটি?
Ⓐ বিক্রয় মূল্য বিয়োগ ক্রয় মূ Ⓑ মোট ব্যয় বিয়োগ স্থায়ী ব্যয় Ⓒ পরিবর্তনশীল ব্যয় যোগ স্থায়ী ব্যয় Ⓓ স্থায়ী ব্যয় যোগ মুনাফা Ans Ⓑ

17. যে ব্যয় ব্যবস্থাপক ইচ্ছা করলে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে না তাকে কী ব্যয় বলে?
Ⓐ প্রমাণ ব্যয় Ⓑ অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ব্যয় Ⓒ স্বীকৃত ব্যয় Ⓓ মুখ্য ব্যয় Ans Ⓑ

18. যে ব্যয় প্রত্যেকটি পণ্যের জন্য আলাদাভাবে চিহ্নিত করা হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ প্রত্যক্ষ ব্যয় Ⓑ পরোক্ষ ব্যয় Ⓒ রূপান্তর ব্যয় Ⓓ স্থির ব্যয় Ans Ⓐ

19. পুরাতন সম্পদ বিক্রয় কী ধরনের ব্যয়?
Ⓐ মুনাফাজাতীয় ব্যয় Ⓑ মুনাফাজাতীয় প্রাপ্তি Ⓒ মূলধনজাতীয় প্রাপ্তি Ⓓ মূলধনজাতীয় আয় Ans Ⓒ

20. নিচের কোনটি মুনাফা জাতীয় খরচ?
Ⓐ চাঁদা Ⓑ হলরুম ভাড়া Ⓒ লকার ভাড়া Ⓓ প্রাঙ্গণ রক্ষকের মজুরি Ans Ⓓ

21. পরোক্ষ পদ্ধতি মোতাবেক কোনটি পরিচালন কার্যক্রমের দফা নয়?
Ⓐ চলতি বছরের নিট লাভ Ⓑ চলতি সম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি Ⓒ চলতি দায়ের হ্রাস-বৃদ্ধি Ⓓ দীর্ঘমেয়াদি বন্ডের হ্রাস-বৃদ্ধি Ans Ⓓ

22. একটি প্রাসঙ্গিক কার্যক্ষেত্র পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন হলেও যে ব্যয় পরিবর্তন হয় না তাকে কী বলে?
Ⓐ উপরি ব্যয় Ⓑ সুযোগ ব্যয় Ⓒ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ স্থায়ী ব্যয় Ans Ⓓ

23. দত্তাংশ নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
Ⓐ ক্রয় + স্থায়ী ব্যয় Ⓑ বিক্রয় - পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓒ বিক্রয় + পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ ক্রয় + পরিবর্তনশীল ব্যয় Ans Ⓑ

24. বাজেট কিসের সংখ্যাত্মক প্রকাশ?
Ⓐ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার Ⓑ বর্তমান পরিকল্পনার Ⓒ অতীত পরিকল্পনার Ⓓ বাজেট পরিকল্পনার Ans Ⓐ

CamScanner

হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র

অধ্যায় ১০

ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি

Part 1 — গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

- **ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান :** যে হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যাবলি সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে তাকে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান বলে।

ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান (Introduction to Management Accounting) :
হিসাববিজ্ঞানের যে শাখায় ব্যবস্থাপনার প্রতিটি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ ও কার্য পরিচালনায় সহয়তা করে, তাকে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান বলে। হিসাববিজ্ঞানের এই শাখায় হিসাবনিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত শনাক্ত, বিশ্লেষণ ও তথ্য সরবরাহ করে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যবস্থাপকদের সাহায্য করে। সামগ্রিক হিসাববিজ্ঞানের যে শাখা ব্যবস্থাপনাকে পরিকল্পনা প্রণয়ণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ, লিপিবদ্ধকরণ, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপনে সাহায্য করে তাকে ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান বলে।

আর্থিক হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যসমূহ (Differences Between Financial Accounting and Managerial Accounting):
আর্থিক হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের মধ্যে যে সমস্ত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নে প্রদত্ত হল:

পার্থক্যের বিষয়	আর্থিক হিসাববিজ্ঞান	ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান
১.উদ্দেশ্য (Objectives)	আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য হল মালিক, পাওনাদার ও সরকারের জন্য কালান্তিক প্রতিবেদন (অর্থাৎ আয় বিবরণী বা লাভ-ক্ষতি হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্র) প্রস্তুত করা।	ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করা।
২. ব্যবহৃত তথ্যের প্রকৃতি (Nature of Data Used)	আর্থিক হিসাববিজ্ঞান কেবল অতীত তথ্যাবলি বা অতীত হিসাবের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ এটি অতীত সংক্রান্ত, পরিমাণগত এবং আর্থিক বিষয়ক তথ্যাবলি ব্যবহার করে থাকে।	ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি বর্ণনামূলক, পরিসংখ্যান বিষয়ক, উদ্দেশ্যমুখী ও ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত তথ্য ব্যবহার করে থাকে।
৩. বিষয়বস্তু (Subject Matter)	আর্থিক হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সঠিক হিসাব পত্র প্রণয়ন করে এবং আয় বিবরণী বা লাভ-ক্ষতি হিসাব, উদ্বৃত্তপত্র ও অন্যান্য আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি ও আর্থিক চিত্র তুলে ধরে।	ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণীসমূহ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে এবং কারবারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলি, আর্থিক অবস্থা, ব্যবস্থাপকীয় দক্ষতা, মুনাফা অর্জন ক্ষমতা ইত্যাদির উপর প্রতিবেদন প্রণয়ন করে।
৪. সময় (Time)	আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের হিসাবসমূহ সাধারণত নির্দিষ্ট সময় শেষে অর্থাৎ এক বছর পর পর প্রস্তুত করা হয়।	ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হিসাব প্রস্তুতের কোন নির্দিষ্ট সময় থাকে না। ব্যবস্থাপনা যখনই প্রয়োজন অনুভব করে তখনই তাকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলির উপস্থাপন করতে হবে।
৫. উপস্থাপন মাধ্যম (Media of Presentation)	আর্থিক হিসাববিজ্ঞানে সকল অর্থই টাকার অংকে উপস্থাপন করা হয়।	ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানে টাকার অংক ছাড়া অন্য মাধ্যমেও তথ্য উপস্থাপন করা হয়। যেমন- লেখচিত্র, ম্যাপ, নকশা ইত্যাদি।
৬. হিসাববিজ্ঞান নীতি (Accounting Principles)	আর্থিক হিসাববিজ্ঞান সর্বজনগ্রাহ্য হিসাববিজ্ঞান নীতি ও প্রথা মেনে চলে।	ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের এরূপ কোন সুনির্দিষ্ট নীতি বা প্রথা নেই। প্রয়োজনের তারতম্য অনুযায়ী এর উপস্থাপন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়।
৭. বাধ্যবাধকতা (Statutory)	আর্থিক হিসাববিজ্ঞান প্রতিটি কারবার প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আবশ্যক। কোম্পানি আইনে আর্থিক হিসাব রাখা ও আর্থিক বিবরণী তৈরি করা বাধ্যতামূলক।	কারবার প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান অত্যাবশ্যক নয়। দক্ষ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য এর ব্যবহার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।
৮. যথার্থতা (Precision)	আর্থিক হিসাববিজ্ঞান হিসাবের যথার্থতা ও সঠিকতার উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে।	ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান যথার্থতার উপর তেমন গুরুত্ব দেয় না।
৯. গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দু (Centre of Focus)	আর্থিক হিসাববিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক অবস্থার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।	ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠানের এক একটি অংশের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। যেমন- প্রতিষ্ঠানের এক একটি পণ্য, এক একটি কার্যাবলি, এক একটি দায়িত্ব কেন্দ্র অনুযায়ী তথ্য বিশ্লেষণ করাই এ হিসাববিজ্ঞানের কাজ।
১০. নিরীক্ষা (Audit)	আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করা অপরিহার্য। কোম্পানি আইন অনুযায়ী যৌথমূলধনী কারবারের আর্থিক হিসাব নিরীক্ষা করা বাধ্যতামূলক।	ব্যবস্থাপনা হিসাব নিরীক্ষা বাধ্যতামূলক নয়।
১১. অনার্থিক তথ্য (Non-Monetary Information)	আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের প্রতিবেদনে কেবল আর্থিক তথ্য জ্ঞাপন করা হয়।	ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান আর্থিক ও বস্তুগত উভয় বিষয়ের প্রয়োজনমত তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে।
১২. হিসাবরক্ষণ প্রণালী (Accounting Method)	আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের আয়-ব্যয় বা নামিক হিসাব, ব্যক্তিক হিসাব, সম্পত্তিবাচক হিসাব রাখা হয়।	ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানে এ রকম শ্রেণিবিন্যাস করা হয় না। এখানে দায়িত্বকেন্দ্র বা মুনাফা কেন্দ্র অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করা হয়।

CamScanner

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে বলা যায় যে, আর্থিক হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এরা উভয়ই সামগ্রিক হিসাববিজ্ঞানের শাখা। আর্থিক হিসাববিজ্ঞান যে তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশ করে, ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানে ঐ তথ্যগুলো শ্রেণিবিন্যাস করে বিশ্লেষণ করা হয়। সুতরাং ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান আর্থিক হিসাববিজ্ঞানের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল।

ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের প্রধান দু'টি হাতিয়ার হলো : ১. বাজেট; ২. ব্যয়-পরিমাণ-মুনাফা বিশ্লেষণ।

বাজেট (Budget) : বাজেট হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিকল্পনার সংখ্যাগত প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে বাজেটকে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার নীল নকশা বলা হয়। Budget শব্দটি ফরাসি Budgetee শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ একটি ব্যাগ বা থলে। উৎপত্তিগত দিক হতে বাজেট হচ্ছে একটি ব্যাগ যার মধ্যে একটি ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট সময়ের প্রত্যাশিত আয়, ব্যয় বা আর্থিক পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বাজেটের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Budget) :

১. এটি একটি আর্থিক পরিকল্পনা (A Financial plan)
২. সংখ্যায় প্রকাশ (Expressed in Number)
৩. নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য (For a Specific Priod)
৪. নির্ধারিত সময়কালের পূর্বে প্রস্তুত (Prepared Before a Specific Period)
৫. অনুমোদন (Approval)
৬. পূর্বে নির্ধারিত উদ্দেশ্য (Prepared for a Predetermined Objective)

বাজেট নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য (Objectives of Budgetory Control) :

(i) বাজেট বা পরিকল্পনা প্রস্তুত (Preparaion of Budget or plan)
(ii) সমন্বয় সাধন (Co-ordination)
(iii) দায়িত্বশীলতা স্থাপন (Establishment of Responsibility)
(iv) কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ (Effective Control)
(v) সর্বাধিক মুনাফা অর্জন (Earning Maximum profit)

বাজেটের প্রকারভেদ :

১. বিক্রয় বাজেট
২. উৎপাদন বাজেট
৩.কাঁচামাল ক্রয় বাজেট
৪. প্রত্যক্ষ মজুরি বাজেট
৫. কারখানা উপরিব্যয়
৬. গবেষণা ও উন্নয়ন বাজেট
৭. নগদান বাজেট
৮. সামগ্রিক বাজেট

বিক্রয় বাজেট :

- কার্যভিত্তিক বাজেট প্রণয়নে সর্বপ্রথম বিক্রয় বাজেট তৈরি করা হয়।
- বিক্রয় বাজেটের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য বাজেটসমূহ তৈরি করা হয়।
- অতীত বিক্রয়ের পরিমাণ ও গতি বিশ্লেষণ করে বিক্রয় সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়া হয়।
- ভবিষ্যৎ বা পরবর্তী বছরের সম্ভাব্য বিক্রয় নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে বিক্রয় বাজেট তৈরি করা হয়।

উৎপাদন বাজেট :

- ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কী পরিমাণ সমাপ্ত পণ্য উৎপাদিত হবে এবং ঐ সমাপ্ত পণ্য উৎপাদন করতে কত টাকা ব্যয় হবে তা যে বিবরণীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে উৎপাদন বাজেট বলে।
- সম্ভাব্য উৎপাদনযোগ্য একক = সম্ভাব্য সমাপ্ত পণ্য সংখ্যা + সম্ভাব্য বিক্রীত পণ্যের সংখ্যা-সম্ভাব্য প্রারম্ভিক সমাপ্ত পণ্য সংখ্যা
- বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উৎপাদন বাজেট সহায়তা করে।
- উৎপাদন উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়।
- মজুদ নীতি প্রণয়ন করা হয়, উৎপাদন সূচি অনুসরণ করা হয় এবং সমন্বয় সাধন করা হয় উৎপাদন বাজেটের মাধ্যমে।

কাঁচামাল ক্রয় বাজেট : • উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় ও মজুদের পরিমাণ এবং প্রত্যাশিত ব্যয় নির্দেশ করে।

- প্রতিষ্ঠানের ক্রয় বিভাগের কাঁচামাল ক্রয়ের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করে।
- উৎপাদন ব্যয় বাজেট তৈরিতে সাহায্য করে।
- সম্ভাব্য কাঁচামাল ক্রয় (একক) = ব্যবহৃত কাঁচামালের একক + সমাপনী কাঁচামালের মজুদ একক - প্রারম্ভিক কাঁচামালের মজুদ একক
- ক্রয়কৃত কাঁচামালের ব্যয় = ক্রয়কৃত কাঁচামালের একক × একক প্রতি কাঁচামালের ব্যয়

- **বাজেট :** বাজেট হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিকল্পনার সংখ্যাগত প্রকাশ। Budget শব্দটি ফরাসি 'Budgette' শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ একটি ব্যাগ বা থলে।
- **সমচ্ছেদ বিন্দু (Break Even Point) :** সমচ্ছেদ বিন্দু বলতে উৎপাদনের পরিমাণের ঐ পর্যায়কে বুঝায় যে পর্যায়ে মোট ব্যয় এবং মোট আয় সমান হয়। এটি হলো, না ক্ষতি এবং না মুনাফার একটি বিন্দু।
- **পরিবর্তনশীল ব্যয় :** যে ব্যয় উৎপাদন কাজের স্তর পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে।
- **ক্রয় বাজেট :** উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন ও মজুত সংরক্ষণ করার জন্য কী পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয় করতে হবে তা পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে ক্রয় বাজেট প্রস্তুত করা হয়।
- **ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞানের ক্রম বিবর্তন :** –

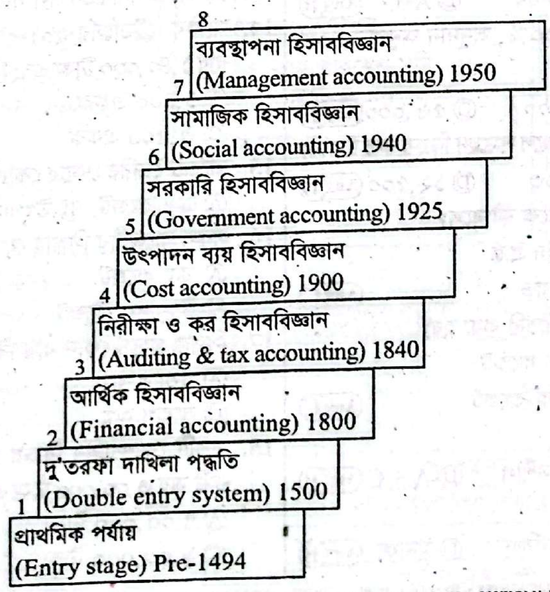

CamScanner

- **নিরাপত্তা প্রান্ত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণসমূহ :**
  (১) স্থায়ী ব্যয় হ্রাস পেলে। (২) পরিবর্তনশীল ব্যয় হ্রাস পেলে। (৩) বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি পেলে। (৪) উৎপাদন এবং বিক্রয় বৃদ্ধি পেলে। (৫) উৎপাদন মিশ্রণ পরিবর্তনের ফলে অনুদান প্রান্ত বৃদ্ধি পেলে।
- **বিক্রয় মিশ্রণ :** মোট বিক্রয়ের পরিমাণকে বিভিন্ন লাইনের পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণে বিভক্তিকরণ করা বা বিভিন্ন লাইনের পণ্য বিক্রয়ের আনুমানিক পরিমাণ যা দ্বারা মোট বিক্রয় অর্জিত হয় তাকে বিক্রয় মিশ্রণ বলা হয়। অর্থাৎ মোট বিক্রয়ের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার পণ্যের পারস্পরিক পরিমাণকে বিক্রয় মিশ্রণ বলা হয়। এক কথায় বলা যায় যে, বিভিন্ন পণ্য যে অনুপাতে বিক্রি হয়ে থাকে তাই বিক্রয় মিশ্রণ।

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- ১৭৩৩ সালে সর্বপ্রথম সরকারের বার্ষিক আর্থিক পরিকল্পনা নির্দেশের জন্য বাজেট শব্দটি ব্যবহার করা হয়- **ব্রিটেনে**
- BEP থেকে বেশি বিক্রি হলে লাভ হবে।
- BEP থেকে কম বিক্রি হলে ক্ষতি হবে।
- BEPএর পূর্ণরূপ হলো- **Break Even Point.**
- নিরাপত্তা প্রান্তকে টাকায় অথবা বিক্রয়ের উপর শতকরা হারে প্রকাশ করা যায়।
- কোন হিসাববিজ্ঞানের শাখাটির সর্বশেষে এসেছে- **ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান।**
- Budget শব্দটি কোন ভাষা থেকে উৎপত্তি হয়েছে- **ফরাসি।**
- বাজেট প্রণয়নের প্রথম ধাপ- **লক্ষ্য ও নীতি নির্ধারণ।**
- মিশ্র ব্যয় হলো- পরিবর্তনশীল ব্যয় উপাদান এবং স্থায়ী ব্যয় উপাদানের সমষ্টি।
- একটি কোম্পানির সমচ্ছেদ বিন্দু নির্ণয়ে কোন তথ্যটি অপ্রয়োজনীয়- **গড় ব্যয়।**
- কোনটি সমচ্ছেদ বিন্দুকে প্রভাবিত করে না- **বিক্রয় এককের বৃদ্ধি।**
- কোনটির মাধ্যমে অনুদান প্রান্ত নির্ণয় করা হয়- **বিক্রয় বাদ পরিবর্তনশীল ব্যয়।**
- কোনটি কার্যকরী মূলধন ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য- **দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালনা।**
- FOB Shipping point বলতে কী বুঝি- **আন্তঃবহন ব্যয় ক্রেতা বহন করবে।**
- ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান এর ব্যবহারকারী হলো- **ব্যবস্থাপকগণ।**
- ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার- **বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ।**
- কোন হিসাববিজ্ঞান শাখাটির উদ্ভব সর্বপ্রথমে হয়েছিল- **আর্থিক হিসাববিজ্ঞান।**
- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সংখ্যাত্মক প্রকাশকে- বাজেট বলে।
- নিরাপত্তা প্রান্ত- হলো সমচ্ছেদ বিক্রয়ের যে অতিরিক্ত বিক্রয়।
- যে ব্যয় উৎপাদন কাজের স্তর পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় তাকে **পরিবর্তনশীল ব্যয় বলে।**
- কোন ব্যয়কে চুক্তিভিত্তিক ও সময়ভিত্তিক ব্যয় বলে- **স্থায়ী ব্যয়কে।**
- কিসের অভাবে প্রতিষ্ঠানের নীতি ও লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয় না- **বাজেট প্রণয়নের কাজ সুষ্ঠভাবে সমাধান না হলে।**
- ফরাসি ভাষায় 'Budgette' শব্দের অর্থ- **চামড়ার প্যাকেট।**
- বাজেট শব্দটি সর্বপ্রথম কখন ও কোথায় ব্যবহৃত হয়- **১৭৩৩ সালে ব্রিটেনে বাজেট শব্দটি ব্যবহৃত হয়।**
- বাজেটের মূল উপাদান কী- **পরিকল্পনা।**
- বাজেটের কাজ কী- পরিকল্পনা ও বাস্তবায়িত কাজের মধ্যে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিচ্যুতি বের করাই বাজেটের কাজ।
- বাজেট প্রণয়নের ১ম ধাপ- **লক্ষ্য ও নীতি নির্ধারণ।**
- পরিকল্পনার অন্যতম কৌশল- **বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ।**
- ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার- **বাজেটীয় নিয়ন্ত্রণ।**
- বাজেটের মেরুদণ্ড বলা হয় কোন বাজেটকে- **বিক্রয় বাজেটকে।**
- বাজেটকে কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়- **তিন শ্রেণিতে।**

Part 5 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. Budget শব্দটি কোন ভাষা থেকে উৎপত্তি হয়েছে?
Ⓐ ল্যাটিন Ⓑ ইংরেজি Ⓒ ফরাসি Ⓓ স্পেন **Ans Ⓒ**

02. বাজেট শব্দটি সর্বপ্রথম কোথায় ব্যবহৃত হয়?
Ⓐ ব্রিটেনে Ⓑ ফ্রান্সে Ⓒ জার্মানিতে Ⓓ যুক্তরাষ্ট্র **Ans Ⓐ**

03. কত সালে ব্রিটেনে সর্বপ্রথম সরকারের বার্ষিক আর্থিক পরিকল্পনা নির্দেশের জন্য বাজেট শব্দটি ব্যবহার করা হয়?
Ⓐ ১৩৭৩ Ⓑ ১৭৩১ Ⓒ ১৭৩৩ Ⓓ ১৭৩৫ **Ans Ⓒ**

04. কোম্পানির সমচ্ছেদ বিন্দু নির্ণয়ে কোন তথ্যটি অপ্রয়োজনীয়?
Ⓐ স্থিরব্যয় Ⓑ গড় ব্যয় Ⓒ পণ্যেরদাম Ⓓ A+C **Ans Ⓑ**

05. বিক্রয় ৮০,০০০ টাকা, নিরাপত্তা প্রান্ত অনুপাত ৩০%, অনুদান অনুপাত ৪০% হলে সমচ্ছেদ বিক্রয়ের পরিমাণ কত?
Ⓐ ২৮,০০০ Ⓑ ৩২,০০০ Ⓒ ৪৮,০০০ Ⓓ ৫৬,০০০ **Ans Ⓓ**

06. স্থায়ী ব্যয় ৫, ০০০ টাকা এবং দত্তাংশ অনুপাত ৪০% হলে সমচ্ছেদ বিক্রয় কত টাকায়?
Ⓐ ২,০০০ Ⓑ ৩,০০০ Ⓒ ৮,৩৩৩ Ⓓ ১২,৫০০ **Ans Ⓓ**

07. সমচ্ছেদ বিন্দু হতে প্রকৃত বিক্রয় যতটুকু বেশি তাকে কী বলে?
Ⓐ দত্তাংশ Ⓑ সমচ্ছেদ প্রান্ত Ⓒ নিরাপত্তা প্রান্ত Ⓓ মোট লাভ **Ans Ⓒ**

08. কোন বাজেটের ওপর ভিত্তি করে উৎপাদন বাজেট তৈরি করা হয়?
Ⓐ ক্রয় বাজেট Ⓑ নগদান বাজেট Ⓒ বিক্রয় বাজেট Ⓓ সামগ্রিক বাজেট **Ans Ⓒ**

09. এককপ্রতি কোন ব্যয় স্থির থাকে না?
Ⓐ মিশ্রব্যয় Ⓑ স্থায়ী ব্যয় Ⓒ পরিবর্তনশীল Ⓓ A + C **Ans Ⓑ**

10. বিক্রয় – পরিবর্তনশীল ব্যয় = ?
Ⓐ নিরাপত্তাপ্রান্ত Ⓑ দত্তাংশ Ⓒ সমচ্ছেদবিন্দু Ⓓ মুনাফা **Ans Ⓑ**

11. বাজেট প্রস্তুতকরণ ব্যবস্থাপনার কোন ধরনের কাজের মধ্যে পড়ে?
Ⓐ নিয়ন্ত্রণ Ⓑ প্রেষণা Ⓒ নির্দেশনা Ⓓ পরিকল্পনা **Ans Ⓓ**

12. সমচ্ছেদ বিন্দু ৫,০০০ একক, দত্তাংশ সীমা প্রতি একক ১০ টাকা; বিক্রয় প্রতি একক ২৫ টাকা। স্থায়ী ব্যয় কত হবে?
Ⓐ ৫০,০০০ টাকা Ⓑ ৭৫,০০০ টাকা Ⓒ ১,২৫,০০০ টাকা Ⓓ ১,৭৫,০০০ টাকা **Ans Ⓐ**

13. অনুদানপ্রাপ্ত শূন্য হলে বিক্রয়মূল্য দ্বারা কোন ব্যয় মেটানো সম্ভব হয়?
Ⓐ পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓑ স্থায়ী ব্যয় Ⓒ আধা-পরিবর্তনশীল ব্যয় Ⓓ মোট ব্যয় **Ans Ⓐ**

14. সাকিব ট্রেডার্সের ২০১৮ সালের পরিবর্তনশীল ব্যয় এককপ্রতি ৪০ টাকা। স্থায়ী ব্যয় ১,৪০,০০০ টাকা এবং বিক্রয়মূল্য প্রতি একক ৬০ টাকা হলে সমচ্ছেদ বিন্দু কত?
Ⓐ ১,৪০০ একক Ⓑ ২,৩৩৩ একক Ⓒ ৩,৫০০ একক Ⓓ ৭,০০০ একক **Ans Ⓓ**

15. বাজেট তৈরির ক্ষেত্রে কোন বাজেট আগে তৈরি করতে হয়?
Ⓐ ক্রয় বাজেট Ⓑ উৎপাদন বাজেট Ⓒ বিক্রয় বাজেট Ⓓ মিশ্র বাজেট **Ans Ⓒ**

16. সকল বাজেটীয় সিদ্ধান্ত যে বাজেটের তথ্যের উপর নির্ভর করে তার নাম হলো-
Ⓐ ক্রয় বাজেট Ⓑ বিক্রয় বাজেট Ⓒ উৎপাদন বাজেট Ⓓ নগদ বাজেট **Ans Ⓑ**

17. সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন ব্যয় বিবেচনায় আনা হয় না?
Ⓐ প্রত্যক্ষ ব্যয় Ⓑ নিমজ্জিত ব্যয় Ⓒ সুযোগ ব্যয় Ⓓ পার্থক্যমূলক ব্যয় **Ans Ⓑ**

18. একটি কোম্পানির বিক্রয় ১,০০,০০০ একক, প্রতিটির বিক্রয় মূল্য ১২ টাকা, স্থায়ী ব্যয় ৩,০০,০০০ টাকা এবং মুনাফা ২,০০,০০০ টাকা হলে পরিবর্তনশীল ব্যয় কত?
Ⓐ ৭,০০,০০০ টাকা Ⓑ ৫,০০,০০০ টাকা Ⓒ ৯,০০,০০০ টাকা Ⓓ ১০,০০,০০০ টাকা **Ans Ⓐ**

CamScanner